উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮২,৪২৯.৯০ (+২৯৭৫.৪৩)

নিফটি : ২৪,৯২৪.৭০ (+৯১৬.৭০)

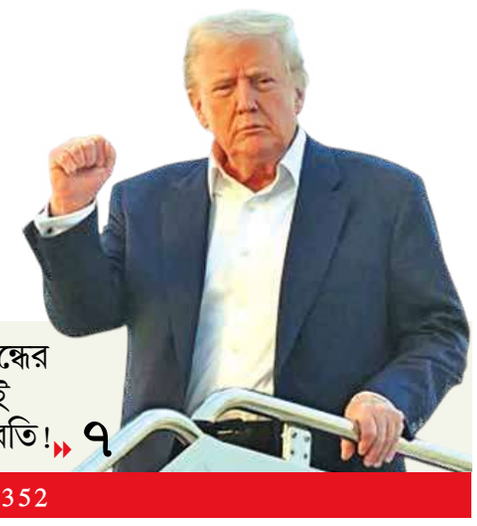

খুলল ৩২ বিমানবন্দর
সংঘর্ষ বিরতিতে সহমত হওয়ার পর ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে দেশ। এবার যুদ্ধের আবহে বন্ধ হওয়া উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ৩২টি বিমানবন্দরও খুলে দেওয়া হল।
৭

পাকিস্তানে হামলা বালোচদের
অপারেশন সিঁদুরের ঘায়ে তছনছ পাকিস্তান। সেই সুযোগে 'স্বাধীনতার যুদ্ধ'কে আরও তীব্র করল বালোচ বিদ্রোহীরা। পাকিস্তানের বালোচিস্তানে বড় হামলা চালিয়েছে বালোচ লিবারেশন আর্মি।
৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৩° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন

বাণিজ্য বন্ধের হুমকিতেই সংঘর্ষ বিরতি!
৭

২৯ বৈশাখ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 13 May 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 352

বিরাট শূন্যতা

সেরা ১০ ইনিংস

- ২০১৩ : জোহানেসবার্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১১৯ ও ৯৬।
- ২০১৪ : ওয়েলিংটনে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে অপরাজিত ১০৫।
- ২০১৪ : অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১১৫ ও ১৪১।
- ২০১৪ : মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৬৯।
- ২০১৬ : মুম্বইয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২৩৫।
- ২০১৮ : এজবাস্টনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৪৯।
- ২০১৮ : সেঞ্চুরিয়ানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১৫৩।
- ২০১৯ : পুনেতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ২৫৪।

বিরাট মুহূর্ত

- ২০ জুন, ২০১১ : জামাইকায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক। ১০ বলে ৪ রান
- ২০১২ : অ্যাডিলেডে ১১৬ রানে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে টক্কর
- ২০১৪ : অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুই ইনিংসে শতরান
- ২০১৫ : নেতৃত্ব দিয়ে শ্রীলঙ্কায় বিরল টেস্ট সিরিজ জয়
- ২২ জুলাই, ২০১৬ : নর্থ সাউন্ডে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম দ্বিশতরান
- ২০২১ : লর্ডস টেস্টের শেষ দিনে টিম হাডলে ইংল্যান্ডকে ৬০ ওভারের নরকযন্ত্রণা ভোগ করানোর নির্দেশ
- ২০১৪-'১৫ : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চার টেস্টের সিরিজে ৬৯২ রান। শতরান ৪টি
- ২৬-৩০ ডিসেম্বর, ২০১৪ : মেলবোর্নে যন্ত্রণা চেপে প্রথম ইনিংসে ১৬৯ রান
- ২০১৮ : বার্মিংহামে জেমস অ্যান্ডারসনের সুইং সামলে ১৪৯ রান। নটিংহ্যামে দুই ইনিংসে ৯৭ ও ১০৩ রান
- ২০১৯ : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে শতরানের হ্যাটট্রিক। ইডেন গার্ডেন্সে ১০৪, নাগপুরে ২১৩ ও দিল্লিতে ২৪৩ রান

'আক্ষেপ' নিয়েই টেস্টকে অলবিদা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ মে : ভারতীয় ক্রিকেট মহল অপেক্ষায় ছিল স্থগিত থাকা আইপিএল শুরুর ঘোষণার। ভারতীয় ক্রিকেট অপেক্ষায় ছিল অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী পর্বের অস্থিরতা কাটিয়ে ওঠার।

বদলে বেলা বারোটা নাগাদ ক্রিকেট সমাজের দিকে ধেয়ে এল 'বোমা'। সমাজমাধ্যমে টেস্ট ক্রিকেট থেকে তাঁর অবসর ঘোষণা করে বোমা ফাটালেন বিরাট কোহলি। সিদ্ধান্তটা হয়তো প্রত্যাশিত। উত্তরবঙ্গ সংবাদে আগেই প্রকাশিত হয়েছিল, বিরাটের সিদ্ধান্ত বদলের সম্ভাবনা ক্ষীণ।

কিন্তু তারপরও মনে করা হয়েছিল, কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকারের কথা শুনবেন বর্তমান ক্রিকেটের বাদশা। বাস্তবে সেটা হয়নি। নিজের অনড় মনোভাবের 'স্টান্স' না বদলে মনের কোণে 'আক্ষেপ' নিয়েই টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দিলেন কোহলি। দিনকয়েক আগে রোহিত শর্মার পর আজ বিরাটের টেস্ট থেকে অবসরে ভারতীয় ক্রিকেটে তৈরি হল এক শূন্যতার। সঙ্গে কোচ গৌতম গম্ভীর ক্রিকেটপ্রেমীদের ক্ষোভের মুখে পড়লেন। সমাজমাধ্যমে বহু ক্রিকেটপ্রেমী রোহিতের পর কোহলিরও টেস্ট ছাড়ার সিদ্ধান্তের পিছনে টিম ইন্ডিয়ার কোচ গম্ভীরকে দায়ী করেছেন।

ইঙ্গিত তিনি নিজেই দিয়েছিলেন। ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের। কিন্তু তারপরও মনে করা হয়েছিল, বিসিসিআই কোহলিকে ইংল্যান্ড সফরের জন্য রাজি করাতে পারবে। আজ বিরাটের টেস্ট থেকে অবসরের

এরপর দশের পাতায়

অপারেশন সিঁদুর

পাকিস্তানকে যদি বাঁচতে হয় ওদের সন্ত্রাসের পরিকাঠামো নির্মূল করতে হবে। 'টেরর' ও 'টক' (সন্ত্রাস এবং আলোচনা) একসঙ্গে চলতে পারে না।

-নরেন্দ্র মোদি, প্রধানমন্ত্রী

যে ধরনের প্রযুক্তিই আসুক না কেন, আমরা সেটা আটকানোর জন্য তৈরি। ওদের কোনও সুযোগই ছিল না এই দুর্ভেদ্য ডিফেন্সকে ভেদ করে আমাদের সেনাঘাঁটিতে হামলা করার।

-একে ভারতী, এয়ার মার্শাল, ভারতীয় বায়ুসেনা

একসঙ্গে বইবে না রক্ত-জল

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১২ মে : অবশেষে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা। অপারেশন সিঁদুর শুরু হওয়ার ৫ দিন পর। পাকিস্তানকে চ্যালেঞ্জ জানালেন কড়া ভাষায়। নরেন্দ্র মোদি জানিয়ে দিলেন, 'টেরর' ও 'টক' একসঙ্গে চলবে না। 'টেরর' চলবে 'ট্রেড' চলবে না। পাকিস্তানের সঙ্গে যদি আলোচনা করতেই হয়, তাহলে মূল অ্যাজেন্ডা হবে পাক অধিকৃত কাশ্মীর। তাছাড়া সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে হবে পাকিস্তানকেই।

সোমবার রাতে জাতির উদ্দেশে ভাষণে সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিতের প্রতি ইঙ্গিত করে মোদি বলেন, 'সন্ত্রাস আর বাণিজ্য পাশাপাশি চলতে পারে না। রক্ত আর জল একসঙ্গে বইতে পারে না। আমি আন্তর্জাতিক মহলকে স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই, যদি কখনও ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনা হয়, তাহলে তা হবে শুধু সন্ত্রাসবাদ ও পিওকে নিয়েই। সন্ত্রাসের সঙ্গে কোনও আপস করবে না ভারত।'

তাঁর ভাষণের কিছুক্ষণ আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছিলেন, দুই দেশের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্য বন্ধের হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছে ভারত ও পাকিস্তান। এই বার্তা নরেন্দ্র মোদি ও শাহবাজ শরিফ, দুজনের পক্ষেই অস্বস্তিকর। এই প্রেক্ষাপটে জাতির উদ্দেশে ভাষণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি, শুধুমাত্র সাময়িক বিরতি নেওয়া হয়েছে। এই লড়াই চলবে।'

মোদির ঘোষণা, 'অপারেশন সিঁদুর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের নতুন নীতি। পাকিস্তানের প্রতিটি গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখছে ভারত। তিন বাহিনী সর্বদা প্রস্তুত ও সজাগ রয়েছে।' তিনি বুঝিয়ে দেন, পাকিস্তানের কার্যকলাপের ওপর নির্ভর করছে ভারতের পরবর্তী পদক্ষেপ। এমনকি পাকিস্তান পরমাণু শক্তিধর হলেও যে ভারত ভয় পায় না, তা জানিয়ে দেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'ভারত পরমাণু ব্ল্যাকমেল বরদাস্ত করবে না। শুধু প্রতিরক্ষা নয়, প্রয়োজনে আক্রমণাত্মক কৌশল নিতেও দ্বিধা করব না আমরা।'

এরপর দশের পাতায়

১৬৫ কিমি ভেতরে ঢুকে প্রত্যাঘাত

নয়াদিল্লি, ১২ মে : আপাতত আর যুদ্ধ নয়। বরং সংঘর্ষ বিরতিই থাকবে। পাকিস্তানের তরফে দু'দেশের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস (ডিজিএমও) পর্যায়ের বৈঠকে এই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তার কয়েক ঘণ্টা আগেও অবশ্য ভারতীয় সেনার শক্তি, বিক্রমের খতিয়ান দেওয়া হয়েছে সাংবাদিক বৈঠকে।

একের পর এক ভিডিও, ছবি ও উপগ্রহ চিত্র তুলে ধরে ভারতীয় সেনার পক্ষ থেকে অপারেশন সিঁদুরের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সীমান্ত বা নিয়ন্ত্রণরেখা না পেরিয়েও কীভাবে পাকিস্তানের হামলার জবাব দেওয়া হয়েছে, তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন প্রতিরক্ষাবাহিনীর ৩ শাখার ডিজিএমওরা। ভারতের ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাইয়ের ভাষায়, 'আমাদের বহুস্তরীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সামনে অসহায় হয়ে পড়েছিল পাকিস্তান।'

সেনার সাফল্য দাবি করে জানানো হয়, পাকিস্তানের ১৬৫ কিলোমিটার ভিতরেও আঘাত হেনেছে ভারতীয় বাহিনী। মুরিদকে ও বাহাওয়ালপুরে পাকিস্তানের রাডার এবং আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ধ্বংস করা হয়েছে লস্কর-ই-তৈবার সদর দপ্তর। ফিকি, চাকলালা, রহিম ইয়ার খান, সুক্কুর এবং শিয়ালকোটে পাকিস্তানের সেনা ও বায়ুসেনা ঘাঁটির ব্যাপক ক্ষতি করা হয়েছে।

ভারতীয় বায়ুসেনার এয়ার মার্শাল একে ভারতী রাওয়ালপিন্ডির নুর খান বায়ুসেনা ঘাঁটিতে হামলার বিবরণ পেশ করেন ভিডিওতে। যাতে দেখা যায়, ভারতের হামলায় বিমানঘাঁটির রানওয়েতে বিরাট গর্ত তৈরি হয়েছে। আগুন, ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে এলাকা। এয়ার মার্শাল দাবি করেন, 'যে ধরনের প্রযুক্তিই আসুক না কেন, আমরা সেটা আটকানোর জন্য তৈরি। ওদের কোনও সুযোগই ছিল না এই দুর্ভেদ্য ডিফেন্সকে ভেদ করে আমাদের সেনাঘাঁটিতে হামলা করার।'

সমুদ্রপথেও প্রতিরক্ষা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে বলে জানিয়েছে নৌবাহিনী। ভারতের ডিজিএমও বলেন, '৭ মে আমরা শুধু জঙ্গিদের ঘাঁটিতে হামলা করেছিলাম। পাক সেনা সেই জঙ্গিদের হয়ে ব্যাট ধরেছে। আমরা তার জবাব দিয়েছি।'

এরপর দশের পাতায়

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

এডিশন স্পেশাল

জোর বাঁচল দার্জিলিং মেল

দুইয়ের পাতায়

১৭ মে থেকে ফিরছে আইপিএল

বারোর পাতায়

চলতি শিক্ষাবর্ষেই স্নাতক স্তর শুরু

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১২ মে : আলিপুরদুয়ার কলেজ নয়, এবার আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ানো হবে স্নাতক স্তরের কোর্স। নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকেই এর জন্য ভর্তি নেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়েই কলা, বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্রছাত্রীরা স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করতে পারবেন। স্বাভাবিকভাবেই সামনের নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকে পুরোপুরি অবলুপ্তি ঘটছে আলিপুরদুয়ার কলেজের। তবে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা শুরু হলেও এখনই জেলার বাকি কলেজগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আসছে না। জেলার কলেজগুলি আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে বলে শিক্ষা দপ্তর জানিয়েছে।

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সরিতকুমার চৌধুরী বলেন, 'এসওপি অনুযায়ীই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ চলছে। তাই আলিপুরদুয়ার কলেজের বদলে নতুন শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়েই আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তি নেওয়া হবে। রাজ্য স্তরে অনলাইন প্রক্রিয়ায় এই ভর্তি শুরু হবে। আমরা চেষ্টা করছি আগামী বছর জেলার বাকি কলেজগুলিকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করার।'

ডুয়ার্সের ৬৮ বছরের পুরোনো আলিপুরদুয়ার কলেজ। আলিপুরদুয়ার জেলার মধ্যে এই কলেজেই পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার ব্যবস্থা ছিল। ২০১৮ সালে গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে

এরপর দশের পাতায়

Muthoot Finance
গোল্ড লোন
জিতুন
₹75 লক্ষ+
পর্যন্ত গিফ্ট ভাউচার এবং গোল্ড কয়েন*
2.5 লাখেরও+ গ্রাহকদের পরিষেবা প্রদান করছে প্রতিদিন*
24 Ct সোনা পান প্রতিটি ট্রাঞ্জ্যাকশনের উপর^
অবিলম্বে লোন
7,000+ ব্রাঞ্চ*
7টি স্তরের সুরক্ষা
অনলাইন পেমেন্ট -এর সুবিধা
ইতিমধ্যেই 1 কোটি+ ডাউনলোড
INDIA'S #1 MOST TRUSTED FINANCIAL SERVICES BRAND 2025*
1800 313 1212
muthootfinance.com
Muthoot Family - 800 years of Business Legacy

মাদক ব্যবসার 'কান্ডারি' কিশোররা

জয়গাঁ, ১২ মে : মাদক কারবারের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে জয়গাঁ। এই এলাকায় এখন চাহিদা বেশি ব্রাউন সুগারের। এই ব্রাউন সুগার বিক্রির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে অল্পবয়সি ছেলেদের। এদের বয়স ১৪-১৯ বছরের মধ্যে। তারা বেশিরভাগই জয়গাঁর বাইরের এলাকার বাসিন্দা। তবে এইসব কিশোর ক্যারিয়ারদের কেউই মা-বাবার সঙ্গে জয়গাঁতে আসেনি। এসেছে নিজের বা পরিচিত কোনও দাদার হাত ধরে।

এইসব মাদক ক্যারিয়ারদের যা বয়স, তাতে তো এদের স্কুলে যাওয়ার কথা। কিন্তু প্রত্যেকেই পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে অনেক আগেই। আর সম্প্রতি মাদক ডেলিভারি করতে করতে কাঁচা টাকার স্বাদ পেয়ে গিয়েছে। তার ফলে পড়াশোনা শেখার খুব একটা ইচ্ছাও নেই তাদের কারও। এমন কথা জানাতে কোনও দ্বিধাও নেই সেই কিশোরদের। কত দ্রুত অনেক টাকা উপার্জন করা যায়, এই ভাবনা থেকেই প্রবেশ নেশার অন্ধকার জগতে। এক, দুই করে কুকীর্তির সংখ্যা বাড়তেই থাকে।

জয়গাঁর এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথ বলেন, 'নাবালকদের দিয়ে একটা র‍্যাকেট চালানো হচ্ছে। পুলিশের কাছে এই খবর রয়েছে। এলাকার বাসিন্দাদের কাছে অনুরোধ, কাউকে দেখে সন্দেহ হলে পুলিশে খবর দিন।'

জয়গাঁ শহরের গুয়াবাড়ি, নিউ সুভাষপল্লি এলাকায় গেলেই ইদানীং চোখে পড়ছে একঝাঁক কিশোরকে। এরা কেউই এলাকার পরিচিত মুখ নয়। বিশেষ করে বিকেলের দিকে এদের ব্যস্ততা বাড়ে। ছোটাছুটি বাড়ে ছুটির দিনেও। স্থানীয়দের মধ্যে উঠে আসছে অনেক প্রশ্ন, এরা কারা? এদের কি পড়াশোনা নেই? হাতে সব সময় কালো প্লাস্টিক দেখা যায় কেন? সেই প্লাস্টিক তারা লুকিয়ে রাখার চেষ্টাই বা করে কেন?

এরকমই বছর ষোলোর এক কিশোরের সঙ্গে কথা বলা গেল। নাম তো কিছুতেই বলবে না। নানাভাবে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, 'পাড়ার দাদার সঙ্গে এখানে এসেছি। দাদা সকালে গ্যারাজে কাজ করে। রাতে প্যাকেট ডেলিভারি করে। সকাল থেকে বিকেল অবধি ওর এই প্যাকেট দেওয়ার কাজ আমি করি।' কিন্তু এই কালো প্যাকেটে কী থাকে? উত্তর এল, 'পাউডার থাকে, বাদামি রঙের পাউডার।' সে আরও জানাল এই প্যাকেট গুয়াবাড়ি, ভক্ত চৌপিথ, ত্রিবেণি টোল এলাকার কয়েকজনের কাছে দিয়ে দিতে বলে তার দাদা। সে তাদের কাছে পৌঁছে দেয়।

বাদামি রঙের পাউডারের আসলে নাম কী? সেই কিশোর জানে না। কিন্তু বড়রা তো জানে। দাদারা তাদের শুধু বলে দেয়, কাকে কতটা দিতে হবে। কাউকে দু'গ্রাম, কাউকে আবার তিন গ্রাম বাদামি পাউডার দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই মতো কালো প্যাকেট পৌঁছে যায় নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে। হিসেবে ভুল হলেই কিন্তু মুশকিল।

টাকার হিসেব তারা রাখে কীভাবে? আরেক কিশোর বলল, 'দাদা জানিয়ে দেয় কার থেকে কত টাকা নিতে হবে। আমি কোনও দিন ধরে দেখিনি জিনিসটা কেমন হয়।'

এরপর দশের পাতায়

ভোরের আলো ঢেকেছে আঁধারে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১২ মে : কোথাও ভাঙচুর করছে দুষ্কৃতীরা। কোনও এলাকা আবার হাতির পালের তাণ্ডবের সাক্ষী। ঝোপঝাড়ে ঢেকে যাচ্ছে বেশ কিছু এলাকা। ফলে তিস্তা ব্যারেজ ডিভিশনের তৈরি করা ইকো পার্কের পাশাপাশি অর্কিডিয়াম, হাতির পিলখানার ভবিষ্যৎ নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

২০১৮-তে গজলডোবায় 'ভোরের আলো' পর্যটন হাবের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর পর্যায়ক্রমে তিস্তা ব্যারেজের ইকো পার্ক, পর্যটন দপ্তরের অধীনে অর্কিডিয়াম (অর্কিড পার্ক) এবং হাতির পিলখানা তৈরি হয়। চালু হওয়া তো দূরের কথা, প্রকল্প তিনটির উদ্বোধন পর্যন্ত হয়নি। ফলে অর্কিডিয়াম বাদে হাতির পিলখানা ও ইকো পার্কের বর্তমান অবস্থা বেহাল। এর মূলেই রয়েছে রক্ষণাবেক্ষণ ও নজরদারির অভাব।

ওয়েস্টবেঙ্গল ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের তরফে গজলডোবায় ইকো পার্ক তৈরি করা হয়। বিভিন্ন গাছপালায় ঘেরা মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে একাধিক বসার জায়গাও তৈরি করা হয়। সম্প্রতি দুষ্কৃতীরা পার্কের স্টাফ রুমে ব্যাপক ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, প্রকল্পটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করা হলেও নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে হাট করে খোলা সদর দরজা দিয়ে দুষ্কৃতীরা অনায়াসে ভিতরে ঢুকতে পারছে।

অর্কিডিয়ামের কাছেই কোভিডের আগে তৈরি হয়েছিল পিলখানা। মাহুত ও বনকর্মীদের থাকার জন্য ঘরও রয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত হাতির দেখা মেলেনি। ফলে সরস্বতীপুরের জঙ্গলে এলিফ্যান্ট সাফারি স্বপ্নই থেকে গিয়েছে। প্রকল্পটি আদৌ চালু হবে কিনা, তা নিয়ে সরকারি স্তরেই রয়েছে সংশয়। পর্যটন দপ্তরের তরফে পিলখানার ভেতরেই কৃত্রিম রক ক্লাইম্বিং সহ অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের একাধিক পরিষেবা তৈরি করা হয়। কিন্তু এই প্রকল্পটিও চালু হয়নি। কোভিড পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ধরনের অর্কিড এনে অর্কিডিয়াম তৈরি করা হয়। কয়েকমাস আগে সরস্বতীপুরের জঙ্গল থেকে একপাল হাতি বেরিয়ে অর্কিডিয়ামে ব্যাপক তাণ্ডব চালায়। পুনরায় অর্কিডিয়াম সাজিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু বাহারি অর্কিডের সম্ভার থাকলেও উদ্বোধন না হওয়ায় ভেতরে প্রবেশের সমস্ত গেট বন্ধ। গজলডোবায় বেড়াতে এসেও

> পিলখানা নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা থাকলেও এখনই কিছু করে উঠতে পারছি না, পরিকাঠামোটি পর্যটন দপ্তরের অধীনেই রয়েছে। আমরা পর্যটন দপ্তরকে চিঠি লিখে হস্তান্তর করার প্রস্তাব দিয়েছি।
>
> **এম রাজা** *ডিএফও, বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগ*

অর্কিডিয়াম দেখা হয় না পর্যটকদের।

স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল ব্যাপারির বক্তব্য, 'ভোরের আলোর অধিকাংশই বন্ধ থাকায় গুরুত্ব হারাচ্ছে পর্যটনকেন্দ্রটি।' পর্যটন ব্যবসায়ী দিব্যেন্দু দেব মনে করেন, 'গজলডোবায় শুধু ব্যারেজ দেখা, নৌকায় চড়া এবং পেটপুজোর বাইরে কিছু নেই এখন। এলিফ্যান্ট সাফারি ও অর্কিডিয়াম চালু হলে পর্যটকদের সংখ্যা বাড়তে পারে। সম্প্রতি পাখিবিতান এলাকা সেচ দপ্তর থেকে বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগকে হস্তান্তর করা হয়েছে। পিলখানার বিষয়টি রাজ্যের তরফে দেখা হচ্ছে। অর্কিডিয়াম নিয়ে পর্যটন দপ্তরের উত্তরবঙ্গের যুগ্ম অধিকর্তা জ্যোতি ঘোষ বলছেন, 'কবে সেটি চালু হবে, তা রাজ্য থেকে নির্দেশ আসার পরেই বোঝা যাবে।'

লাইনে ফাটলের খবর দিয়ে দুর্ঘটনা রুখলেন স্থানীয়রা

জোর বাঁচল দার্জিলিং মেল

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১২ মে : রেললাইনে ছিল ফাটল। তাও স্থানীয়দের তৎপরতায় বড়সড়ো দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল হলদিবাড়িগামী দার্জিলিং মেল ও এনজেপিগামী ডেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেন। সোমবার সকালে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এদিন কাশিয়াবাড়ির ২৫/৭ নম্বর পিলার সংলগ্ন এলাকায় রেললাইনে বড়সড়ো ফাটল দেখা যায়। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে স্থানীয়দের তরফে রেলকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়েই রেলের আধিকারিক ও রেল পুলিশের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তারপর লাইনের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ সারাইয়ের তৎপরতা শুরু হয়। এবিষয়ে হলদিবাড়ি স্টেশন ম্যানেজার সত্যজিৎ তিওয়ারি বলেন, 'কাশিয়াবাড়ি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেললাইনে ফাটল দেখা দিয়েছিল। দ্রুত সে ফাটল সারাই করে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে নজরে আসায় ট্রেন পরিষেবা কোনওভাবেই বিঘ্নিত হয়নি।'

কাশিয়াবাড়ি এলাকায় এভাবেই রেললাইনে বড়সড়ো ফাটল হয়েছিল।

রেললাইনের যে অংশে ফাটল তার পাশেই স্থানীয় দীপু রায়ের বাড়ি। এদিন সকালে লাইন দিয়ে হাঁটার সময় বিষয়টি প্রথমে তাঁর নজরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এলাকার অন্যদেরও জানান। এরপর স্থানীয় এক তরুণ অভিজিৎ রায় গুগলে সার্চ করে রেলের অভিযোগ জানানোর নম্বর জোগাড় করে ফোন করেন। গোটা বিষয়টি রেলকে জানানো হয়। তবে ততক্ষণে ওই অবস্থাতেই এনজেপিগামী ডেমু ট্রেন চলে গিয়েছিল। যদিও কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু দার্জিলিং মেল আসার আগেই রেলকর্মীরা দ্রুত লাইন মেরামতের কাজ শুরু করেন। প্রাথমিকভাবে ফাটলের জায়গায় ক্ল্যাম্প সেট করে করা হয়।

এরপর ওই লাইনের উপর দিয়ে ধীরগতিতে নির্ধারিত সময়ে দার্জিলিং মেল ও হলদিবাড়িগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেন পাস করা হয়। পরে লাইন সারানো হয়। এক রেলকর্মী বলেন, 'রেললাইনের ধাতু গরম বা ঠান্ডায় প্রসারিত বা সংকুচিত হতে পারে। গতকাল ঝড়-বৃষ্টিতে তাপমাত্রা হঠাৎ করে কমে গিয়েছিল। ফলে দুই লাইনের সংযোগস্থলে ফাটল তৈরি হতে পারে। তবে স্থানীয়দের তৎপরতায় বড়সড়ো দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।'

যা যা ঘটল

- সোমবার কাশিয়াবাড়ির ২৫/৭ নম্বর পিলারের কাছে রেললাইনে ফাটল দেখা যায়
- স্থানীয় বাসিন্দারা রেলে অভিযোগ জানান
- ওই অবস্থায় এনজেপিগামী ডেমু ট্রেন চলে গেলেও দুর্ঘটনা ঘটেনি
- ফাটলের জায়গায় ক্ল্যাম্প সেট করার পরে দার্জিলিং মেল পার হয়

জল শুধু জল, তারই মাঝে ঝলসাচ্ছে কৈশোর।। *ফরাক্কা সংলগ্ন শ্রীঘরের সাহেবতলার গঙ্গায়। ছবি : রাজু দাস*

খাদ্যভাণ্ডার বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ বক্সায়

৫২ হেক্টর জমিতে ঘাস

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১২ মে : গত দু'বছরে ঠিক করে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘাস লাগানো হয়নি জঙ্গলে। পর্যাপ্ত ঘাসের অভাবে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন এলাকায় বন্যজন্তুর হানা দেখা গিয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা টাইগার রিজার্ভে বহুবার এই সমস্যা নজরে এসেছে। এই অবস্থায় জঙ্গলে খাদ্য ভাণ্ডার বাড়িয়ে বন্যজন্তুদের জঙ্গলের ভিতর থেকে বাইরে বের হওয়া আটকানোর পরিকল্পনা বন দপ্তরের। সেজন্য বক্সা টাইগার রিজার্ভেই এবছর ৫২ হেক্টর জমিতে ঘাস লাগানো হবে। এরপর ফলের গাছও লাগানো হবে বলে খবর। ভারী বর্ষা এলেই এই ঘাস লাগানোর কাজ শুরু হবে বলে খবর। এবিষয়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি (পশ্চিম) দেবাশিস শর্মার বক্তব্য, 'বর্তমানে ঘাস লাগানোর প্রস্তুতি চলছে। ঘাসের চারা তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। বর্ষার সময় বিভিন্ন জায়গায় ওই ঘাস লাগানো হবে।'

বন দপ্তর সূত্রে খবর, বিগত দু'বছরে অনেকটাই কম ঘাস লাগানো হয়েছিল। বিশেষ করে কিছু রেঞ্জ এলাকায় তো লাগানোই হয়নি। জঙ্গলে ঘাসের অভাবে অনেক বন্যজন্তু জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসার ঘটনা নজরে এসেছে জেলার বিভিন্ন এলাকায়। এমনকি এই বিষয়টি নিয়ে আলিপুরদুয়ারে প্রশাসনিক সভা করতে এসেও মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী। জঙ্গলে ঘাস লাগানো যে হয়নি সেটা বলতে শোনা যায় তাঁকেও। এই অবস্থায় এবছরই

> বর্তমানে ঘাস লাগানোর প্রস্তুতি চলছে। ঘাসের চারা তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। বর্ষার সময় বিভিন্ন জায়গায় ওই ঘাস লাগানো হবে।
>
> **দেবাশিস শর্মা** *ডিএফডি, বক্সা টাইগার রিজার্ভ (পশ্চিম)*

ঘাস লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এবছর সব থেকে বেশি লাগানো হবে চেপটি ঘাস। এছাড়াও ঢাড্ডা, মালসা, পুরন্ডি প্রজাতির ঘাসও প্রচুর পরিমাণে লাগানো হবে বক্সা টাইগার রিজার্ভে। কোন এলাকায় কী পরিমাণ ঘাস লাগানো হবে সেটাও ইতিমধ্যেই ঠিক হয়ে গিয়েছে। জুন ও জুলাই- এই দুই মাস ধরে ঘাস লাগানো হবে। বক্সার জঙ্গলে বেশ কয়েকটি জলধারা ও নদী থাকায় জলের সমস্যা এখনও খুব বেশি নজরে আসেনি। তবে এবার ঘাসের সমস্যা নজরে এসেছে।

বক্সার জঙ্গলে থাকা হাতি, বাইসন, হরিণ সহ অন্য বিভিন্ন জন্তুর খাবারের জন্য শুধু ঘাসই নয়, বিভিন্ন জায়গায় ফলের গাছও লাগানো হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। কাঁঠাল, আমলকী সহ খয়ের গাছও লাগানো হবে বিভিন্ন এলাকায়। তবে আগে ঘাস লাগানোর কাজ শেষ করা হবে। এরপর জোর দেওয়া হবে ফলের গাছ সহ অন্য গাছ লাগাতে। বনকর্তারা জানিয়েছেন, প্রতি বছরই বক্সার জঙ্গলে বিভিন্ন জন্তুর সংখ্যা বাড়ছে। একদিকে যেমন হাতি বাড়ছে তেমনই বাড়ছে বাইসন। অন্যদিকে হরিণও বাড়ছে। বাইরে থেকেও বিভিন্ন সময় জঙ্গলে হরিণ ছাড়া হয়েছে। জঙ্গলের তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্যের জোগান ঠিক রাখতেই বন দপ্তর ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্ষায় বিভিন্ন গাছ ও ঘাস লাগানো হলে শীতকালের মধ্যেই জঙ্গলে পর্যাপ্ত খাদ্য তৈরি হয়ে যাবে বলে ধারণা বনকর্তাদের।

আজ টিভিতে

সাহিত্যের সেরা সময় পর্বে **প্রথম কদম ফুল** সন্ধে ৭.৩০ **আকাশ আট**

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ শতরূপা, দুপুর ২.০০ পরিণাম, বিকেল ৪.৩০ রক্ত নদীর ধারা, রাত ১০.৩০ অগ্নিপথ, ১.৩০ সামথিং সামথিং

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ শক্তি, ১০.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, দুপুর ১.০০ খোকাবাবু, বিকেল ৪.১৫ মানিক, সন্ধে ৭.১৫ আওয়ারা, রাত ১০.১৫ খিলাড়ি, ১.০০ সিনেমাওয়ালা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ পাগলু, বিকেল ৪.৪০ মন যে করে উড়ু উড়ু, সন্ধে ৭.৩০ দেবী, রাত ১০.৪৫ রাখী পূর্ণিমা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চাবিওয়ালা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আপন হলো পর

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৫৫ সূরয়া, দুপুর ২.৪৪ রোডসাইড রাউডি, বিকেল ৫.২৫ শূরবীর, সন্ধে ৭.৫৫ রাউডি, রাত ১০.৩৬ মহাবীর নম্বর ওয়ান

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৫৩ গঙ্গাজল, দুপুর ১.৫৮ ক্র্যাক, বিকেল ৪.৪৫ মঙ্গলবীর, সন্ধে ৭.৩০ স্যামি-টু, রাত ১০.২১ অন্তিম

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.১৫ তরলা, দুপুর ১.২২ মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে, বিকেল ৩.৩৫ উঁচাই, সন্ধে ৬.২৮ জনহিত মে জারি, রাত ৯.০০ বস্তর : দ্য নকশাল স্টোরি, ১১.০২ লয়লা মজনু

রমেডি নাউ : বেলা ১১.০৫ দ্য নাট জব, দুপুর ১২.৩৩ মিউন, বিকেল ৩.৩১ অ্যান্ড সো ইট গোজ, ৫.০৯ আলোহা, সন্ধে ৬.৫৫ দ্য গ্রেট ডিরেক্টর, রাত ৯.০০ ব্রেকিং আপ, ১০.২৩ ওভারবোর্ড

মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে দুপুর ১.২২ **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি**

চাবিওয়ালা দুপুর ২.৩০ **ডিডি বাংলা**

মিউন দুপুর ১২.৩৩ **রমেডি নাউ**

সিক্রেটস অফ দ্য পেঙ্গুইনস সন্ধে ৬.৩০ **ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক**

লিয়েন্ডার পেজকে পিসি চন্দ্র পুরস্কার

নিউজ ব্যুরো

১২ মে : খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়ার লিয়েন্ডার পেজকে ৩২তম পিসি চন্দ্র পুরস্কার-২০২৫ দিয়ে সম্মানিত করা হল। পিসি চন্দ্র গ্রুপের তরফে কলকাতার সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওই সম্মান দেওয়া হয়। প্রতিবছর প্রতিষ্ঠাতা পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রের জন্মদিনে ওই পুরস্কার দেওয়া হয়।

এর আগে গ্র্যান্ডমাস্টার বিশ্বনাথন আনন্দ, নোবেলজয়ী কৈলাস সত্যার্থী, প্রখ্যাত গায়িকা আশা ভোঁসলে সহ আরও বিশিষ্ঠ ব্যক্তিদের ওই পুরস্কার দেওয়া হয়। ক্রীড়াক্ষেত্রে লিয়েন্ডার পেজের উৎকর্ষ সাধন ওই পুরস্কারের মূল ভাবনা প্রতিফলিত করে।

ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সুবীরানন্দজি, পিসি চন্দ্র গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অরুণকুমার চন্দ্র প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

মহামান্য কলকাতা উচ্চ আদালতের ৬ই মে, ২০২৫ তারিখের নির্দেশ অনুসারে, (WPA (P) 111 of 2025), পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি আয়োগ, রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণির তালিকাভুক্তিকরণের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করছে। যে সমস্ত শ্রেণি বা সম্প্রদায় নিজেদেরকে অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত মনে করেন কিন্তু এখনও রাজ্য সরকারের অনগ্রসর শ্রেণির তালিকায় বা তপশিলি জাতি বা তপশিলি উপজাতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হননি, তারা রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণির তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। আবেদনপত্রের নিদর্শ আয়োগের ওয়েবসাইট (https://wbcbc.in) থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র ই-মেলে (mswbcbc@yahoo.co.in) বা আয়োগের কার্যালয়ে (তন্তুজ ভবন, অষ্টম তল, ১৮/৪, ডিডি ব্লক, সেক্টর-১, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা - ৬৪) যে কোনও কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে ৫টার মধ্যে জমা করতে পারবেন।

আদেশানুসারে
সদস্য সচিব

কর্মখালি

অফিসে কাজের জন্য M/F এবং কোম্পানিতে গার্ড / সুপারভাইজার চাই। বেতন 12,500/-, PF + ESI, থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। M : 8653609553.

হারানো/প্রাপ্তি

আমার নামীয় আসল দলিল; যাহার নং - I 4583/2011 হারিয়ে গিয়েছে। কেউ পেয়ে থাকলে যোগাযোগ করুন : অর্ঘ্য প্রতিম রায়, পিতা - সুরেন্দ্রনাথ রায়, রবীন্দ্রনগর, নিউটাউন, ওয়ার্ড নং - ১২, পো: + জেলা - কোচবিহার। M - 8159011927.

বিক্রয়

জমি বাড়ি বিক্রয়, শিলিগুড়ি ঝংকার মোড় জ্যোতিনগর ৩ কাঠার উপরে। M. No. 9832532596। সত্বর যোগাযোগ করুন। (C/116456)

কর্মখালি

Requirement of special educater teacher in a reputed CBSE school, Siliguri. Contact No. : 9832489139. Email :- amarjyotiinternationals@gmai.com (C/116454)

শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস-এর কাজ করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১৩,০০০/- ইনসেন্টিভ, কমিশন একস্ট্রা, কাজের সময়- সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা। Ph. 8250106017. (C/116331)

শিলিগুড়ির রেস্টুরেন্টে জন্য বাসন ধোয়া-মাজার জন্য ছেলে চাই। বেতন - ৮০০০/- থাকা-খাওয়া ফ্রি। M : 9832543559. (C/116329)

হারানো-প্রাপ্তি

আমার একখানি সাফ কবলা দলিল নম্বর 1-3014, আরএস 4273, এল. আর 7970, তারিখ ২১/০৯/২০০৭ ইং হারিয়ে গিয়েছে। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকলে যোগাযোগ করুন- শ্রী ওম প্রকাশ বিহানী, পিতা মৃত- উদয় চান বিহানী, সাকিন- নিউ ডাবরি রোড বাইলেন, শহর- কোচবিহার, থানা- কোতোয়ালি, জেলা - কোচবিহার। (C/115923)

অ্যাফিডেভিট

গত ইং তাং 07.05.25 Judicial Magistrate 2nd Court Jalpaiguri অ্যাফিডেভিট বলে আমি Jhoysna Mahali বদলে Sabina Yasmin নামে পরিচিত হলাম, গ্রাম-পূর্ব তেশিমলা পোঃ হায় হায় পাথার, থানা- মাল, জেলা- জলপাইগুড়ি। (C/116455)

স্টেশন থেকে নগদ এবং সরঞ্জাম সংগ্রহ

টেন্ডার নং. : ক্যাশ-পিকআপ-০১-এমএলজি-এনএফআর-২৫ । নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম: আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা, বিহার, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ এবং সিকিম রাজ্য জুড়ে বিস্তৃত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ৪০০ (চারশ) স্টেশন/স্থান থেকে স্টেশনের নগদ এবং সরঞ্জাম সংগ্রহের মাধ্যমে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য এফএ এবং সিএও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অ্যাকাউন্টে জমা করা। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ২৩,৮২,৯৯,৬০০/- টাকা; বায়নার ধন: ১৩,৪১,৫০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিসিএম/পিএমএন্ড পিএস, গুয়াহাটি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ০৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখ: ০৮-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : টেন্ডার নং: ০৩-এপি-III-২০২৫। কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশন/অবস্থানে ফ্লাড রিজার্ভ স্টক পুনরুদ্ধারের জন্য শিলন বোল্ডার প্রতিটি ন্যূনতম ৩৫ কেজি থেকে ৫৫ কেজি এবং আনষঙ্গিক শিলন সরবরাহ। টেন্ডার মূল্য: ১,৫৯,৫৩,৮৭৭.১১ টাকা; বায়নার ধন: ২,২৯,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আধিকারিকের বিশ্রাম গৃহের নির্মাণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১৪/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখ: ০৮-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী ই-টেন্ডার আহ্বান করছে। টেন্ডার সংখ্যা. ০৪-এপি-III-২০২৫ কাজের নাম: লোমোহনি-আরপিএফটিসি-লোমোহনিতে আধিকারিকের বিশ্রাম গৃহের নির্মাণ। টেন্ডার রাশি: ১,১২,৯৩,৮৩১.১৮/- টাকা। বায়না রাশি: ২,০৬,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার মণ্ডলে য়ার্ডের উন্নীতকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি./২৬ অফ ২০২৫ তারিখ: ০৬-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী ই-টেন্ডার আহ্বান করছে। টেন্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: য়ার্ড উন্নীতকরণ- রাঙাপানী, গাইশাল, পাঞ্জিপাড়া এবং কিশনগঞ্জ য়ার্ড। টেন্ডার রাশি: ৬,২৫,০০,১৭১.৭৮/- টাকা। বায়না রাশি: ৪,৬২,৫০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: রাঙাপানীতে- কালভার্ট এবং সেতুর ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশি: ২,৯২,৪৬,৩৫০.০৪/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৯৬,২০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: য়ার্ড উন্নীতকরণ- নিউ জলপাইগুড়ি য়ার্ড। টেন্ডার রাশি: ২,৬২,৬২,৯২১.৭৮/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৮১,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৬-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ০৬-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৬-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ০৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৮-০৫-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং : ০২-এপি-I-২০২৫; কাজের নাম : এডিইএন/।/নিউ কোচবিহার -এর আওতাধীন এসএসই/পি.ওয়ে/ফালাকাটা -এর কিমি ৮০/৬-১৩১/৮ থেকে শালবাড়ি-নিউ কোচবিহার-নিউ বানেশ্বর পর্যন্ত ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার মূল্য: ২,০৪,৯৫,৭৬৩/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,৫২,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ৩০-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে মানুষের সেবায়

ইনডোর স্টেডিয়াম এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের নবীকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ২০ অফ ২০২৫ তারিখ: ০৮-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. ডিসিইএসটিএমএলজি-২০-২০২৫। কাজের নাম এবং স্থান: চতুর্দিকের এলাকা এবং শৌচালয়ের উন্নয়ন ও সেন্ট্রালাইজড এসির সঙ্গে সম্পর্কিত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য সহিত এনএফআরএসএতে ইনডোর স্টেডিয়ামের নবীকরণ। টেন্ডার রাশি: ৩,৮১,৬৭,৩১৫.৮১ টাকা। বায়না রাশি: ৩,৪০,৮০০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. ডিসিইএসটিএমএলজি -২১-২০২৫। কাজের নাম এবং স্থান: মুখ্য কার্যালয় পরিসরের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের নবীকরণ সহিত কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে কনফারেন্স হলের ব্যবস্থা করা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার রাশি: ১,৩৩,৪০,৬২৬.৩৬ টাকা। বায়না রাশি: ২,১৬,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

উপ মুখ্য অভিযন্তা/ইস্টেট, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার জংশনে ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ০৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখ: ০৮-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী ই-টেন্ডার আহ্বান করছে। টেন্ডার সংখ্যা. ০১-এপি-I-২০২৫ কাজের নাম: এডিইএন-I-নিউ কোচবিহার অধিক্ষেত্রের অধীনের এসএসই/পি-ওয়ে/নিউ ময়নাগুড়ির রাণীনগর জলপাইগুড়ি থেকে শালবাড়ি (মেইন লাইন) পর্যন্ত এবং ওয়াইএলএসসি থেকে নিউ ময়নাগুড়ি রোড (এসএল) পর্যন্ত ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার রাশি: ২,২২,০২,৭৮৬.৭২/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৬১,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৯৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৪৫৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৪৬৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নতুন কোনও কাজে হাত দেওয়ার আগে গুরুজনদের সঙ্গে আলোচনা করে নিন। প্রেমে শুভ। বৃষ : শারীরিক কারণে কাজের ক্ষতি হতে পারে। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়বে। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর আশা করতে পারেন। ব্যবসা নিয়ে বাবার সঙ্গে আলোচনায় সাফল্য মিলবে। কর্কট : বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পেতে পারেন। দাম্পত্যের সমস্যা কেটে যাবে। সিংহ : বাবা-মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর রাখুন। প্রণয়মূলক বিবাহের সম্ভাবনা। কন্যা : চলাফেরায় সতর্ক থাকুন। বিকেলের পর ভালো অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। তুলা : বহুদিনের কোনও বকেয়া হাতে পেয়ে সমস্যা থেকে স্বস্তি পাবেন। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। বৃশ্চিক : সন্তানের পড়াশোনার ব্যাপারে খরচ একটু বাড়বে। গবেষণায় যুক্ত ব্যক্তিরা আশানুরূপ সুফল পাবেন। ধনু : কর্মক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাবেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ আয়ের সম্ভাবনা। মকর : লটারি, ফাটকায় প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। নতুন বিনিয়োগে সতর্ক থাকুন। কুম্ভ : পারিবারিক ক্ষেত্রে বাধা এলেও বুদ্ধিবলে এড়াতে সক্ষম হবেন। শিক্ষাক্ষেত্রে মোটামুটি সাফল্য। মীন : উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা একটু সাবধানে থাকুন। সন্তানের আশানুরূপ সাফল্যের সম্ভাবনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৯ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ২৩ বৈশাখ, ১৩ মে, ২০২৫, ২৯ বহাগ, সংবৎ ১ জ্যৈষ্ঠ বদি, ১৪ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।১, অঃ ৬।৬। মঙ্গলবার, প্রতিপদ রাত্রি ১১।১১। বিশাখানক্ষত্র দিবা ৮।১৮। বরীয়ানযোগ প্রাতঃ ৫।২৬। বালবকরণ দিবা ১০।১৫ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১১।১১ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৮।১৮ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, দিবা ৮।১৮ গতে একপাদদোষ, রাত্রি ১১।১১ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ১১।১১ গতে উত্তরে। বারবেলাদি ৬।৪০ গতে ৮।১৮ মধ্যে ও ১।১২ গতে ২।৫০ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।২৮ গতে ৮।৫০ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ১১।১১ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে নিষেধ। শুভকর্ম- গর্ভাধান। বিবাহ- সন্ধ্যা ৬।৬ গতে রাত্রি ৭।২৮ মধ্যে পুনঃ রাত্রি ৮।৫০ গতে ১০।৩৪ মধ্যে তুলা বৃশ্চিক ও ধনুলগ্নে পুনঃ রাত্রি ১২।২১ গতে ৩।৪ মধ্যে কুম্ভ ও মীনলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৭ গতে ১০।১৪ মধ্যে ও ১২।৫১ গতে ২।৩৬ মধ্যে ও ৩।১৯ গতে ৫।১৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৯ মধ্যে ও ৯।০ গতে ১১।১১ মধ্যে ও ১।২২ গতে ২।৪৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নাবালিকা বিয়ে নিয়ে চিন্তিত মহিলা কমিশন

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১২ মে : জেলায় নাবালিকা বিয়ের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। সোমবার ডুয়ার্সকন্যায় নারীদের গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধ ও কর্মস্থলে যৌন হেনস্তা প্রতিরোধ নিয়ে একটি কর্মশালা হয়। স্কুল ও কলেজ পড়ুয়াদের নিয়ে রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন আইনি পাঠ দেন। এদিন সেখানে লীনা ছাড়াও জেলা শাসক আর বিমলা, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুমিত গঙ্গোপাধ্যায় ও সিডব্লিউসি'র চেয়ারপার্সন অসীম বসু সহ শিশু সুরক্ষা দপ্তরের কর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

লীনা বলেন, 'গার্হস্থ্য হিংসা ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠলে আইনি পদক্ষেপের সুযোগ রয়েছে। সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে। প্রতিটি বাড়ি বাড়ি এবিষয়ে অবগত করা হবে।'

গার্হস্থ্য হিংসা কী, কীভাবে মহিলারা গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হন, এর থেকে কীভাবে মুক্তি সম্ভব এবং এবিষয়ে আইনি পরামর্শ কোথায় পাওয়া সম্ভব তা সবিস্তারে আলোচনা হয়। এছাড়া কর্মস্থলে যৌন হেনস্তা হলে জেলায় কোথায়, কোন দপ্তরে মহিলারা সহযোগিতা পেতে পারেন সেসম্পর্কে অবগত করা হয়।

এদিনের কর্মশালায় আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজ, বিবেকানন্দ কলেজের ছাত্রীরা অংশ নেন। এছাড়াও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা ছিলেন। অরিত্রী সাহা নামে এক কলেজ পড়ুয়ার কথায়, 'এসব আইনি বিষয়ে অনেক কিছু জানা ছিল না। এদিন জানতে পেরে অনেক সাহস পেলাম।' একইভাবে পৃথা মিত্র, প্রীতি সরকার, সোমাদ্রিতা বিশ্বাস ও স্মিতাক্ষী দেবনাথের মতো কলেজ পড়ুয়ারা কর্মশালায় অংশ নেন।

এদিন বিভিন্ন হোম, ওয়ান স্টপ সেন্টার, কারাগারে নারী সুরক্ষার বিষয়গুলি জাতীয় মহিলা কমিশন ও তার প্রতিনিধিদল খতিয়ে দেখে। মহিলা কমিশন সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ার জেলায় গার্হস্থ্য হিংসা ও যৌন হেনস্তার অভিযোগ তেমন নেই। তবে নাবালিকা বিয়ে ঘটিত অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে চা বাগান ও প্রান্তিক এলাকায় নাবালিকা বিয়ের সমস্যা বড় আকার ধারণ করেছে।

> গার্হস্থ্য হিংসা ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠলে আইনি পদক্ষেপের সুযোগ রয়েছে। সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে। প্রতিটি বাড়ি বাড়ি এবিষয়ে অবগত করা হবে।
>
> **- লীনা গঙ্গোপাধ্যায়**
> *চেয়ারপার্সন, রাজ্য মহিলা কমিশন*

ডুয়ার্সকন্যায় বক্তব্য রাখছেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন। সোমবার।

চুয়াপাড়া চা বাগানে শহিদ মেজর দুর্গা মল্লর মূর্তির আবরণ উন্মোচন। সোমবার।

দুর্গা মল্লর মূর্তি প্রতিষ্ঠা ঘিরে মেলা

সমীর দাস

কালচিনি, ১২ মে : কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গিহানায় নিহত হয়েছেন একাধিক নিরীহ পর্যটক। ওই ঘটনার ক্ষত এখনও দেশবাসীর মধ্যে দগদগে ঘা হিসেবে রয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছে বিপুল দেশাত্মবোধ। এই পরিস্থিতিতে কালচিনি ব্লকের চুয়াপাড়া চা বাগানের টপলাইনে সোমবার আজাদ হিন্দ ফৌজের মেজর শহিদ দুর্গা মল্লর পূর্ণাবয়ব মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হল।

এদিন বিকেলে ১৩ ফুট উচ্চতার শহিদ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড: মণীশ তামাং ও কালচিনি ব্লকের শহিদ সেনা জওয়ান রাজীব থাপা, বিএসএফ জওয়ান সঞ্জয় তিরকির পরিবারের সদস্যরা। এছাড়াও কালচিনি ব্লকের প্রাক্তন সেনা জওয়ানরা সমবেতভাবে শহিদ দুর্গা মল্লর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। তাঁর আগে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে শহিদের মূর্তির কাছে চুয়াপাড়া গুম্ফালাইন প্রাথমিক বিদ্যালয় ময়দানে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে শিলিগুড়ির গোর্খা হাট-এর মহিলা ও পুরুষরা গোর্খা জনজাতির ঐতিহ্যবাহী পোশাক, খাদ্য, হস্তশিল্পের স্টল বসান। প্রায় ২০টি স্টল বসে ওই ময়দানে। আয়োজক কমিটির তরফে জানান হয়েছে বীরপাড়ায় শহিদের মূর্তি তৈরি করতে খরচ হয়েছে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা। তামাং বাদ্যযন্ত্র বাজান শিল্পীরা। আয়োজক কমিটির পৃষ্ঠপোষক পাশাং লামা বলেন, 'ভারতীয় গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষ দেশের প্রতি কতটা আত্মত্যাগ করতে পারেন তা দেখিয়েছেন শহিদ দুর্গা মল্ল। তাঁকে আদর্শ করেই আমরা দেশভক্তির প্রথম পাঠ পেয়েছি।'

> ভারতীয় গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষ দেশের প্রতি কতটা আত্মত্যাগ করতে পারেন তা দেখিয়েছেন শহিদ দুর্গা মল্ল। তাঁকে আদর্শ করেই আমরা দেশভক্তির প্রথম পাঠ পেয়েছি।
>
> **-পাশাং লামা** *পৃষ্ঠপোষক, আয়োজক কমিটি*

১৯১৩ সালের ১ জুলাই দেরাদুনের দইওয়ালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন দুর্গা মল্ল। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি গোর্খা রেজিমেন্টে যোগদান করেন। ব্রিটিশ সেনার হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে ব্রিটিশ সেনারা কীভাবে ভারতীয় সেনাদের অবজ্ঞা করতেন, তা তিনি লক্ষ করেন। এরপর তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেন। নেতাজি তাঁকে মেজর পদে অভিষিক্ত করেছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের কাজ করতে গিয়ে ১৯৪৪ সালে তিনি ব্রিটিশ শাসকদের হাতে ধরা পড়েন। ১৯৪৪ সালের ২৫ অগাস্ট দিল্লির লালকেল্লায় তাঁকে প্রকাশ্যে ফাঁসিকাঠে ঝোলায় ব্রিটিশ প্রশাসন।

বিয়ের দাবিতে ধর্না

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ১২ মে : প্রেমিক ডিফেন্সে চাকরি পেতে চলেছে। তা জেনে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের ধারসির তরুণকে কুমারগ্রাম ব্লকের বারবিশা লস্করপাড়ার এক তরুণী মন দিয়েছিল। টানা দু'বছর তাঁদের প্রেম পর্ব চলে। সম্পর্কের কথা উভয়ের পরিবারের অভিভাবকরা জানতেন। সম্প্রতি চাকরির মেডিকেল পরীক্ষায় প্রেমিক আটকে যান। চাকরি হচ্ছে না জেনে প্রেমিকার বাড়ির লোকজনের মোহভঙ্গ হয়। 'বিয়ে আর হচ্ছে না'- প্রেমিকার পরিবারের লোকেরা ওই তরুণকে সাফ জানিয়ে দেয়।

এতেই প্রেমিক মরিয়া হয়ে ওঠেন। মোবাইলে দুজনের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি দেখিয়ে বিয়ের দাবিতে মেয়ের বাড়ির সামনে রবিবার ওই তরুণ ধর্নায় বসেন। পরে অবশ্য অনেক বুঝিয়ে কুমারগ্রাম থানার বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশ ধর্না তুলে দেয়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই তরুণীর বাড়ির লোকেরা জোর করে ধর্না তুলে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু

ছবি : এআই

গ্রামবাসীর সমর্থনে সেটা সম্ভব হয়নি। খবর পেয়ে বারবিশা ফাঁড়ির ওসি পুলিশকর্মীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। গ্রামবাসী, ওই তরুণীর আত্মীয়স্বজন এবং ধর্নারত তরুণের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেন। ঠিক হয়, আগামী বৃহস্পতিবার ছেলে ও মেয়ের বাড়ির অভিভাবকরা একত্রে বসে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মিটিয়ে নেবে। এই আশ্বাস পেয়ে প্রেমিক ধর্না কর্মসূচিতে ইতি টানেন। রাতে তিনি নিজের বাড়িতে ফিরে যান। ওই তরুণের দাবি, 'ডিফেন্সে চাকরি না হওয়ায় প্রেমিকার পরিজন বিয়েতে বেঁকে বসেন। ঘটনার প্রতিবাদে প্রেমিকার বাড়ির সামনে বিয়ের দাবিতে ধর্নায় বসেছি।'

স্থানীয় এক মহিলা জানান, ওই তরুণ অনেকদিন ধরে মেয়েটির বাড়িতে যাতায়াত করছে। এখন মেয়ের বাড়ির লোকজন কথা পালটাচ্ছে। মেয়েকে দিয়ে জোর করে বলাচ্ছে সে আর ওই তরুণকে ভালোবাসে না। ছেলেটি নাকি মেয়েটিকে নানাভাবে ব্লযাকমেল করছে। আমরা তা বিশ্বাস করি না।'

এদিকে বিষয়টি নিয়ে ওই তরুণীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তারা কোনও মন্তব্য করেনি।

বৌদ্ধদর্শন নিয়ে গবেষণার সুযোগ

আলিপুরদুয়ার, ১২ মে : আলিপুরদুয়ারে তৈরি হচ্ছে 'সেন্টার ফর বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ'। এই কেন্দ্রে পালি ভাষায় সার্টিফিকেট কোর্স এবং পরবর্তীতে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হবে। পাশাপাশি বৌদ্ধদর্শনের উপর গবেষণামূলক কাজ চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। সোমবার, বুদ্ধপূর্ণিমার পবিত্র দিনে এই ঘোষণা করেন বৌদ্ধ তপোবন বিহার সংস্থার উপদেষ্টা ডঃ দেবকুমার মুখোপাধ্যায়।

বশিষ্ঠ ইনস্টিটিউট ফর নর্থবেঙ্গল অ্যান্ড নর্থ-ইস্ট ডেভেলপমেন্টাল স্টাডিজ ও নীলকান্ত মুখার্জি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে এই গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। প্রকল্পটির অ্যাকাডেমিক দিকটি দেখবে বশিষ্ঠ ইনস্টিটিউট এবং স্থানীয় স্তরে লজিস্টিক সহায়তা দেবে নীলকান্ত মুখার্জি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। এছাড়া গৌতম বুদ্ধের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এদিন আলিপুরদুয়ারে দিনভর নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

অপারেশন সিঁদুরকে কটাক্ষ করে পোস্ট

ফালাকাটা, ১২ মে : পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটি দমনে ভারতের সেনাবাহিনীর অপারেশন সিঁদুর নিয়ে গোটা দেশ উচ্ছ্বসিত। এই পরিস্থিতিতে অপারেশন সিঁদুরকে নিয়ে কটাক্ষ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করায় গ্রেপ্তার হল এক তরুণ। ফালাকাটার রাইচেঙ্গা এলাকার ওই তরুণকে সোমবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দেশবিরোধী পোস্ট করায় স্থানীয়দের তরফেই ওই তরুণের নামে ফালাকাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে স্থানীয়রা এদিন জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে রাস্তায় মিছিল করেন। ফালাকাটা থানার সামনেও অবস্থান বিক্ষোভ হয়। পুলিশ অবশ্য আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে হিন্দু জাগরণ মঞ্চও শামিল হয়েছিল। সংগঠনের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ প্রমুখ ডঃ সুজয় বালার কথায়, 'যাতে ভবিষ্যতে কেউ আর এরকম কাজ না করে। তাই অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'

স্থানীয়দের দাবি, রাইচেঙ্গার ওই তরুণ সোশ্যাল মিডিয়ায় অপারেশন সিঁদুর নিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এমন পোস্ট করেছে। তবে পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ করার পরে পোস্টটি ডিলিট করে দেওয়া হয়। এদিন সকালে বিষয়টি চাউর হতেই স্থানীয়রা জাতীয় পতাকা নিয়ে রাইচেঙ্গা এলাকায় মিছিল করেন।

ধৃত তরুণ

এমনকি বাসস্ট্যান্ডেও কিছুক্ষণ পথ অবরোধ হয়। গোটা এলাকায় তখন কড়া পুলিশি নজরদারি ছিল। ফলে অপ্রীতিকর কোনও ঘটনা ঘটেনি। পরে স্থানীয়রা মিছিল করেই ফালাকাটা শহর হয়ে থানার সামনে গিয়ে উপস্থিত হন।

এসডিপিও বলেন, 'অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে ১৪ দিনের পুলিশি রিমান্ডে নেওয়া হবে। আর কেউ এই ধরনের কাজ করলেই পুলিশ তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করবে।'

HONDA
The Power of Dreams
How we move you.
CREATE ▸ TRANSCEND, AUGMENT

ACTIVA
110CC & 125CC

3 YEAR FREE SERVICE MAINTENANCE PACKAGE
WORTH ₹5500/-*

CASHBACK OF 5%
UP TO ₹5000/-#

LOW ROI
@7.99%**

Activa Limited Period Special Price ₹80990/-^

Honda RoadSync App
Smart Coloured TFT with 3 Modes
Smart Key Technology

IDFC FIRST Bank CREDIT CARDS

Terms and Conditions apply. **Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. **The interest rates, down payment, and tenure options are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. **The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. #Cashback Offer available on selected models for EMI transactions made using IDFC FIRST Bank credit cards through Pine Labs machines only. #Customers can avail 5% Instant cashback, up to a maximum of ₹ 5000. #Valid on one transaction per card/order during the offer period. #The scheme is available in selected outlets only. *3 Years Free Service Maintenance Package is available only on Deluxe variant of Activa 110 and Activa 125. *For detailed Terms and Conditions of the 3-Year Free Service Maintenance Package worth ₹ 5500, kindly contact authorised main dealers and associate dealers. *Above scheme can be withdrawn at any time without prior intimation. All offers are valid until 31st May 2025. ^Limited period special price is for Activa 110cc Std OBD2B variant in West Bengal State, for details on limited period special price kindly contact authorized main dealer and associate dealers. The features shown in the creative may not be available in all variants.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) - 122050, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: SILIGURI: Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026, 8145601235, 8145601236; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 9144411170, 9144411171; Sona Wheels Honda (Shiv Mandir) - 7070709427, 7602757799; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555, 9832461613; **HASIMARA:** Manoj Auto Service - 8101112777; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651, 9775991084; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 8016426165; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898, 9733006339; Mehi Honda - 9593555111, 9734164466; **RAIGANJ:** Mira Honda - (03523)-253474, 9749059763; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203, 8016296782; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 7602831918, 8900776111; **CHANCHOL:** Santosh Honda - 9933479841; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897, 9733530202; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201, 9832778168; Aman honda - 9679285012, 9832457812; Dishan Honda - 7479012072, 9614560006; **HARISHCHANDRAPUR:** Raj Honda - 9851647224; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894, 9434325197; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MANIKCHAK:** Shrikanta Honda - 8637526361; **ALIPURDUAR:** Kaysons Honda - 9800089052, 9800087468; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224,7001163030; **DHUPGURI:** Shreyansh Honda - 9635889131, 7365037979; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221, 8927232998; **KRANTI:** Balaji Honda - 7363917008.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda.hmsi.in

যেখানে বুনোদের ঘনঘন উৎপাতে নাজেহাল বাসিন্দারা

হাতির হানা থেকে বাঁচতে খাটের তলায়

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১২ মে : এক মাসের ব্যবধানে ফের হাতির হানার ঘটনা ঘটল মুন্ডাপাড়ায়। গত ১১ এপ্রিল রাতে রিন্টু মুন্ডার বাড়িতে হাতিতে হামলা চালিয়েছিল। সে যাত্রায় তিনি খাটের তলায় লুকিয়ে কোনওমতে প্রাণরক্ষা করেছিলেন। ঠিক এক মাস পর, রবিবার রাতে একদল হাতি মুন্ডাপাড়ায় হামলা চালাল। ফের রিন্টুর ঘর ভেঙে ধান, চাল, ভুট্টা খেয়ে চলে যায়। এবারও খাটের তলায় আশ্রয় নিয়ে তিনি প্রাণে বেঁচেছেন। মুন্ডাপাড়ার পাশাপাশি মেজবিলের কলোনিপাড়াতেও হাতি একজনের ঘর ভেঙেছে। সেখানে বোরো ধান, কলা বাগান, করলার মাচা নষ্ট করেছে।

বছর পঁয়ষট্টির রিন্টু মুন্ডা পাটশলার বেড়া দেওয়া টিনের চালাঘরে একাই থাকেন। বর্ষাকালে খাওয়ার জন্য ঘরে দু'বস্তা ধান মজুত রেখেছিলেন। ছিল এক বস্তা চাল ও কিছু ভুট্টাও। সেই খাবারের লোভেই হাতির দলটি ঘরের বেড়া ভেঙে ফেলে। ভয়ে রিন্টু খাটের তলায় লুকিয়ে পড়েন। ধান, চাল, ভুট্টা খাওয়ার পাশাপাশি হাতির দলটি পাশের আরেকটি ঘরের বেড়াও ভেঙে ফেলে। তবে সেখানে কিছু ছিল না। রিন্টুর কথায়, 'আমার তিন মাসের খাবারের মজুত শেষ হয়ে গেল। তবে খাটের নীচে লুকোনোয় প্রাণে বেঁচেছি। এখন কীভাবে চলব বুঝতে পারছি না।' পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুপর্ণা বর্মন অবশ্য রিন্টুকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'ওই ব্যক্তিকে ত্রিপল ও স্পেশাল জেনারেল রিলিফ দেওয়া হবে। বন দপ্তর থেকেও তিনি বাকি ক্ষতিপূরণ পাবেন।'

হাতির হানায় ভেঙেছে ঘরের বেড়া। মুন্ডাপাড়ায়। -সংবাদচিত্র

মুন্ডাপাড়ায় চাঞ্চল্য

- ১১ এপ্রিলের পর ফের রবিবার রাতে মুন্ডাপাড়ায় রিন্টু মুন্ডার বাড়িতে হাতির হামলা
- সেবারে খাটের তলায় লুকিয়ে তিনি কোনওমতে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন, এবারও তাই
- হাতিতে ধান, চাল, ভুট্টা খেয়ে চলে যায়, বোরো ধান, কলা বাগান, করলার মাচা নষ্ট করে
- এলাকায় কিছু মানুষ হাঁড়িয়া তৈরি করায় তার লোভেই হাতির হানাদারি বলে মনে করা হচ্ছে

তবে বাসিন্দাদের বক্তব্য, ওই এলাকায় কিছু মানুষ হাঁড়িয়া তৈরি করে। মূলত তার লোভেই হাতিরা বারবার ওই জায়গায় আসছে। এদিন একটি ঘরে গিয়ে দেখা যায় সেখানে হাঁড়িয়া মজুত রয়েছে। সেই হাঁড়িয়াও খেয়ে ফেলেছে হাতির দলটি। এরপর মেজবিল যাওয়ার পথে হাতির দলটি জন্তনা বর্মনের করলার মাচা সহ মজুত রাখা ভুট্টাও খেয়ে ফেলে। তারপর মেজবিলের কলোনিপাড়ায় গিয়ে প্রমোদচন্দ্র সরকার ও নারায়ণ দে-র খেতের বোরো ধান তছনছ করে। অজিত দে-র কলা বাগানেও হামলা চালায়। স্থানীয় বাসিন্দা রাখাল দাস বলেন, 'ভয়ে কী করব বুঝতে পারছিলাম না। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে অন্য ঘরে পালিয়ে যাই। হাতিগুলি ঘরের বেড়া ভেঙে ফেলে।' রাখালের হিসেব অনুযায়ী, দলটিতে প্রায় সাত-আটটি হাতি ছিল। জলদাপাড়া দক্ষিণের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তীর কথায়, 'দীর্ঘ চেষ্টার পর ভোররাতে হাতির দলটিকে জঙ্গলে ফেরানো সম্ভব হয়েছে। সোমবার ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।'

ভুট্টাখেতে কাজ বন্ধ

বাইসনের হানায় আতঙ্ক পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি গ্রামে

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১২ মে : রতিকান্ত বর্মন, মানিক সরকার, গীতা দাসদের মতো দিনমজুররা এখন এক বিঘা জমির ভুট্টা তুললেই ১২০০ টাকা পান। কিন্তু রবিবার সকালে বাইসন হামলা চালায় পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি গ্রামে। দিনভর সেই আতঙ্কে ভুট্টা তোলার কাজ হয়নি। সোমবারও বাইসনের ভয় গোটা গ্রামে। যদিও বন দপ্তর জানিয়েছে, গ্রামে আর বাইসন আসেনি। কিন্তু ভয় যেন পিছু ছাড়ছে না এলাকাবাসীর। তাই এদিনও ভুট্টাখেতে যাওয়ার সাহস হয়নি কারও। সময় হয়ে গেলেও ভুট্টা তুলতে চাইছেন না চাষিরা। আর এতেই আর্থিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়েছেন দিনমজুররা। আতঙ্ক কাটিয়ে কবে গোটা এলাকা স্বাভাবিক হয় সেই অপেক্ষা করছেন তাঁরা।

জলদাপাড়া সাউথের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তী অবশ্য বলেন, 'ওখানে আর বাইসন আসেনি। এলাকায় বনকর্মীদের নজরদারি রয়েছে। গ্রামের মানুষকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।'

গ্রামে এখন ভুট্টার চাষ বেড়েছে। যে কোনও গ্রামেই যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই যেন ভুট্টা গাছ। ৫-৬ ফুট দীর্ঘ ভুট্টা গাছগুলি এতটাই ঘন যে বুনোদের কাছে এইসব খেত জঙ্গলই মনে হয়। রবিবার সকালে ভুট্টা তুলতে গিয়েই বাইসনের মুখে পড়েন পশ্চিম কাঁঠালবাড়ির কৃষক শংকর সরকার। তিনি জখম হন। তবে প্রাণরক্ষা হয়। শংকরের কথায়, 'বাইসনের ভয় এখনও কাটছে না। তাই সময় হলেও খেতে গিয়ে ভুট্টা তোলার সাহস পাচ্ছি না। এজন্য দিনমজুরদেরও না করে দিয়েছি।'

স্থানীয় দিনমজুর রতিকান্ত বর্মনও রবিবার অল্পের জন্য বাইসনের হামলা থেকে রক্ষা পান। তিনি স্কোয়াশখেতে লুকিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে ভয় ও দুশ্চিন্তা দুটোই কাজ করছে। রতিকান্তর কথায়, 'একদিন ভুট্টা তোলার কাজ করলেই তিনশো থেকে চারশো টাকা উপার্জন হয়। পরপর দু'দিন কাজ করতে পারলাম না। এদিকে বাইসনের ভয়ও লাগছে।'

যদিও বন দপ্তর রবিবার বিকালেই ভুট্টাখেতে বাইসনটিকে ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু করে নিয়ে যায়। তবে এলাকার অন্য চাষিরা এখনও আতঙ্কিত। অসিত সরকারের পাঁচ বিঘা জমিতে ভুট্টা চাষ হয়েছে। সেই ভুট্টা তোলার সময় হয়েছে। দিনমজুরও ঠিক করে রেখেছিলেন। কিন্তু এখন আর খেতে যাওয়ার সাহস পাচ্ছেন না।

অসিত বলেন, 'প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ভুট্টা তোলার সাহস হচ্ছে না। তাই ক'দিন আর খেতে যাচ্ছি না। দিনমজুরদেরও না করে দিয়েছি।' অশ্বিনী সরকার, কার্তিক সরকার, গৌরাঙ্গ শীল, বাবলু মুন্ডাদের মতো চাষিদেরও একই বক্তব্য। কৃষকদের মধ্যে এমন আতঙ্ক হওয়াটাই স্বাভাবিক বলে মনে করছেন জনপ্রতিনিধিরাও। পশ্চিম কাঁঠালবাড়ির পঞ্চায়েত সদস্য ঝন্টু সরকার বলেন, 'সব দিকেই এখন ঘন ভুট্টাখেত। রবিবার অনেকের ভুট্টাখেতেই দাপিয়ে বেড়ায় বাইসন। তাই চাষিরা এখন আতঙ্কিত। আগামী তিন-চারদিন আতঙ্কের এই পরিবেশ থাকবেই। এরমধ্যে আর যদি বাইসন না আসে তাহলে ধীরে ধীরে পরিবেশ স্বাভাবিক হবে।'

ভুট্টাখেতে চাষি, দিনমজুরদের দেখা নেই। পশ্চিম কাঁঠালবাড়িতে।

জঙ্গল মনে হয়

- এক বিঘা জমির ভুট্টা তুললেই ১২০০ টাকা মেলে
- সোমবার আতঙ্কে ভুট্টা তোলার কাজ হয়নি
- ৫-৬ ফুট দীর্ঘ ভুট্টা গাছগুলি এতটাই ঘন যে বুনোদের কাছে এইসব খেত জঙ্গলই মনে হয়
- রবিবার বিকেলেই ভুট্টাখেতে হানা দিয়েছিল বাইসন

মাদারিহাটের একটি রিসর্ট। -সংবাদচিত্র

কালবৈশাখীর মরশুমে বাড়ছে চিন্তা

রিসর্টের গাছে বিপদের শঙ্কা

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১২ মে : সবুজ হারিয়ে যাচ্ছে, সভ্যতার আগ্রাসী হানায় কাটা পড়ছে গাছ। সেজন্য নাগরিক জীবনে হাঁপিয়ে ওঠা মানুষ যখন ঘুরতে যায় তখন তাঁদের প্রাধান্য থাকা গাছপালায় ভরা রিসর্ট কিংবা থাকার জায়গা। কিন্তু বিপজ্জনকভাবে থাকা গাছ নিয়েই এখন চিন্তায় মাদারিহাটে ঘুরতে আসা পর্যটকরা।

মাদারিহাটের রিসর্টগুলো ঘুরে যে ছবি দেখা গেল তা বেশ উদ্বেগজনক। প্রায় সব জায়গাতেই বিপজ্জনকভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে বেশ কয়েকটি বড় গাছ। আর সেই সমস্ত গাছের প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে বা জানতে চাইলে বিভিন্ন রিসর্ট মালিকের মতামত ভিন্ন। কেউ আওড়াচ্ছেন পরিবেশে গাছের উপকারিতার প্রসঙ্গ, তো কেউ আবার জানাচ্ছেন সমস্যার সমাধানে নেওয়া ব্যবস্থার ফিরিস্তি। সবমিলিয়ে পর্যটক এবং রিসর্টে কাজ করা কর্মীদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে একটা দুশ্চিন্তা রয়েই যাচ্ছে।

হঠাৎ গাছ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ল কেন? গত শনিবারের ঘটনা পর্যটকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সেদিন স্থানীয় একটি রিসর্টে জন্মদিনের অনুষ্ঠান পালন করতে গিয়েছিলেন ১০ জন। সেসময় হঠাৎই ঝড় ওঠে। রিসর্টে থাকা বড় গাছ ভেঙে কটেজের দুটি ঘর কার্যত গুঁড়িয়ে যায়। যাঁরা জন্মদিন পালন করতে এসেছিলেন, তাঁরা এই ঘটনায় বরাতজোরে বেঁচে গেলেও আহত হন সেখানে কাজ করা এক দিনমজুর।

এদিকে, সেদিনই গাড়ির ওপর গাছ ভেঙে পড়ায় কামাখ্যাগুড়িতে মৃত্যু হয় এক শিক্ষিকার। এই দুই ঘটনায় বিপজ্জনক অবস্থায় থাকা গাছ নিয়ে চিন্তায় সকলে। তাঁদের মতে, ঝড় এলে এই গাছের নীচে যেসমস্ত রিসর্ট রয়েছে, সেখানে থাকা পর্যটকরা কিংবা যাঁদের ঘরবাড়ি, তাঁদের জীবনের ঝুঁকি তো প্রতিটি মুহূর্তে। পূর্ব মাদারিহাটের একটি রিসর্টে গিয়ে দেখা গেল রিসর্টের চারদিকে প্রচুর বড় বড় গাছ রয়েছে। তারমধ্যে কয়েকটি তো আবার রীতিমতো বিপজ্জনক অবস্থায়। ডালপালা ঝুলে রয়েছে রিসর্টের ঘরের ওপর। একই অবস্থা মধ্য মাদারিহাট পিংকি চৌপথির কাছে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের গা ঘেঁষে থাকা বেশ কয়েকটি রিসর্টেও। এমনকি জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বেশ কয়েকটি বড় গাছও সেই রিসর্টের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। সেসব গাছ থেকেও তো বিপদের আশঙ্কা ষোলোআনা। এছাড়া দক্ষিণ মাদারিহাটের কয়েকটি রিসর্টেও একই অবস্থা দেখা গিয়েছে। সেখানে রিসর্টের মধ্যে বড় বড় গাছ বেশ বিপজ্জনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

> গাছ আমাদের জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে কারও কিছু করার নেই। বর্ষার তিন মাস তো এমনিতেই রিসর্ট প্রায় বন্ধ থাকে।
>
> **-সঞ্জয় দাস**
> *রিসর্ট মালিক*

কিন্তু বিষয়গুলো নিয়ে যেন কোনও হেলদোলই নেই রিসর্টের মালিকদের। স্থানীয়দের কটাক্ষ, 'হয়তো বড়সড়ো কোনও দুর্ঘটনার পর টনক নড়বে।'

এবিষয়ে রিসর্টগুলির মালিকরা কী ভাবছেন? পূর্ব মাদারিহাটে গাছবাড়ি নামের যে রিসর্টটি রয়েছে তার মালিক পার্থ বোস। এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁর দাবি, দুর্ঘটনা এড়াতে রিসর্টে যে বড় গাছগুলি ছিল সেগুলোর ডালপালা ছেঁটে দিয়েছেন অনেকদিন আগেই। এমনকি কয়েকটি গাছ একেবারে গোড়া থেকেও কেটে দেওয়া হয়েছে। মাদারিহাটের এক রিসর্ট মালিক সঞ্জয় দাসের মত আবার এবিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর কথায়, 'গাছ আমাদের জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে কারও কিছু করার নেই। বর্ষার তিন মাস তো এমনিতেই রিসর্ট প্রায় বন্ধ থাকে।'

প্রকৃতি ও জীবন।। গিতালদহে বানিয়াদহ নদীতে ছবিটি তুলেছেন দিনহাটার সাহানুর হক।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

টুকরো খবর

সম্মেলন

শামুকতলা, ১২ মে : কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের যৌথ কনভেনশন সোমবার আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের শামুকতলা বেসিক স্কুলে অনুষ্ঠিত হল। বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সেখানে। পাশাপাশি শ্রমিক বিরোধী শ্রম কোড চালু হলে পরিস্থিতি যে ভয়ংকর হতে পারে, তা নিয়েও আলোচনা হয়। আগামী ২০ মে সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচার করা হয়।

রবি স্মরণ

শামুকতলা, ১২ মে : শামুকতলা গ্রামীণ পাঠাগারের উদ্যোগে সোমবার রবীন্দ্র স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শামুকতলা আশা ভবনে। গান, আবৃত্তি, রবীন্দ্রনৃত্য ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে মূলত এলাকার কচিকাঁচারাই অংশগ্রহণ করে। এছাড়া স্থানীয় কয়েকজন তরুণ-তরুণী গান, নাচ, কবিতায় অংশ নেন। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত বাচিকশিল্পী সঞ্চিতা দাস, সমাজকর্মী রেবা চক্রবর্তী, গৌতম রায়, শামুকতলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক মানিক দে প্রমুখ।

বিকল ট্রাক

ফালাকাটা, ১২ মে : সোমবার সকালে নির্মীয়মাণ মহাসড়কের চার কিমির ব্যবধানে দুটি ট্রাক বিকল হয়। কদমতলা মোড়ে একটি ট্রাকের যন্ত্রাংশ বিকল হয়। আবার আসাম মোড়েও একটি দূরপাল্লার ট্রাকের যন্ত্রাংশ বিকল হয়। কয়েক ঘণ্টা পর বাইরে থেকে গ্যারাজকর্মীদের নিয়ে এসে ট্রাক দুটি ঠিক করা হয়।

দুর্ঘটনা

হাসিমারা, ১২ মে : সোমবার সকালে অসম থেকে শিলিগুড়িগামী একটি ট্রাক ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের তোর্ষা সেতু সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার পাশে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কিছুটা হেলে পড়ে। যদিও ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। খবর পেয়ে হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ ট্রাকটিকে ক্রেন দিয়ে রাস্তায় টেনে তোলার ব্যবস্থা করে।

বজ্রপাতে ছাই

মাদারিহাট, ১২ মে : সোমবার ভোরে বাজ পড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেল মাকড়াপাড়া চা বাগানের একটি পরিত্যক্ত ঘর। বাগানের সহকারী ম্যানেজার অর্জুন মজুমদার জানান, এসএসবি ও বাগানের কর্মীরা আগুন নেভানোর কাজ করেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি ভাইরাল

কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত ছাত্র

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১২ মে : সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে নানা ধরনের অপরাধের ঘটনার খবরাখবর নতুন নয়। ফের এধরনের একটি অপরাধের ঘটনা সামনে এল। সোমবার নিগৃহীতার পরিবারের তরফে অভিযোগ পাওয়ার পর তৎপর হয় শামুকতলা থানার পুলিশ। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শামুকতলা থানা এলাকার বাসিন্দা এক ১৬ বছরের স্কুল পড়ুয়া কিশোরীর সঙ্গে তুফানগঞ্জের বাসিন্দা ১৯ বছরের এক তরুণের আলাপ হয় সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। এরপর দুজনের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে এবং প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। অভিযোগ উঠছে, ওই তরুণ মোবাইলে কিশোরী প্রেমিকার সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি তুলে দিনের পর দিন তাকে ব্ল্যাকমেল করছিল। এরপর চাপ দিয়ে ওই কিশোরীকে কোচবিহার শহরের একটি সিনেমা হলে নিয়ে গিয়ে হলের ভিতর প্রেমিক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। তারপরে দুজনের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবিগুলি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয়।

সোমবার কিশোরীর পরিবারের সদস্যরা শামুকতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে বললেন, 'অত্যন্ত উদ্বেগজনক ঘটনা। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পকসো এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইনে ধৃতের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।'

কলেজ ছাত্রর কুকীর্তি

- সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কিশোরীর সঙ্গে প্রেম তরুণের
- এরপর সিনেমা হলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ
- অভিযোগ পাওয়ামাত্র তৎপর শামুকতলা থানার পুলিশ

শামুকতলার বাসিন্দা ওই কিশোরী এখন মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, প্রেমিকের কাণ্ডে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত কিশোরী খাওয়াদাওয়া একরকম ছেড়েই দিয়েছে। লজ্জায় স্কুলে যাচ্ছে না। এমনকি বাড়ির বাইরেও পা রাখছে না। শামুকতলার থানার পুলিশ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে নির্যাতিতার কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করেছে, যাতে তাকে দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায়।

আরও জানা গিয়েছে, প্রেমিকাকে ধর্ষণ এবং ব্ল্যাকমেল করার দায়ে ধৃত তরুণ একজন কলেজ ছাত্র। তার বাবা পেশায় ব্যবসায়ী। তুফানগঞ্জে একটি মুদি দোকান চালান তিনি। এদিন নির্যাতিতা কিশোরীর জামাইবাবু শামুকতলা থানায় লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন, ওই তরুণ প্রথমে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর শ্যালিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। পরে ছক কষেই কিশোরীকে ধর্ষণ করেছে। তিনি বলেন, 'আমার শ্যালিকার সঙ্গে কারও প্রেমের সম্পর্ক আছে, এনিয়ে পরিবারের সদস্যরা ঘুণাক্ষরেও কিছু জানত না। সম্প্রতি ধর্ষণের ঘটনার পর শ্যালিকার অস্বাভাবিক আচার-আচরণ দেখে পরিবারের সদস্যরা ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গোটা ঘটনাটি জানতে পারে।'

মাসখানেক আগে ধর্ষণের ঘটনার পর ওই কিশোরী প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাইছিল না। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওই তরুণ অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয়। এদিন অভিযোগ পাওয়ার পর শামুকতলা থানার পুলিশকর্মীরা তরুণের বাড়িতে হানা দেন। ধৃতের বাবা বলেন, 'ছেলে এধরনের কাণ্ড ঘটাতে পারে, তা ভাবিনি। দোষ প্রমাণিত হলে ওর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক।'

- কামাখ্যাগুড়ি মিশন হাইস্কুল মোট পরীক্ষার্থী : ২৪, উত্তীর্ণ : ১১, সর্বোচ্চ : যশ নার্জিনারি (৩৭১)
- মদনসিং হাইস্কুল মোট পরীক্ষার্থী : ২৫৬, উত্তীর্ণ : ২১৭, সর্বোচ্চ : মহম্মদ মহিদ মির্ধা (৪৭১)
- খোয়ারডাঙ্গা জলনেশ্বরী হাইস্কুল, মোট পরীক্ষার্থী : ১৫২, উত্তীর্ণ : ১৩২, সর্বোচ্চ : রাজেশ রায় (৪৪১)
- আদর্শ হিন্দি হাইস্কুল মোট পরীক্ষার্থী : ১৫৫, উত্তীর্ণ : ১৩৭, সর্বোচ্চ : অনিয়া বড়াইক (৪৪১)
- বারবিশা উচ্চবিদ্যালয় মোট পরীক্ষার্থী : ২৩৭, উত্তীর্ণ : ২০০, সর্বোচ্চ : সুবোধ দাস (৪৮০)
- দলদলি হাইস্কুল মোট পরীক্ষার্থী : ৫৬, উত্তীর্ণ : ৪৪ জন, সর্বোচ্চ : জ্যোতি বর্মন (৪১৭)

বধূকে পিটিয়ে মারার চেষ্টা

অভিযুক্ত স্বামী ও শাশুড়ি পলাতক

শামুকতলা, ১২ মে : বাপের বাড়ি থেকে টাকা না আনায় স্ত্রীকে পিটিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্বামী এবং তাঁর শাশুড়ির বিরুদ্ধে। নির্যাতিতা বধূ শামুকতলা থানার দক্ষিণ মজিদখানা গ্রামে বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। শামুকতলা থানার টটপাড়া গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। এই ঘটনায় স্বামী এবং শাশুড়ির বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই বধূ। অভিযোগ পাওয়ার পরেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ঘটনার পর অভিযুক্ত স্বামী ও শাশুড়ি পালিয়ে গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তরা পলাতক তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ওই বধূ লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন, ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁদের বিয়ে হয় সামাজিক মতে। বিয়েতে পণ হিসেবে নগদ সাড়ে তিন লক্ষ টাকার গয়না, আসবাবপত্র দেওয়া হয়। ওই বধূ বলেন, 'বিয়ের মাসখানেক পরে স্বামী জানতে চায় আমার নামে কোনও সম্পত্তি আছে কি না। আমার নামে জমি আছে বলি। এরপরেই সেই জমির দাম অনুযায়ী টাকা বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে আসার জন্য চাপ দিতে শুরু করে। আমি টাকা আনতে রাজি না হওয়ায় স্বামী এবং শাশুড়ি মিলে আমার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করে। আমি ভেবেছিলাম একটা সময়ের পর হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে। তাই মুখ বুজে ওদের সব অত্যাচার সহ্য করছিলাম। কিন্তু যত দিন যাচ্ছিল, আমার ওপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার আরও বেড়ে যাচ্ছিল।' এক বছর পর ওই বধূ অন্তঃস্বত্ত্বা হন। তিনি ভেবেছিলেন এরপর হয়তো আর অত্যাচার হবে না। কিন্তু কোনও পরিবর্তন হয়নি।

বধূর অভিযোগ, অন্তঃস্বত্ত্বা অবস্থাতেই শাশুড়ির প্ররোচনায় আমার স্বামী আমাকে মারধর করে, পেটে লাথি মারে, গলা টিপে আমাকে প্রাণে মারার চেষ্টা করে।

ওই বধূ জানিয়েছেন, পুত্রসন্তান হওয়ার পর তাঁকে জোর করে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যায় তাঁর স্বামী। কিছুদিন পর থেকে আবার বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য চাপ সৃষ্টি করে তারা। মহিলা বলেন, 'আমি টাকা আনতে রাজি না হওয়ায় স্বামী মারধর শুরু করে, মুখে বালিশ চাপা দিয়ে প্রাণে মারার চেষ্টা করে।'

মহিলা ফুটবল দল বানালেন এসপি

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১২ মে : দেশসেবার উদ্দেশ্যে কিছুদিন আগেই বিএসএফ-এর দৌড়ানোর পরীক্ষায় পাশ করে এখন লিখিত পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন প্রমীলা টোপ্পো। সেজন্য কীভাবে প্রস্তুতি নেবেন আজ সেই প্রশ্নই করেছিলেন আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীকে। এসপি তাঁকে কীভাবে পড়তে হবে এবং উত্তর লেখার সময় কোন বিষয়গুলি মাথায় রাখতে হবে সেই নিয়ে বিস্তারিত পরামর্শ দেন। অন্যদিকে, সুধা টোপ্পোর ইচ্ছে ডব্লিউবিসিএস অফিসার হওয়া। কিন্তু কলেজের পড়া সামলিয়ে কীভাবে প্রস্তুতি নেবেন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তিনিও যখন এসপির কাছে এবিষয়ে পরামর্শ চান, তিনি একদম অভিভাবকের মতো সুধাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। সোমবার পানিঝোরার বইগ্রামে গিয়েছিলেন জেলার পুলিশ সুপার। সেখানে সারাদিন এভাবেই স্থানীয় পড়ুয়াদের পড়াশোনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেন তিনি। এসপির থেকে পরামর্শ পেয়ে খুশি পড়ুয়ারাও।

এদিন কে কোন বিষয়ে পড়াশোনা করছে, ভবিষ্যতে কী করার পরিকল্পনা রয়েছে একেক করে সকলের সঙ্গে কথা বলে জানার চেষ্টা করেন এসপি। সেইসঙ্গে কারোর কোনও বইয়ের প্রয়োজন রয়েছে কি না সেটা শুনে, সেগুলো পাঠিয়ে দেবেন বলেও জানান তিনি। এছাড়া, মোবাইলকে সঠিক পথে কীভাবে ব্যবহার করা যায়, পড়াশোনাকে অভ্যাসে পরিণত করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, গ্রুপ স্টাডির প্রয়োজনীয়তা সহ একাধিক বিষয়ে তিনি গ্রামের পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন। এলাকার মহিলাদের নিয়ে তৈরি করেন একটি ফুটবল দল, তাঁদের দুটো ফুটবলও উপহার দেন তিনি।

এদিন ওই অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া সকলেই জানান, আজ পুলিশ সুপার যেভাবে সকলকে এবিষয়ে পরামর্শ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করলেন, সেটা ভবিষ্যতে ওদের অনেক কাজে লাগবে বলে সকলের বিশ্বাস। ওই গ্রামের বাসিন্দা শিবানী টোপ্পো, ফ্রান্সিস টোপ্পোর কথায়, 'এই ধরনের অনুষ্ঠান আমাদের এখানকার ছেলেমেয়েদের অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।' চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন সুস্মিতা মুন্ডা। অন্যদিকে, স্নাতক শেষে চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে চান সমীর টোপ্পোও। তাঁরাও জানান, আজকে এসপির এই উদ্যোগ তাঁদের খুবই কাজ লাগবে। কারণ প্রস্তুতি নিতে শুরু করার পর অনেক কিছু নিয়ে তাঁরা রীতিমতো ধোঁয়াশার মধ্যে ছিলেন। কিন্তু আজ এসপি সমস্ত ধোঁয়াশা কাটিয়ে দিয়েছেন।

বইগ্রামে সময় কাটাতে পেরে খুশি পুলিশ সুপারের কথায়, 'ওই গ্রামে বই পড়াকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে তাতে আমি নিজেও অনুপ্রাণিত। পড়ুয়ারা চাকরির পরীক্ষা সহ পড়াশোনা সংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল। আমি সেই বিষয়গুলো ওদের বুঝিয়ে বলেছি।'

বইগ্রামে পড়ুয়াদের পরামর্শ

বইগ্রামে পড়ুয়াদের মাঝে পুলিশ সুপার। -সংবাদচিত্র

> ওই গ্রামে বই পড়াকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে তাতে আমি নিজেও অনুপ্রাণিত। সেইসঙ্গে আজ ওখানকার পড়ুয়ারা চাকরির পরীক্ষা সহ পড়াশোনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল। আমি সেই বিষয়গুলো ওদের বুঝিয়ে বলেছি।
>
> **-ওয়াই রঘুবংশী**
> *পুলিশ সুপার, আলিপুরদুয়ার জেলা*

দেশবিরোধী পোস্ট

সমাজমাধ্যমে দেশবিরোধী পোস্টের অভিযোগে পূর্ব বর্ধমান থেকে গ্রেপ্তার করা হল এক কাঠমিস্ত্রিকে। তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন এলাকারই বাসিন্দারা।

‘পাকপ্রেমী’

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ তথা আরএসএসের বাংলা মুখপত্র স্বস্তিকায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাকিস্তানপ্রেমী বলে কটাক্ষ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যসাথী পরিষেবা

স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে বিগত বছরে ৬ হাজার রোগীর জটিল অস্ত্রোপচার হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়েছে, রাজ্য সরকার বিনামূল্যে ২০৯১ কোটি টাকার পরিষেবা দিয়েছে।

তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা

মঙ্গলবারও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা। তবে কিছু জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা বাড়লেও সেখানে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

৩০ মাসে পিছিয়েছে ১৬ বার

কাল ডিএ মামলায় নজর রাজ্যের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১২ মে : আগামী বুধবার সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ ডিএ মামলার শুনানি। ৩০ মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা এই মামলার শুনানি নয় নয় করে ১৬ বার পিছিয়েছে। আবার এই মামলার শুনানি আগামী জুলাই মাস পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়ে বিফল হয়েছে রাজ্য সরকার। গত ৭ মে-র সর্বশেষ শুনানিতে রাজ্যের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি এই আর্জি জানান। তার তীব্র বিরোধিতা করেন সরকারি কর্মচারী পক্ষের আইনজীবীরা। তাঁদের মধ্যে আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য মামলার শুনানি আর না পিছোনোর দাবি করেন।

’২২ নভেম্বর থেকে এই মামলার শুনানি রাজ্য সরকারের আর্জিতে ১৬ বার পিছিয়েছে বলে আদালতের কাছে জানান বিকাশ। এই ব্যাপারে দু’পক্ষের কথা শোনার পর আদালত ১৪ মে বুধবার আগামী শুনানির দিন ধার্য করেন।

আদালত সূত্রে খবর, সরকারি কর্মচারীদের ডিএ মামলায় বেঞ্চ বদল হয়েছে ইতিমধ্যেই। যা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ বলে আইনজীবী মহলের একাংশ মনে করছে। আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এই মামলার সর্বশেষ শুনানিতে রাজ্য সরকার শুনানির দিন আগামী জুলাই পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি জানালেও সর্বোচ্চ আদালত তা মানতে চায়নি। বরং চলতি মে মাসেই আবার শুনানির দিন ধার্য করেছে।

প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি সুপ্রিম কোর্ট এই মামলার দ্রুত শুনানি করে বিষয়টির নিষ্পত্তি চাইছে। বিশিষ্ট আইনজীবীদের একাংশ মনে করছেন, এই কারণেই সম্ভবত সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার বেঞ্চও বদল করা হয়েছে। বিচারপতি সঞ্জয় কারল ও মনোজ মিশ্রের বেঞ্চে ওই মামলা আগামী বুধবার শুনানির জন্য পাঠানো হয়েছে। মামলা হওয়ার কথা ছিল সুপ্রিম কোর্টের অন্য এক বেঞ্চে।

গুরুত্বপূর্ণ ডিএ মামলায় আগামী বুধবার শুনানি নিয়ে নবান্নে প্রশাসনের শীর্ষস্তরে চরম কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। তৎপরতাও বেড়েছে আইন ও বিচার দপ্তরের। সরকারি স্তরে দিল্লিতে এই মামলায় রাজ্য সরকারের বিশিষ্ট আইনজীবী মনু সিংভির মতো অন্য আইনজীবীদের সঙ্গে নবান্নের উচ্চপর্যায়ের কথাবার্তা চলছে।

অন্যদিকে, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পক্ষে এই মামলায় নিযুক্ত বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য, ফিরদৌস শামিমের মতো আইনজীবীদের সঙ্গে সংগঠনের নেতাদের আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে। বুধবারের শুনানির দিকে সরকারি কর্মচারীরা তাকিয়ে। এতদিন বারবার শুনানি পিছিয়ে যাওয়াতে তাঁরা হতাশ হয়ে পড়ছিলেন।

কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র দাবিতে রাজ্য কর্মচারীরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনও চালিয়ে আসছেন। এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলাও চলছে প্রায় আড়াই বছরের বেশি সময় ধরে। কর্মচারী সংগঠন সূত্রের খবর, রাজ্যের স্যাট (স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবিউনাল) ও কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে এবার সুপ্রিম কোর্ট মান্যতা দিলে বকেয়া ডিএ বাবদ সরকারি কর্মচারীদের ৪২ হাজার কোটিরও বেশি টাকা রাজ্য সরকারকে দিতে হবে। এই কারণেই বুধবার সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার গুরুত্ব অপরিসীম বলা যায়।

ঘটনাক্রম

- কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র দাবিতে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনও চালিয়ে আসছেন
- সুপ্রিম কোর্টে মামলাও চলছে প্রায় আড়াই বছরের বেশি সময় ধরে
- এই মামলার শুনানি রাজ্য সরকারের আর্জিতে ১৬ বার পিছিয়েছে
- আদালত বুধবার আগামী শুনানির দিন ধার্য করেছে

বুদ্ধপূর্ণিমায় মহাবোধি সোসাইটিতে ভক্তদের ভিড়। সোমবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

অনিশ্চয়তার মুখে রিভিউ পিটিশন

আজই অবসর প্রধান বিচারপতির

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১২ মে : রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীকে চাকরি বাতিলের রায়ের পুনর্বিবেচনার আর্জির ভবিষ্যৎ আবারও সংশয়ের মুখে পড়েছে। সুপ্রিম কোর্ট ৩ এপ্রিল চাকরি বাতিলের রায় দেওয়ার এক মাসের মাথায় রাজ্য সরকার ও এসএসসি সর্বোচ্চ আদালতে রায় পুনর্বিবেচনায় আর্জি জানায়। সেই আর্জি এখনও গৃহীত হয়নি আদালতে। আদালত সূত্রে খবর, রাজ্য ও এসএসসির এই রিভিউ পিটিশন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এখন কী সিদ্ধান্ত নেন, তা নিয়ে কৌতূহল বাড়ছে সব মহলে।

কারণ, মঙ্গলবারই প্রধান বিচারপতির কর্মজীবনের শেষদিন। ওইদিন তিনি অবসর নেবেন। শেষদিনে তাঁর বেঞ্চে চাকরি বাতিল মামলার রায়ের ওপর রিভিউ পিটিশনের আর্জির বিষয়টি উঠছে না বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। স্বাভাবিক নিয়মে প্রধান বিচারপতি তাঁর অবসরের দিনে এধরনের মামলা শুনতে আগ্রহী নাও হতে পারেন বলেই আইনজীবীদের অধিকাংশ মনে করেন। সেক্ষেত্রে রাজ্যে চাকরি বাতিলের রায়ের ওপর রিভিউ পিটিশনের ভবিষ্যৎ আবার অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। সম্ভবত সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। কবে সুপ্রিম কোর্টে কোন বিচারপতি এই আর্জি শুনবেন সেটা ঠিক করবেন তিনিই।

এতেই আবার অনিশ্চতার মুখে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে রাজ্যের চাকরিহারা প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর ভবিষ্যতের ওপর। এমনিতেই এই রিভিউ পিটিশনের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রায় আশার আলো দেখছেন না দেশের বিশিষ্ট আইনজীবীদের একাংশ।

ওই সূত্রের খবর, রিভিউ পিটিশনে আর্জি গ্রহণের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টে কয়েকটি ধাপ রয়েছে। রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়ে রিভিউ পিটিশন দাখিলের পর তা সুপ্রিম কোর্টে সংশ্লিষ্ট বিচারপতির কাছে যায়। সেখানেই সেই বিচারপতি বা বিচারপতিরা সব কিছু খতিয়ে দেখার পর সিদ্ধান্ত নেন রিভিউ পিটিশনের মামলা গ্রহণ করা হবে কি না। দরকার হলে বিচারপতির চেম্বারে এই নিয়ে শুনানিও করা হয়। তারপর ঠিক হয় মামলাটি আদালতে শুনানির জন্য পাঠানো হবে কি না।

যদিও আইনজীবী মহলের একাংশের ধারণা, রাজ্য সরকার ও এসএসসির রিভিউ পিটিশনের এই আর্জি সুপ্রিম কোর্টে খারিজ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ, চাকরি বাতিলের রায়ের পর রাজ্য তথা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানায়, এই বিশাল সংখ্যক শিক্ষকের চাকরি বাতিল হলে শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। চলতি শিক্ষাবর্ষ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের চাকরিতে বহাল রাখা হোক ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে। পর্ষদের এই আর্জি মঞ্জুর করে সর্বোচ্চ আদালত এবছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁদের চাকরিতে বহাল রাখার নির্দেশ দেয়। আইনজীবীদের অধিকাংশেরই ধারণা, এই আর্জি মঞ্জুরের পর আবার রাজ্য এই মামলার রায়ের ওপর ভিন্ন অবস্থান নিয়েছে। চাকরি বাতিল পুনর্বিবেচনা চায় এবার রাজ্য। রাজ্যের হঠাৎ এই ভিন্ন অবস্থান নেওয়ার কারণে রিভিউ পিটিশন এবার খারিজও হতে পারে সুপ্রিম কোর্টে।

কোথায় সংশয়

- চাকরি বাতিলের রায় দেওয়ার এক মাসের মাথায় রাজ্য সরকার ও এসএসসি সর্বোচ্চ আদালতে রায় পুনর্বিবেচনায় আর্জি জানায়
- সেই আর্জি এখনও গৃহীত হয়নি আদালতে
- মঙ্গলবারই প্রধান বিচারপতির কর্মজীবনের শেষ দিন
- প্রধান বিচারপতি তাঁর অবসরের দিনে এধরনের মামলা নাও শুনতে পারেন

হিন্দু নিধন নিয়ে প্রচারে জোর শুভেন্দুর

মুর্শিদাবাদের হিংসা পরবর্তী কর্মসূচি

কলকাতা, ১২ মে : ভারত-পাক যুদ্ধ পরিস্থিতির টানটান উত্তেজনার মধ্যেও ’২৬-এর বিধানসভা ভোটে হিন্দু ভোটের মেরুকরণকেই পাখির চোখ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। লক্ষ্যভেদের পরীক্ষায় ‘অর্জুন’-এর মতো হিন্দুত্বের নিশানা থেকে সরতে চান না শুভেন্দু। সেইজন্যই সোমবারও মুর্শিদাবাদের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক ধরপাকড়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, যতই চেষ্টা করুন মুর্শিদাবাদের ঘটনা মানুষকে ভুলতে দেব না।

মুর্শিদাবাদ চলোর মতো মেগা কর্মসূচির বদলে মুর্শিদাবাদের হিংসার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সরকারকে হিন্দু বিরোধী সরকার বলে প্রচার করা, অন্যদিকে আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করে যথাসম্ভব তাঁদের পাশে টানা, এই দুই কৌশলই অস্ত্র শুভেন্দুর। সম্প্রতি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মুর্শিদাবাদ জেলায় আক্রান্ত হিন্দু পরিবারের ছাত্র-যুবদের আটক করে তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়ার অভিযোগ করেছিলেন বিরোধী দলনেতা। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে শুভেন্দু অভিযোগ করে বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলেন পুলিশকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে।

ওয়াকফ বিরোধিতার নামে যারা আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করল তাদের বিরুদ্ধে নয়, যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন সেই হিন্দুদের গত তিনদিন ধরে বেছে বেছে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ১২ এপ্রিলের ঘটনায় গত ১৬ এপ্রিল জনৈক মঞ্জুর রহমানের অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজনকে

আমরা এই সরকারের হিন্দু নিধন ও হিন্দু বিরোধী চরিত্রের বিরুদ্ধে লাগাতার রাস্তায় থাকব। মুর্শিদাবাদের ঘটনা মানুষকে ভুলতে দেব না।

শুভেন্দু অধিকারী

গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযোগ, পুলিশি জুলুম ও ধরপাকড়ের জেরে ধুলিয়ান ও সামশেরগঞ্জে বহু হিন্দু পরিবার এলাকাছাড়া হতে বাধ্য হয়েছে। শুভেন্দুর দাবি, ’২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে মুর্শিদাবাদ জেলায় হিন্দুদের কোমর ভেঙে দিতেই প্রশাসনের এই তৎপরতা। শুভেন্দুর মতে, এই চক্রান্ত করতেই মুখ্যমন্ত্রী মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলেন।

মুর্শিদাবাদের হিংসার পর গত ৫ মে বহরমপুরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকেই মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক হিংসা নিয়ে বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের প্রশ্নে ঘোষণাও করেছিলেন তিনি। শুভেন্দুর মতে, বহরমপুরে গেলেও বেদবোনা, জাফরাবাদ, সামশেরগঞ্জ সহ হিংসা কবলিত ১০টি এলাকায় যাননি মুখ্যমন্ত্রী। ভেবেছিলেন, ভারত-পাক যুদ্ধের ছায়ায় মুর্শিদাবাদ ইস্যু ঢেকে যাবে।

এই প্রসঙ্গেই এদিন শুভেন্দু বলেন, ‘আমরা এই সরকারের হিন্দু নিধন ও হিন্দু বিরোধী চরিত্রের বিরুদ্ধে লাগাতার রাস্তায় থাকব। মুর্শিদাবাদের ঘটনা মানুষকে ভুলতে দেব না।’ পুলিশ প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু বলেছেন, হিন্দুদের ওপর জুলুম বন্ধ না হলে ধুলিয়ান ও জঙ্গিপুর পুলিশ জেলায় সড়ক অবরোধ করবে বিজেপি।

মুখ্যমন্ত্রীর মুর্শিদাবাদ সফর চলাকালীনই নাম না করে বেলডাঙায় ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী প্রদীপ্তানন্দ তথা কার্তিক মহারাজকে হিংসার জন্য দায়ী করেছিলেন। ২০০২ সাল থেকে আশ্রমের নিরাপত্তায় থাকা সিআই অফিস ও পুলিশের আউটপোস্ট সম্প্রতি তুলে নেওয়া হয়েছে।

‘সেনা অভিনন্দন যাত্রা’র মতো কেন্দ্রীয় কর্মসূচি স্থগিত করার পর তা ফের শুরু করা নিয়ে যখন চিন্তাভাবনা করছে দল, সেই আবহেই এদিন হলদিয়ায় মোমবাতি মিছিল করলেন শুভেন্দু।

সোমবার যুদ্ধ উন্মাদনা বিরোধী মিছিলে কড়া পুলিশ প্রহরা। মৌলালিতে।

যুদ্ধবিরোধী মিছিলে কালি

কলকাতা, ১২ মে : ভারত ও পাকিস্তানের সংঘাতের আবহে সোমবার যুদ্ধ উন্মাদনা বিরোধী গণ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। সেই মিছিলে ছিলেন মূলত অতিবাম ও বামপন্থী মনোভাবাপন্নরা। মৌলালি মোড় থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত এই মিছিল লক্ষ্য করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, মিছিল শুরু হওয়ার পরেই সেখানে উপস্থিত হন বিজেপির কিছু কর্মী। তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। মিছিল লক্ষ্য করে কালি ছোটানো হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয় যে, বাধ্য হয়ে দু’পক্ষকেই আটক করে পুলিশ। বিজেপি নেতা সজল ঘোষকেও আটক করা হয়।

মিছিল শুরুর আগে ওই চত্বরে কড়া পুলিশি প্রহরা ছিল। সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের নামে এই মিছিল ডাকা হয়। হাতে ব্যানার নিয়ে মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা দাবি করতে থাকেন, যুদ্ধের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হতে পারে না। অভিযোগ, তারপরই জাতীয় পতাকা নিয়ে সেখানে হাজির হন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। তাঁরা মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের রাষ্ট্রদ্রোহী বলে কটাক্ষ করতে থাকেন। এমনকি তাঁদের গায়ে বিজেপি কর্মীরা কালি ছেটান বলে অভিযোগ। দুই তরফের মধ্যে ধস্তাধস্তি বেধে যায়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিজেপি নেতা সজল ঘোষ সহ কর্মী-সমর্থকদের আটক করে। প্রিজন ভ্যান থেকে সজল ঘোষ অভিযোগ করেন, ‘বাংলার মধ্যে বহু পাকিস্তানপন্থী রয়েছেন যাঁরা ভারতীয়দের ভালো চান না। এঁদের চিহ্নিত করা জরুরি।’ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘কিছু পাকিস্তানপন্থী আঁতেল এখানে মিছিল করছিল। রাষ্ট্রবাদী সনাতনীরা জাতীয় পতাকা নিয়ে তার প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল। কিন্তু সেকুমাকুদের পক্ষ নিয়ে তাদের এই সরকারের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে এদের চামড়া গুটিয়ে দেওয়া হবে।’

শিক্ষা দপ্তর ঘেরাওয়ের ডাক

কলকাতা, ১২ মে : যোগ্যতা প্রমাণের জন্য পরীক্ষায় বসতেই হবে চিহ্নিত ‘যোগ্য’ চাকরিহারাদের। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, তারা ইতিমধ্যেই এই মর্মে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর খসড়া বিজ্ঞপ্তি নবান্নে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছে। এখন অপেক্ষা শুধু নবান্নের সবুজ সংকেতের। জেলা স্কুল পরিদর্শকরা রাজ্যের স্কুলগুলিতে বিষয়ভিত্তিক ও সংরক্ষণভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা নিশ্চিত করলেই নিয়োগের চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে স্কুল সার্ভিস কমিশন। তবে আবারও যোগ্যতার প্রমাণ দিতে নারাজ ‘যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ’। ১৫ মে শিক্ষা দপ্তর ঘেরাও অভিযানের ডাক দিয়েছে তারা। ৭ মে থেকে বিকাশ ভবনের সামনে টানা অবস্থান বিক্ষোভ চালাচ্ছেন ‘যোগ্য’ শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তবে প্রতিশ্রুতি দিলেও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সোমবার পর্যন্ত দেখা করেননি তাঁদের সঙ্গে। তাই নিজেদের দাবি পূরণের উদ্দেশ্যে শিক্ষা দপ্তর ঘেরাও অভিযানের ডাক দিয়েছে অধিকার মঞ্চ। ‘যোগ্য’ শিক্ষকদের দাবি, ‘আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী এসএসসি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ নিয়ে সিদ্ধান্ত যদি নেয়, তাহলে আমাদের সঙ্গে আগে আলোচনা করতে হবে। রিভিউ পিটিশন নিয়ে সরকারের চিন্তাভাবনা সম্পর্কেও আমাদের অবগত করতে হবে। একই চাকরির জন্য বারবার যোগ্যতার পরীক্ষা আমরা দেব না।’

স্যালাইন কাণ্ডে মৃত আরও ১

কলকাতা, ১২ মে : দীর্ঘ চার মাসের লড়াই শেষে মৃত্যু হল মেদিনীপুরের অসুস্থ প্রসূতি নাসরিন খাতুনের। স্যালাইন কাণ্ডে অসুস্থ হয়ে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে তাঁকে আনা হয়েছিল। তাঁর ডায়ালিসিস চলছিল। চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, ডায়ালিসিস নিতে না পেরে মাল্টি অর্গ্যান ফেলিওর হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তবে তাঁর মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছে পরিবার।

মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে স্যালাইন বিতর্কের সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ৫ প্রসূতি। ওই সময় মামণি রুইদাস নামে এক প্রসূতির মৃত্যু হয়। নাসরিন সহ ৩ প্রসূতিকে এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ২ জন সুস্থ হয়ে উঠলেও নাসরিনের চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হল। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান, তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের পর বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে।

সীমান্তে ড্রোন, তদন্তে এসটিএফ

কলকাতা, ১২ মে : মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে ড্রোন উদ্ধারের ঘটনায় তদন্ত শুরু করল রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। রবিবারই সামশেরগঞ্জে সীমান্ত থেকে ২ হাজার মিটারের মধ্যে আকাশে একটি ড্রোন উড়তে দেখেন বিএসএফ জওয়ানরা। সেটি সঙ্গে সঙ্গে নামায় বিএসএফ। ওই ড্রোনটির ভার বহন করার ক্ষমতা না থাকলেও তাতে চারটি হাই মেগাপিক্সেল ক্যামেরা লাগানো ছিল। প্রাথমিকভাবে তদন্ত করে বিএসএফ দেখে, ওই ড্রোনটির ৪০০ থেকে ৫০০ মিটার উঁচুতে যাওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। ব্যাটারি ফুল থাকা অবস্থায় ২০ মিনিট পর্যন্ত উড়তে পারে। তারপরই ওই ড্রোনটি সামশেরগঞ্জ থানার হাতে তুলে দেয় বিএসএফ। সীমান্ত এলাকায় ড্রোন ওড়ানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তা সত্ত্বেও ড্রোনটি ওখানে কী করে এল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। সোমবারই তদন্তের দায়িত্ব নেয় এসটিএফ।

কয়েকদিন আগেই সামশেরগঞ্জে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছিল। সীমান্তের ওপার থেকে পরিকল্পনা করে এই গোলমাল করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখতে শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় কেউ এই ড্রোন চালিয়েছিল কি না, তা নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে, পলাশ নামে স্থানীয় এক তরুণ ওই ড্রোন উড়িয়েছিল। তবে শুধুমাত্র শখ করে ছবি তোলার কারণেই সে এই ড্রোন উড়িয়েছিল বলে পুলিশের কাছে সে দাবি করেছে। পুলিশ তাকে এখনও গ্রেপ্তার না করলেও তার কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

আদালতের পর্যবেক্ষণ

কলকাতা, ১২ মে : প্রধান সাক্ষীদের সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য না হলে গ্রহণীয় নয়, এমনটাই পর্যবেক্ষণ রেখে এক অভিযুক্তকে মুক্তি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০০৮ সালে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এক ব্যক্তিকে কোপানোর অভিযোগ ওঠে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি মাঠে গবাদিপশু চরাতে যাওয়ার সময় দুই পক্ষের বিবাদ বাধে। আর তাতেই অভিযুক্ত তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। ঘটনায় নিম্ন আদালত দুজন অভিযুক্তকে মুক্তি দিলেও একজনকে দোষী সাব্যস্ত করে। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ওই অভিযুক্ত। কিন্তু আদালতে প্রধান সাক্ষীদের সাক্ষ্য যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। তার পরই আদালত অভিযুক্তকে জামিন দেয়।

ধর্মরাজ উৎসবের শোভাযাত্রা... *সোমবার বীরভূমে। - পিটিআই*

দই-লস্যিতে মজে চিড়িয়াখানার আবাসিকরা

রিমি শীল

কলকাতা, ১২ মে : তীব্র গরমে হাঁসফাঁস অনুভূতি দক্ষিণবঙ্গের আমজনতার। একই অবস্থা আলিপুর চিড়িয়াখানার বাসিন্দাদেরও। প্রচণ্ড গরম থেকে রেহাই পেতে কেউ নামছে বারবার জলে, আবার কেউ মন দিয়ে জুস, লস্যি খেতে ব্যস্ত। ক্লান্ত হয়ে অনেকে আবার এয়ার কুলারের ঠান্ডা হাওয়ায় জিরিয়ে নিচ্ছে। এমনই পরিস্থিতি এখন আলিপুর চিড়িয়াখানার আবাসিকদের। গরম থেকে রেহাই পেতে বাঘ, সিংহ, ভালুকদের ঘরে বসানো হয়েছে এয়ার কুলার। খাবারের তালিকায় আনা হয়েছে পরিবর্তন। গরমে প্রাণীদের শরীরে জলের পরিমাণ ঠিক রাখতে ভরসা রাখা হচ্ছে ওআরএসে। প্রতিটি প্রাণীর এনক্লোজারে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। চিড়িয়াখানা সূত্রে খবর, গরমে বাড়তি যত্ন নেওয়া হচ্ছে প্রাণীদের।

গরম পড়তেই পশুপাখিদের রোজ স্নানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের এনক্লোজারে যথাযথ জল রেখে দেওয়া হয়েছে। যাতে নিজেদের স্বস্তিমতো তারা গা ভিজিয়ে নিতে পারে। খাদ্য তালিকাতেও এসেছে পরিবর্তন। অতিরিক্ত প্রোটিনজাতীয় খাদ্যের পরিমাণ কমানো হয়েছে বাঘ, সিংহদের। তরমুজ, শসা

তীব্র গরমে হাঁসফাঁস, মহানন্দে স্নানপর্ব

জাতীয় প্রচুর পরিমাণে জলসমৃদ্ধ ফল, ফলের জুস, লস্যি, দই দেওয়া হচ্ছে হাতি, ভালুক, শিম্পাঞ্জিদের। চিড়িয়াখানার মূল প্রবেশদ্বার থেকে ঢুকে একটু এগিয়ে গেলেই সাপেদের ঘর। ভিন্ন প্রজাতির প্রতিটি সাপের ঘরে স্প্রিংক্লার দিয়ে জল দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও ঘর ঠান্ডা করতে বরফ দেওয়া হচ্ছে। বাঘ, হাতি, চিতা, ক্যাঙারুদের রোজ স্নান করানো হচ্ছে। গরমে পশুপাখিদেরও হিটস্ট্রোক, ডিহাইড্রেটেড হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই তাদের ওআরএসের জল দেওয়া হচ্ছে। রয়েছে অ্যান্টি স্ট্রেস ওষুধের ব্যবস্থা। সম্প্রতি ‘বার্ডস উইংস ওয়াক ইন ওয়ে’ চালু করা হয়েছিল। সেখানে পাখিরা ছিল মুক্ত, আর মানুষ বদ্ধ। ওই পাখিদের মধ্যে বেশিরভাগই হিমালয়ান ফেজেন্টস জাতীয়। সেখানেও স্প্রিংক্লার ও ফগ পদ্ধতিতে জল ছেটানো হচ্ছে। এখন গরমের দাপটে চিড়িয়াখানায় দর্শনার্থীর সংখ্যা কম। যদিও দর্শনার্থীরা খাঁচার সামনে যাচ্ছেন। তবে ঘর ছেড়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে না চিড়িয়াখানাবাসীদের।

গরম থেকে রেহাই পেতে এবার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়েছে আলিপুর চিড়িয়াখানার আবাসিকদের জন্য। ছবি : আবির চৌধুরী

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৫২ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৯ বৈশাখ ১৪৩২

নিষেধাজ্ঞার চার কারণ

রণহুংকারের আবহে ভারতীয় উপমহাদেশে আরও একটি ইঙ্গিতপূর্ণ কাণ্ড ঘটে গেল সন্তর্পণে। বিশ্বের চোখ যখন ভারত-পাকিস্তানের সংঘাতের দিকে, তখনই বাংলাদেশে নিষিদ্ধ হয়ে গেল আওয়ামী লিগের সমস্ত তৎপরতা। জুলাই অভ্যুত্থানের সঙ্গে যুক্ত ছাত্র ও ইসলাম ধর্মের নাম নিয়ে সক্রিয় মৌলবাদী নেতাদের ইচ্ছাপূরণ হল। তাঁরা কার্যত চাপ দিয়ে ইউনূস সরকারকে বাধ্য করলেন এই সিদ্ধান্ত নিতে। পড়শি দুই দেশের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এই খবরটি তেমন গুরুত্বই পেল না।

অথচ আওয়ামী লিগের ওপর নিষেধাজ্ঞা উপমহাদেশের ভূ-রাজনীতিতে নিঃশব্দে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা। যার প্রভাব শুধু বাংলাদেশে নয়, গোটা উপমহাদেশে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। যদি না জুলাই অভ্যুত্থানের মোকাবিলা করার মতো আরও একটি শক্তি জন্ম নেয়। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লিগ গণতন্ত্রকে পদদলিত করার দিকে চলে গিয়েছিল বটে। একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঝোঁক তৈরিও হয়েছিল।

কিন্তু এতে তো কোনও সন্দেহ নেই যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধ্বজা তুলে একসময় আওয়ামী লিগের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সেই দলের নেতৃত্বে বিখ্যাত ছয় দফা দাবিসনদ অবিভক্ত পাকিস্তান জমানাতেও ছিল গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক দলিল। যার ভিত্তিতে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বীজ রোপণ করে পরিচর্যা চলেছিল শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। তারপর বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম থেকে শুরু করে স্বাধীন দেশের প্রতিষ্ঠা, ধর্মনিরপেক্ষতাকে অন্তত সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে ও মৌলবাদের বিরোধিতায় সক্রিয় ভূমিকা ছিল দলটির।

আওয়ামী লিগকে নিষিদ্ধ করার দাবি ও তার বাস্তবায়নকে এই নিরিখে বিচার করা প্রয়োজন। দলটিকে ফ্যাসিবাদী অজুহাতে নিষিদ্ধ করা হল। তবে সেটাই সব কারণ নয়। ফ্যাসিবাদী তকমাটি দিয়েছে জুলাই অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িতরা এবং তাদের সমর্থনে বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন উপদেষ্টাদের সরকার। যে সরকারের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। একবার দেখে নেওয়া যাক, সরকারকে চাপ দিয়ে এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করার পিছনে কী কী কারণ থাকতে পারে।

প্রথমত, আওয়ামী লিগের প্রতি এখনও বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে টিকে থাকা সমর্থন। শুধু ধান্দাবাজ, দালাল, পরজীবী কিছু নেতা-কর্মী নয়, দেশটার আমজনতার মধ্যে এখনও দলটাকে নিয়ে আবেগ কম নয়। তাছাড়া যাঁরা আওয়ামী লিগের কর্মকাণ্ডে বীতশ্রদ্ধ, ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরাও ছাত্র জনতা নামের আড়ালে অগণতন্ত্রী কার্যকলাপ, দেশজুড়ে অরাজকতা পরিস্থিতি, তা ঠেকাতে সরকারের ব্যর্থতা শুধু নয়, অনিচ্ছা প্রকট হয়ে ওঠায় নতুনভাবে ভাবতে শুরু করেছেন।

দ্বিতীয়ত, যত দোষ ও অন্যায়ই নেতারা করে থাকুন, আওয়ামি লিগ টিকে থাকার অর্থ গণতন্ত্রের বীজ বাংলাদেশের মাটিতে থেকে যাওয়া। ভারতের সঙ্গে সহাবস্থানের পরিবেশ অক্ষুণ্ণ থাকা। ধর্মনিরপেক্ষতার আবহ কিছুটা হলেও প্রাসঙ্গিক থেকে যাওয়া। মৌলবাদী শক্তি এসবের ঘোর বিরোধী। মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্রের বদলে শরিয়ত রাজনীতিতে দেশকে পরিচালনার মনোভাব যাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সময়েও বজায় ছিল। তাদের সেই লক্ষ্যপূরণে বাধা একমাত্র আওয়ামী লিগ।

তৃতীয়ত, জুলাই অভ্যুত্থানকারী শক্তি ভোটে জেতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী নয়। সুষ্ঠু ও অবাধ ভোট হলে আওয়ামী লিগ আবার ক্ষমতায় চলে আসতে পারে বলে তাদের মনে ভয় আছে। প্রথমদিকে দলটিকে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে খালেদা জিয়ার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পার্টির (বিএনপি) আপত্তি থাকলেও শেষপর্যন্ত সরকারের সিদ্ধান্তকে তাদের স্বাগত জানানোর পিছনেও আছে সেই একই ভয়।

চতুর্থত, ভারতীয় উপমহাদেশে শান্তি, সহাবস্থানের পরিবেশকে স্থায়ীভাবে বিনষ্ট করাও অন্যতম উদ্দেশ্য। যদিও সমর্থনের ভিত্তি ভালো থাকলেও আওয়ামী লিগ জিতে যাবে- এমন কথা হলফ করে বলা যায় না। সেই ভয়ে আওয়ামী লিগের কফিনে পেরেক পোঁতার এমন প্রয়াস। যদিও নিষিদ্ধ করলেই মানুষের মন থেকে কোনও শক্তিকে আমূল উৎখাত সম্ভব নয়। আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসকে নিষিদ্ধ করার ফল ভুগেছিল দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার।

অমৃতধারা

আত্মমর্যাদাকে কখনও হারাইও না। ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতাই মহাশক্তি- এই মহামন্ত্র সতত স্মরণ করিয়া চলিও। আত্মপ্রতারণা করিয়া কখনও কর্তব্য কর্মে অবহেলা করিও না। সংকল্প, সাধন বা প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য যে কোনও দুঃখ-দৈন্য-দুর্বিপত্তিকে সানন্দে বরণ করিয়া লইতে হইবে। প্রকৃত মানুষ সেই আরব্ধ কর্ম সম্পাদনে জীবনকে উপেক্ষা করিয়া থাকে। মানুষের শক্তির বিকাশ প্রকাশ হয় কার্যের দায়িত্বের মধ্য দিয়া। কর্মও যেমন করিবে জপধ্যানও তেমনি করিবে। বিবেক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কাজ করিয়া গেলে ধর্মভাব উত্তরোত্তর বর্ধিত হইবে। তাহা না হইলে কর্মের ভিতর নানা প্রকার বিঘ্ন আসিয়া ধর্মজীবন নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। মনের সম্পূর্ণ বিশ্রাম হয় ভগবচ্চিন্তা ও ভগবৎ ধ্যানে। যেখানে সংযম নাই, সেখানে সত্য ও সাধনা নাই- এমন অশুদ্ধ আধারের দ্বারা বিশেষ কোনও সৎকার্য হইতে পারে না। যে লোক আদর্শ হইবে তাহাকে বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে হইবে।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

উচ্ছেদ হওয়া মানুষ কোথায় যায়

২০২২ ও ২০২৩ সালে দেশে ভাঙা হয়েছে ১ লক্ষ ৫৩,৮২০ বাড়ি। মাথার ছাদ হারান প্রায় ৭ লক্ষ ৩৮,৪৩৮ জন।

মৌমিতা আলম

যে কোনও পাহাড়ের মূল শহর ছাড়িয়ে একটু বাইরে বেরোলেই শহর গিলে ফেলা কোলাহল ফিকে হয়ে আসে। পাহাড়ের আঁকাবাঁকা রাস্তায় জড়ানো আদিম অকৃত্রিম গন্ধে নিজেদের ময়লা জমা মনের আভরণের স্তর খুলে পড়ে একটু একটু করে। দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড়ের বুকে এক খণ্ড সাদা মেঘ যেমন হাঁসের মতো চরে, সেরকমই মন ভেসে বেড়াতে চায় দিগন্তে।

শিলং থেকে মেঘালয় ট্যুরিজমের বাস চেরাপুঞ্জির দিকে রওনা দিল। শহর পেরিয়ে ছোট ছোট গ্রাম পেরোচ্ছি এক-এক করে। কিন্তু কিছুতেই যেন সেই আদিম গন্ধ আর নিস্তব্ধতা নেই। বরং তখন মেঘালয় যেন বেশ রুক্ষ, ভীষণরকম অসহ্য। চারিদিকে শুধুই বড় বড় গর্ত। বুলডোজার বড় বড় দৈত্যাকার হাত আর দাঁত দিয়ে খুবলে খুবলে তুলছে পাহাড়ের পেট থেকে বড় পাথর, বালি আর মাটি।

বুলডোজার দেখলেই কেমন জানি অস্বস্তি হয়। এক অপরাজেয় শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দুর্বলতার আশ্বাস। মনে পড়ে এনআরসি-বিরোধী আন্দোলনের মুখ আফরিন ফাতিমার বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে আর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে বহুতল বাড়িটি। কিংবা বুলডোজারের সামনে হাত উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে পড়া ৭৪ বছর বয়সি বৃন্দা কারাত। কোর্টের অর্ডার সত্ত্বেও সেদিন নয়াদিল্লির জাহাঙ্গিরপুরী এলাকায় বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হচ্ছিল দাঙ্গায় অভিযুক্তদের বস্তি বাড়ি। বৃন্দা আর বেশ কিছু আইনজীবীর তৎপরতায় সেদিন বেঁচে যায় সারাজীবনের মাথার ঠাঁই সেই বাড়িগুলি।

এই দাঁত খিঁচিয়ে বাড়ি ভাঙতে আসা বুলডোজারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি শব্দ - জাস্টিস। বুলডোজার জাস্টিস বা বুলডোজারের মাধ্যমে ন্যায় সাম্প্রতিককালে চালু হওয়া একটা শব্দবন্ধ। দাঙ্গায় জড়িত থাকার অভিযোগে বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া শুরু হয় ২০১৭ সালে প্রথম উত্তরপ্রদেশে। আর আমরা সকলেই জানি অভিযোগ আর প্রমাণিত হওয়ার মধ্যে থাকে রাজনৈতিক সমীকরণ, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যায় শাসকের পক্ষে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ২০১৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর ২০২০ সালের মধ্যেই অপরাধী বিকাশ দুবে, রাজনীতিক ও গ্যাংস্টার মুখতার আব্বাস ও আতিক আহমেদের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেন। একে একে দাঙ্গায় অভিযুক্ত থাকলেই বাড়ি ভেঙে দেওয়া শুরু হয় মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরাখণ্ডেও। বুলডোজার জাস্টিস যা আদতে চরম প্রতিশোধস্পৃহার প্রতিফলন ও আস্ফালন, তা অচিরেই স্বাভাবিক মনে হতে থাকে বাড়তে থাকা ঘৃণার আবহে।

ভারতীয় সংবিধানের ২১ নম্বর ধারা স্পষ্টভাবে লঙ্ঘন হচ্ছে বলে ১৩ নভেম্বর, ২০২৪, বিচারপতি গাভাই এবং কেবি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি উপযুক্ত প্রক্রিয়া না মেনে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া অসাংবিধানিক। এই রায়ে অবৈধ বসবাসকারী অভিযোগে বস্তি ভাঙা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। দেশের বিশিষ্ট পত্রিকা ফ্রন্টলাইন এক বছর সমীক্ষা চালিয়ে জানায়, ২০২৪ সালে বুলডোজার দিয়ে ভাঙা বাড়ির বেশিরভাগই অবৈধভাবে বসবাসকারী অভিযোগে। বেশিরভাগ উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে 'উন্নয়ন' নামে।

আসলে এদেশে উন্নয়ন আর সৌন্দর্যায়নের বলি হন বস্তিবাসী। যাঁদের উন্নয়নে হতে পারে দেশের উন্নয়ন, তাঁদের ছেঁটে ফেলে চলে উন্নয়নের রথ। ঘিঞ্জি, নোংরা বস্তি - উন্নয়নের অংশ হয় কেমন করে! ক্রমশ বাড়তে থাকা শ্রেণিবৈষম্যে উন্নয়ন বলতে বোঝায় বড় বাবুদের আকাশছোঁয়া বাড়ি। হাউজিং অ্যান্ড ল্যান্ড রাইটস নেটওয়ার্কের তথ্য অনুযায়ী ২০২২ ও ২০২৩ এই দু'বছরেই শুধু ভেঙে ফেলা হয়েছে ১ লক্ষ ৫৩,৮২০ বাড়ি। ফলে মাথার ছাদ হারিয়েছেন প্রায় ৭ লক্ষ ৩৮, ৪৩৮ জন। এই তথ্য বলছে, যাঁদের ঘর ভাঙা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৪৪ শতাংশ মুসলিম, ২৩ শতাংশ আদিবাসী জনজাতি এবং ১৭ শতাংশ অনগ্রসর জনজাতির মানুষ।

> তথ্য বলছে, যাঁদের ঘর ভাঙা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৪৪ শতাংশ মুসলিম, ২৩ শতাংশ আদিবাসী জনজাতি এবং ১৭ শতাংশ অনগ্রসর জনজাতির মানুষ। কোথায় যায় এই বাস্তুহারা মানুষগুলো? নিঃশব্দে হারিয়ে যায়। যা কিছু নিতে পারে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া বাড়িগুলো থেকে, তা নিয়ে আবার কোনও ফুটপাথের কোনায় কিংবা বট গাছের নীচে কিংবা ডাম্প ইয়ার্ডে প্লাস্টিকের তলায় আশ্রয় নেবে।

কোথায় যায় এই বাস্তুহারা মানুষগুলো?

নিঃশব্দে হারিয়ে যায়। যা কিছু নিতে পারে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া বাড়িগুলো থেকে, তা নিয়ে আবার কোনও ফুটপাথের কোনায় কিংবা বট গাছের নীচে কিংবা ডাম্প ইয়ার্ডে প্লাস্টিকের তলায় আশ্রয় নেবে। যতক্ষণ না আবার কোনও বুলডোজারের হাত গুঁড়িয়ে দেবে আশ্রয়। কর্তৃপক্ষ বৈধ-অবৈধ কাগজের মাঝে ঘরের উষ্ণতা বোঝে না। খরা, বন্যা, দেশভাগ, খিদে, কাঁটাতারের যন্ত্রণা কোনও কাগজে লেখাও থাকে না।

কোনও শব্দ আসে না এই 'অবৈধ' মানুষগুলোর অবস্থান থেকে। পুরোনো আবাসের সব স্মৃতি মুছে আবার নতুন করে ভেসে থাকতে চায়। একদিন সব হারিয়ে, সব ভুলে হয়তো তারাও সৈয়দ মুজতবা আলির গল্পের সেই চরিত্রের মতো বলবে - মা খু চিহল ও পঞ্চম হস্তম - আমি ৪৫ নম্বর কয়েদি। এই বিশাল ভূখণ্ডের ভিটেহারা কয়েদিরাও ঠিক এমন। নামঠিকানাহীন অস্তিত্ব। তাদের অস্তিত্ব ক্ষণিক সাড়া জাগালেও হারিয়ে যায় দ্রুত স্মৃতি থেকে। মনে পড়ে সেই দৃশ্য, উচ্ছেদের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মৃত এক ব্যক্তি, আর সেই মৃতদেহের ওপর লাফাচ্ছে এক ফোটোগ্রাফার। ২০২১ সালে, আসামের সিপাঝাড়ের ঘটনা।

এই যে দ্বেষ, যা মৃত্যুর পরেও এক মৃতদেহকে মানুষের মর্যাদা দিতে অস্বীকার করে, তা ফুলেফেঁপে বাড়ছে রাষ্ট্রীয় মদতে। জেলের নামও সংশোধনাগার। আশা করা হয়, একজন সাজাপ্রাপ্ত ক্রিমিন্যালও তাঁর ভুলের সাজা পেয়ে সংশোধিত হয়ে ফিরে আসবে মূলস্রোতে। শুধুমাত্র অভিযুক্ত বা যদি প্রমাণিত ক্রিমিন্যালও হয়, তাঁর ঘর বুলডোজার চালিয়ে তছনছ করে দিলে তার অস্তিত্ব মুছে দেওয়া হয়, মুছে ফেলা হয় তার মূলস্রোতে ফিরে আসার সমস্ত সম্ভাবনা। আর অবাক করা বিষয় হল, সেটা হয় ন্যায়ের নামে। প্রতিশোধকে যখন ন্যায়ের নামে চালানো হয়, তখন সেই ন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

রাষ্ট্র তার সমস্ত হাত দিয়ে বুলডোজার জাস্টিসের স্বাভাবিকরণ করে ফেলেছে বাড়তে থাকা 'মব' বা উন্মত্ত জনতার কাছে। যে জনতা ঘৃণা গিলে শুধু শত্রু খুঁজছে। সেই শত্রু কখনও প্রতিবেশী, কখনও নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মানুষ। উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথের প্রকাশ্য জনসভায় ভক্তরা প্রায়শই হাজির হন বুলডোজারে চেপে, বাজতে থাকে ক্রমশ জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওঠা এইচ পপ বা হিন্দুত্ব পপ গান। বুলডোজার বাবা চাপ রহে হ্যায়, মাফিয়া ভাগ রহে হ্যায়।

ভারতে বুলডোজারের একটা বিশাল অংশ তৈরি করে ব্রিটিশ কোম্পানি জেসিবি। জেসিবি এতটাই পরিচিত নাম এখন, যে গ্রামে মানুষ বুলডোজার না বলে জেসিবি বলে। যে জেসিবি ভাঙার মূলে, তারাই আবার সাহিত্যে অবদানের জন্য ভারতে এক সাহিত্য পুরস্কার দেয়। গতবছর একশোজনের বেশি কবি, লেখক ও সাহিত্যিক জেসিবি পুরস্কারের আয়োজকদের উদ্দেশ্যে এক খোলা চিঠি দেয়। যে চিঠিতে সই করেন বিখ্যাত কবি কে সচ্চিদানন্দন থেকে মীনা কান্ডাস্বামী সহ অনেকেই।

হাস্যকর হলেও সত্যি, যে কোম্পানি মানুষের ভিটেমাটি উচ্ছেদের জন্য দায়ী, তারাই ভারতীয় বহুত্ববাদ নিয়ে লেখা সাহিত্যের জন্য পুরস্কার দিচ্ছেন!

প্রশ্ন থেকেই যায় যে উচ্ছেদ হওয়া মানুষ সব কোথায় যায়? মনে পড়ে যাবে, বাগ্রাকোট পাহাড়জুড়ে বা তিস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বুলডোজার। তিস্তার ব্রিজে সারি বেঁধে চলা বুলডোজার দেখে মেয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, এত জেসিবি কোথায় যায় মা? আমি বলে ফেলেছিলাম আনমনে, উন্নয়নে।

যে উন্নয়নে শুধু উচ্ছেদ হওয়া মানুষ, গাছ, ময়ূর, হরিণ এদের জায়গা নেই। ঠাঁই নেই আট বছরের অনন্যা যাদবের। উত্তরপ্রদেশের অনন্যার বাড়ি যখন ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছিল, সে সমস্ত ভয় উপেক্ষা করে ছুটে গিয়েছে তার বইয়ের ব্যাগটি নিয়ে আসতে। সে আইএএস অফিসার হয়ে দেশকে বাঁচাতে চায়। আর অনন্যাদের বাঁচাবে কে?

ওই দূরে দাঁড়িয়ে বুলডোজার।

(লেখক শিক্ষক ও সাহিত্যিক। ময়নাগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯৪৭

আজকের দিনে জীবনাবসান হয় বিশিষ্ট কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের।

২০১১

বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকার প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

ভারত ও পাকিস্তান হামলা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে বাণিজ্যের কথা ভেবে। আমি দুটো দেশকেই বলে দিয়েছিলাম, হানাহানি বন্ধ হলেই আমি তোমাদের সঙ্গে অনেক ব্যবসা করব। এসব থামাও, এসব থামাও। থামালেই আমরা ব্যবসা করব। এসব না থামালে আমরা কোনও ব্যবসা করব না। আমরা একটা সম্ভাব্য নিউক্লিয়ার যুদ্ধ থামালাম।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

পোষ্যের জন্মদিন। পার্কের টেবিলে রাখা কেক। তার ওপর জ্বলছে মোমবাতি। সামনে বসে এক বৃদ্ধা। পাশে পোষ্য ল্যাব। হাততালি দিয়ে বৃদ্ধা প্রিয় পোষ্যের জন্মদিন পালন করছেন। তাঁর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কুকুরটি।

ভাইরাল/২

পাহাড়ি রাস্তায় মারমোট প্রজাতির দুই কাঠবিড়ালীর পেশি আস্ফালন। রাস্তার মাঝে তারা মারামারি করছিল। একজন আরেকজনকে গলাধাক্কা দিচ্ছে। তাদের কুস্তির জেরে রাস্তায় গাড়ির লাইন লেগে যায়। প্রাণী দুটির অবশ্য ভ্রুক্ষেপ ছিল না।

জনমন

জনমত

নদীর চরে গাছ লাগানো হোক

সংবাদমাধ্যমে শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকাগুলিতে বিভিন্ন নদীর চর দখলের খবর প্রায়ই দেখা যায়। বিষয়টি শহরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কিছু নদী দখলের কারণে ছোট নালায় পরিণত হয়েছে। সরকারি সাইনবোর্ড থাকা সত্ত্বেও তা উপেক্ষিত করে দখল হয়ে যাচ্ছে। ভৌগোলিক কারণে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয় এবং অনেক এলাকাজুড়ে চড়া পড়ে যায়, যেখানে ভরা বর্ষায় ও নদীর জল আর প্রবাহিত হয় না। সেই চড়া পড়ে যাওয়া জায়গায় যদি বৃক্ষরোপণ করা হয় তাহলে শহর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর পাশ দিয়ে কয়েক কিলোমিটার অবধি সবুজায়ন করা সম্ভব এবং দখলদারিও বন্ধ করা যাবে। এতে নদী ও শহরের সৌন্দর্য বাড়বে।

শিলিগুড়ির মতো শহরে রাস্তাগুলি ছোট হওয়ায় গাছ লাগানোর জায়গা প্রায় নেই বললেই চলে। এই অবস্থায় মহানন্দা, বালাসন ও অন্যান্য নদীর চরে কয়েক লক্ষ বৃক্ষরোপণ করলে শহরবাসীকে কিছুটা হলেও বিশ্ব উষ্ণায়নের হাত থেকে স্বস্তি দেওয়া সম্ভব হবে এবং সরকারি জমি দখলমুক্ত থাকবে।

দীপু দাস, শিলিগুড়ি।

জুয়াচক্রের মায়াজাল

বর্তমান তরুণসমাজের অধিকাংশ এখন অনলাইন গেমিংয়ের নেশায় জড়িয়ে পড়ছে। সেই গেমিং লাইনে কিশোর থেকে শুরু করে প্রবীণরাও যোগ দিচ্ছেন। সমাজের একটা বড় অংশ নিজের অজান্তেই জড়িয়ে পড়ছে জুয়াচক্রের মায়াজালে। কিন্তু এই মায়াজাল থেকে বেরোনোর পথ খুব কঠিন। সমাজের বড় বড় সেলেব্রিটি থেকে শুরু করে হালফিলের জনপ্রিয় ইউটিউবার সকলেই এইসব কোম্পানির প্রচার করছে। সমাজের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও ভরসা তাঁরা বিরাট অঙ্কের টাকায় বিক্রীত হচ্ছেন। নিজেদের পকেটে ভরছেন সাধারণ মানুষের জুয়ায় হারা কোটি কোটি টাকা। সরকার এই চক্রগুলির থেকে মোটা টাকা ট্যাক্স আদায়ের নামে স্বীকৃতি দিচ্ছে।

অতি আধুনিকতার যুগে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের পিছিয়ে থাকা দরিদ্র সমাজে, লটারি এবং এই অনলাইন গেমিংয়ে সর্বস্ব হারিয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে প্রচুর সাধারণ মানুষ ও পরিবার, যা বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিয়মিত উঠে আসছে। আমাদের নিজেদের ও চারপাশের মানুষজনকে সতর্ক ও সচেতন করা ছাড়া এই জুয়াচক্রের মায়াজাল থেকে মুক্তির উপায় নেই।

পূর্ণেন্দু রায়, উত্তরপাড়া, হলদিবাড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাংলাদেশে নারী নিগ্রহ সবচেয়ে চিন্তার

শিক্ষক, সাংবাদিক এমনকি পুলিশ, যে কোনও পেশার মহিলাদের চরম হেনস্তার সামনে পড়তে হচ্ছে নতুন বাংলাদেশে।

মীর রবি

আরবের ইতিহাসের আইয়্যামে জাহেলিয়াত এখন বাংলাদেশে। জুলাইয়ের পরপরই জাহেলিয়ার যুগে প্রবেশ করেছে তারা। সেখানে আওয়ামী লিগ নিষিদ্ধকরণ এবং মৌলবাদের উত্থান দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা ও মানবাধিকারের জন্য বড় চিন্তার বিষয়। অধিক চিন্তা নারী স্বাধীনতা নিয়ে। ইউনূস শাসনামলের মাস না পেরোতেই নারী বিদ্বেষ অনেক বেশি বাড়তে শুরু করে। নারী নির্যাতন, ধর্ষণ এবং নারী স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ মহামারি রূপ নিয়েছে।

বাংলাদেশে চলতি বছরের এপ্রিলেই ৩৩২ জন নারী ও মেয়েশিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১১১ জন। নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, অপহরণ ও হত্যার এমন চিত্র কোনও সভ্য রাষ্ট্রে হতে পারে না। পৈশাচিকতাকেও ছাড়িয়েছে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনাসমূহ। বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কোনওভাবেই আইনের শাসনের ইঙ্গিত বহন করে না। মব সন্ত্রাস, মোরাল পুলিশিং এবং স্বেচ্ছাচারিতার চরম পর্যায়ে পর্যুদস্ত বর্তমান বাংলাদেশ। এর প্রধান শিকার স্বাধীনচেতা নারী ও বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠী। উগ্র ইসলামপন্থীদের দ্বারা নানা অঙ্গনে আক্রমণের শিকার হচ্ছে তারা। চলমান ঘটনাপ্রবাহ বাংলাদেশে অঘোষিত তালিবানি রাষ্ট্র কাঠামোকেই প্রকাশ করছে। সবখানেই স্বঘোষিত তালিবানি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলছে মৌলবাদীরা।

সাম্প্রতিক এর বড় উদাহরণ সরকারের নারী কমিশন নিয়ে হেপাজত সহ সমমনা মুসলিম দলগুলোর বিরোধিতা এবং জনসমাবেশে মুক্ত নারীদের অকল্পনীয়ভাবে পতিতা ঘোষণা। সরকার যেসব কমিশন গঠন করেছে, তন্মধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিটিতে ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল করে ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবের ভেতর নারী কমিশন নিয়ে ভালো কিছুর আশাবাদী নন নারী অধিকারকর্মীরা। একে লোকদেখানো বলেই মনে করা হচ্ছে। সেটাকে আরও পরিষ্কার করে তুলেছে এরই বিরুদ্ধে মাঠে নামা সরকার-ঘনিষ্ঠ উগ্রবাদীদের সমাবেশ।

এসবের মধ্য দিয়ে তালিবানি কায়দায় ঘরবন্দির সকল আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে। সেরূপ শাসন ব্যবস্থাও লক্ষ করা যাচ্ছে। এই তো নারী অধিকার নিয়ে কথা বলায় একজন নারী অধ্যাপক জনরোষের শিকার হয়েছেন। তথাকথিত সালিশি বৈঠকে তাঁকে পর্দাপ্রথায় বাধ্য করা হয়েছে। 'এখানে নারী সাংবাদিক গ্রহণযোগ্য নয়' উল্লেখ করে বিভিন্ন সময়েই ইসলামি দলগুলোর সভা, সমাবেশ ও সংবাদ সম্মেলন থেকে নারী সাংবাদিকদের বের করে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নারী পুলিশও মৌলবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের হাতেই হেনস্তার শিকার হচ্ছেন নারী শিক্ষকরা। পর্দা না করে আধুনিক পোশাক পরায় প্রকাশ্যে পেটানো হচ্ছে। পেশাজীবী নারীদের হেনস্তা ক্রমশই বেড়েছে। পোশাক সহ নানা অজুহাতে নারীকে নির্যাতনের চিত্র এখন অহরহ।

অপরাধগুলো সামাজিক কাঠামোর মধ্যে ঘটছে। সামাজিক মূল্যবোধ, নারীর প্রতি শ্রদ্ধা, সহনশীলতা, পারিবারিক বন্ধন দিন-দিন উগ্র ধর্মাশ্রয়ী হয়ে ওঠায় লোপ পেয়েছে। সভাসমাবেশ, ওয়াজ সহ অনলাইনে নারীকে হেয় করে বক্তব্যদান এবং বিভিন্ন কনটেন্ট তৈরি করে যেভাবে নারীবিদ্বেষ বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে, তা নারীর সম্মানকেই খাটো করছে কিংবা জীবননাশের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তা পুরো সমাজ ও রাষ্ট্রকে অন্ধকার যুগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই প্রবণতার কোনও পরিবর্তন না হলে বাংলাদেশের নারীরা আফগানিস্তানের নারীদের মতোই বিশ্বের কাছে উদাহরণ হবে।

(লেখক বাংলাদেশের সাহিত্যিক)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৩৮

পাশাপাশি : ১। বোকা, স্থূলবুদ্ধি ৩। ঢোলজাতীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ৫। রসিক বা রঙ্গপ্রিয় বন্ধু বা সঙ্গী, আড্ডার সঙ্গী ৬। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ ৭। মহামারি ৯।অভিজাত ব্যক্তির সঙ্গে দণ্ডধারী ভৃত্য, চোবদার, রাজদণ্ডধারী ১২। নির্দয়, নির্মম, গুরুতর, কড়া ১৩। অত্যন্ত শক্তিশালী, অতিশয় বলবান।

উপর-নীচ : ১। আচার-আচরণ, চালচলন, আকার-ইঙ্গিত ২। বেদিয়া-এর রূপভেদ ৩। উৎসব, ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত উৎসব ৪। মাছ ধরার লোহার কাঁটাবিশেষ ৫। বাণী, সরস্বতী, পৃথিবী, বুধের পত্নী ৭। মরণশীল, অনিত্য, নশ্বর ৮। মধুর শব্দ ৯। আদা ১০। বৎসর, বারোমাস, সন ১১। দৈত্য, অসুর, দনুজ।

সমাধান ■ ৪১৩৭

পাশাপাশি : ১। বন্দনা ৪। নালিক ৫। ধাম ৭। কানন ৮। কথান্তর ৯। ধড়িবাজ ১১। একক ১৩। মল্ল ১৪। দাম্ভিক ১৫। দায়িক।

উপর-নীচ : ১। বর্তিকা ২। নানান ৩। তুকতাক ৬। মন্দার ৯। ধড়াম ১০। জন্মদাতা ১১। একদা ১২। কণ্টক।

বিন্দুবিসর্গ

খুলল জম্মু, শ্রীনগর সহ ৩২ বিমানবন্দর

নয়াদিল্লি, ১২ মে : সংঘর্ষবিরতিতে সহমত হওয়ার পর ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে দেশ। ইতিমধ্যে সীমান্তের স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে দোকানপাট খুলে গিয়েছিল। এবার যুদ্ধের আবহে বন্ধ হওয়া উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ৩২টি বিমানবন্দরও খুলে দেওয়া হল। শ্রীনগর, অবন্তীপোরা এবং জম্মু বিমানবন্দরও খুলে গিয়েছে। সোমবার এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়েছে।

৯ মে থেকে বিমান পরিষেবায় সাময়িক নিষেধাজ্ঞা চালু হয়। তা জারি ছিল ১৫ মে পর্যন্ত। এই সময়ে যাত্রীবাহী বিমান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ ছিল। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের এক মুখপাত্র জানান, 'যাত্রী ও কর্মীদের নিরাপত্তাই আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার। নিয়ম মেনেই আবার পরিষেবা শুরু করা হচ্ছে।' ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স জানিয়েছে, তারা ধাপে ধাপে বন্ধ থাকা রুটগুলিতে ফের বিমান পরিষেবা চালু করবে। বাতিল টিকিটের টাকা ২২ মে পর্যন্ত ফেরত পাওয়া যাবে বলেও তারা জানিয়েছে।

ফের খুলে যাওয়া বিমানবন্দরের তালিকায় রয়েছে হরিয়ানার আম্বালা, উত্তরপ্রদেশের হিন্ডন ও সারসাওয়া, গুজরাটের নালিয়া, মুন্দ্রা, জামনগর, হিরাসর, পোরবন্দর, কেশোদ, কান্ডলা ও ভূজ, রাজস্থানের উত্তারলাই, কিষনগড়, জয়সলমের, যোধপুর ও বিকানের, পঞ্জাবের অমৃতসর, চণ্ডীগড়, লুধিয়ানা, পাতিয়ালা, ভাটিন্ডা, আদমপুর, হলওয়ারা ও পাঠানকোট, হিমাচলপ্রদেশের ভুনতার, সিমলা ও কাংড়া-গগল এবং জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগর, অবন্তীপোরা, জম্মু, থোইসে ও লে।

ভুয়ো পিএমও কর্মকর্তা ধৃত

তিরুবনন্তপুরম, ১২ মে : অপারেশন সিঁদুর সাময়িকভাবে স্থগিত হলেও ভারত-পাক উত্তেজনা অব্যাহত। এই আবহে কেরলের কোঝিকোড়ের এক ব্যক্তি নিজেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তা হিসেবে পরিচয় দিয়ে আইএনএস বিক্রান্তের অবস্থান জানতে চেয়েছিল বলে অভিযোগ। কোচিতে নৌবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে তথ্য চেয়েছিল সে। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের নাম মুজিব রহমান। সে ইলাথুরের বাসিন্দা। ভারতীয় নৌবাহিনীর অভিযোগের ভিত্তিতে অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের অধীনে তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। কেন আইএনএস বিক্রান্তের অবস্থান সম্পর্কে সে তথ্য জানতে চেয়েছিল, সেই সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

দুর্ঘটনায় মৃত চার শিশু সহ ১৩

রায়পুর, ১২ মে : ট্রাক-ট্রেলারের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ১৩ জন। মৃতদের মধ্যে ৯ জন মহিলা ও চার শিশু। ঘটনাটি ছত্তিশগড়ের রায়পুরে। রবিবার গভীর রাতে একটি অনুষ্ঠান থেকে যাত্রীরা বাড়ি ফেরার পথেই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে। গুরুতর আহত ১২ জন স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বেপরোয়া গাড়ি চালানোর কারণেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন। রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী অরুণ সাও তদন্তের আশ্বাস এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

খুনি মা-প্রেমিক

গুয়াহাটি, ১২ মে : ১০ বছরের ছেলেকে খুনের অভিযোগ উঠল মা ও তাঁর প্রেমিকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি অসমের গুয়াহাটির। রবিবার ঝোপের মধ্যে রক্তমাখা সুটকেসের ভিতর থেকে শিশুটির টুকরো টুকরো দেহ উদ্ধার হয়। খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মা দীপালি রাজবংশী এবং প্রেমিক জ্যোতিময় হালোইকে। জেরায় খুনের কথা স্বীকার করেছে অভিযুক্ত।

শহিদ বিএসএফ কনস্টেবল দীপক চিঙ্গাখামের শেষকৃত্যে কফিন নিয়ে চলেছেন সতীর্থ জওয়ানরা। সোমবার জম্মুতে।

জঙ্গিকে পরিবারের সদস্য বলল পাক সেনা

সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে উলটো সুর পাকিস্তানের

ইসলামাবাদ, ১২ মে : পহলগামে নিরীহ পর্যটক খুনে জড়িত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লস্কর-ই-তৈবা। তাদের এক জঙ্গির শেষকৃত্যে যোগ দেওয়া 'ভিভিআইপি'দের সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে আরও এক জঙ্গি। হাফিজ আবদুর রউফ নামে ওই জঙ্গি আমেরিকার সন্ত্রাসবাদী তালিকায় রয়েছে। তার আশপাশে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানি সেনা, পুলিশ ও রাজনৈতিক নেতারা। সেই ছবি প্রকাশ করে পাক সেনা। সরকারের সঙ্গে জঙ্গিযোগের দাবিকে পোক্ত করেছে ভারতীয় সেনা ও বিদেশমন্ত্রক।

সোমবার অভিযোগ খারিজ করতে পাক সেনার তরফে যে বিবৃতি জারি করা হয়েছে, তাতে তাদের সন্ত্রাস-যোগই যেন নতুন মাত্রা পেয়েছে। পাকিস্তান সেনার জনসংযোগ শাখার মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধরী জানান, ছবিতে যাকে (রউফ) দেখা গিয়েছে, সে একজন 'পরিবারের সদস্য' এবং 'ধর্মপ্রচারক'। তার জাতীয় পরিচয়পত্রের ছবি দেখিয়ে লেফটেন্যান্ট চৌধরী বলেন, 'লস্কর জঙ্গির শেষকৃত্য হচ্ছে দাবি করে একটি ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে পাক সেনা আধিকারিকদের দেখা গিয়েছে। ওই শেষকৃত্য আসলে একজন সাধারণ মানুষের ছিল। তার পরিবারের সদস্যকে সেনা আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা গিয়েছে। ওই ব্যক্তি একজন ধর্মপ্রচারক।'

ভারত অবশ্য আগেই পাকিস্তানের দাবি খারিজ করে দিয়েছে। বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি জানান, ভারতের হামলায় বিধ্বস্ত লস্করের সদর দপ্তর মুরিদকেতে আয়োজিত ওই অন্ত্যেষ্টিতে হাজির ছিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফাইয়াজ হোসেন শাহ (কোর কমান্ডার, চতুর্থ কোর, লাহোর), মেজর জেনারেল রাও ইমরান সাতরাজ ও ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ ফুরকান সাব্বির। পুলিশের পক্ষ থেকে ছিলেন উসমান আনোয়ার (আইজিপি পাক পঞ্জাব)। এছাড়া পাক পঞ্জাবের প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য মালিক সোহাইব আহমেদ বার্থকেও ছবিতে দেখা গিয়েছে। তাঁদের সঙ্গে একফ্রেমে রয়েছে লস্কর-ই-তৈবার জঙ্গি হাফিজ আবদুর রউফ।

জঙ্গিযোগের কথা অস্বীকার করার পাশাপাশি ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষবিরতি নিয়েও বেসুরো পাক সেনা। এর আগে ভারতীয় সেনার তরফে জানানো হয়েছিল, শনিবার দুপুর ৩টে বেজে ৩৫ মিনিট নাগাদ পাকিস্তানের ডিজিএমও ভারতীয় বাহিনীর ডিজিএমওকে হটলাইনে ফোন করে সংঘর্ষবিরতির অনুরোধ করেন। পাকিস্তানি সেনার মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধরী অবশ্য তা মানতে রাজি হননি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আপনারা লিখে নিন, পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতির অনুরোধ করেনি।' তবে পরমাণু শক্তিধর দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে যে যুদ্ধের জিগির কাম্য নয়, সেকথাও স্বীকার করে নেন তিনি। ওই সেনা মুখপাত্রের দাবি, সংঘাতের পরিস্থিতিতে তাঁরা আগাগোড়া দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছেন। ভারতের আক্রমণ প্রতিরোধ করে পালটা জবাব দিয়েছে পাক সেনা।

তথ্য হাতাতে নয়া কৌশল পাকিস্তান গুপ্তচরদের

নয়াদিল্লি, ১২ মে : পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করতে 'অপারেশন সিঁদুর' চালাচ্ছে ভারতীয় সেনা। সংঘাতের আবহে ওই অভিযান নিয়ে তথ্য হাতাতে ভারতীয় সেনার পরিচয় দিয়ে এদেশের সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষকে ফোন করছে পাকিস্তানি গুপ্তচররা। সব নাগরিককে সতর্ক থাকার বার্তা দিয়ে সোমবার এ কথা জানিয়েছে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। এই ধরনের ফোন এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে তারা।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে এদেশের সাধারণ মানুষ, সাংবাদিকদের ফোনটি করা হচ্ছে। সেই নম্বর হল, ৭৩৪০৯২১৭০২। মোবাইলের ফোন নম্বর শনাক্তকরণকারী অ্যাপে নম্বরটিকে 'ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট' বলে দেখানো হচ্ছে। এই নিয়েই সতর্ক করেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক।

পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষবিরতি করলেও অপারেশন সিঁদুর জারি রয়েছে বলে জানিয়েছেন বায়ু সেনা প্রধান। এবার তারা সতর্ক করে জানাল, এই অভিযান নিয়ে তথ্য চাইলে দেওয়া উচিত নয়। কারণ, পাকিস্তানি গুপ্তচরেরা ভারতীয় সেনা সেজে এই বিষয়ে তথ্য হাতানোর চেষ্টা করছে।

ইসরোর ১০ উপগ্রহ

ইম্ফল, ১২ মে : ভারতের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ১০টি উপগ্রহ একটানা ২৪ ঘণ্টা কাজ করছে বলে জানালেন ইসরো চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন।

রবিবার মণিপুরের ইম্ফলে কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে নারায়ণন বলেন, 'ভারত আজ মহাকাশেও শক্তিধর হয়ে উঠেছে। ২০৪০ সালের মধ্যে আমাদের দেশের নিজস্ব মহাকাশ স্টেশন তৈরি হয়ে যাবে।' তিনি জানান, এখনও পর্যন্ত ভারতের মাধ্যমে ৩৪টি দেশের ৪৩৩টি উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ১০টি উপগ্রহ দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৌশলগত উদ্দেশ্যে সর্বক্ষণ কাজ করছে।

ইসরো প্রধান বলেন, 'আমাদের পড়শিদের কথা আপনারা সকলেই জানেন। দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে কৃত্রিম উপগ্রহগুলির সাহায্য নিতেই হবে।' তাঁর কথায়, 'আমাদের দেশের ৭ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল ও উত্তরের সীমান্ত নজরে রাখতে উপগ্রহ ও ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া কোনও উপায় নেই।'

তাঁর মতে, দেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কৃত্রিম উপগ্রহ এবং ড্রোন প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সংঘর্ষ বিরতি বাণিজ্য বন্ধের হুমকির ফল!

ভারত-পাক নিয়ে ট্রাম্পের দাবিতে চাঞ্চল্য

ওয়াশিংটন, ১২ মে : দিনকয়েকের হামলা-পালটা হামলার পর সাময়িক সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে ভারত ও পাকিস্তান। শনিবার বিষয়টি প্রথম জনসমক্ষে এনেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২৪ ঘণ্টা যেতে না যেতে দক্ষিণ এশিয়ার দুই পরমাণু শক্তিধর প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সংঘাত বন্ধের জন্য খোলাখুলি কৃতিত্ব দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন, তাঁর চাপেই মিলেছে সাফল্য।

সোমবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, ভারত, পাকিস্তান দুই দেশকেই তিনি বুঝিয়েছিলেন যে যুদ্ধ চালিয়ে গেলে কারও সঙ্গে বাণিজ্য করবে না আমেরিকা। আর্থিক ক্ষতির কথা মাথায় রেখেই নাকি ভারত ও পাকিস্তানের শীর্ষনেতারা ট্রাম্পের প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। ট্রাম্পের বক্তব্য, 'আমি বলেছিলাম, আমেরিকা আপনাদের সঙ্গে বড় অঙ্কের বাণিজ্য করতে চায়। এজন্য চলতি সংঘর্ষে রাশ টানা জরুরি। যদি আপনারা এটা (সংঘর্ষ) বন্ধ করেন তবেই আমাদের পক্ষে বাণিজ্য করা সম্ভব। সংঘাত বন্ধ না হলে সেটা কখনোই সম্ভব হবে না। এরপর হঠাৎই ওঁরা সংঘাত বন্ধ করতে রাজি হয়ে গেলেন।

> আমি বলেছিলাম, আমেরিকা আপনাদের সঙ্গে বড় অঙ্কের বাণিজ্য করতে চায়। এজন্য চলতি সংঘর্ষে রাশ টানা জরুরি। যদি আপনারা এটা (সংঘর্ষ) বন্ধ না করেন তবেই আমাদের পক্ষে বাণিজ্য করা সম্ভব। সংঘাত বন্ধ না হলে সেটা কখনোই সম্ভব হবে না। এরপর হঠাৎই ওঁরা সংঘাত বন্ধ করতে রাজি হয়ে গেলেন।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

ট্রাম্পের দাবি, তিনি বাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক লেনদেনকে যেভাবে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন তা অতীতে কোনও রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। যদিও এদিন পর্যন্ত দিল্লি বা ইসলামাবাদ কোনও তরফে মার্কিন প্রেসিডেন্টের মন্তব্য নিয়ে বিবৃতি জারি করা হয়নি। বরং অপারেশন সিঁদুর যে একটি চলমান প্রক্রিয়া, ভারতের তরফে সেই বার্তা দেওয়া হয়েছে। তবে ট্রাম্পের মন্তব্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কূটনৈতিক মহলে। ভারত-পাক সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর ঘটনাক্রম থেকে দূরত্ব বজায় রাখার কথা জানিয়েছিল ট্রাম্প সরকার। পরবর্তীকালে সেই অবস্থান থেকে পুরোপুরি সরে এসেছেন খোদ ট্রাম্প। ইতিমধ্যে কাশ্মীর ইস্যুতে মধ্যস্থতার প্রস্তাবও দিয়েছেন তিনি। যদিও আমেরিকার বিদেশসচিব মার্কো রুবিওর গলায় ভিন্ন সুর শোনা গিয়েছে। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে কাশ্মীর জট কাটানো সম্ভব বলে জানিয়েছেন তিনি।

চিথিরাই উৎসবে ভিড় সাধারণ মানুষের। সোমবার মাদুরাইয়ে।

পাকিস্তানে ৭১ বার হামলা বালোচদের

ইসলামাবাদ, ১২ মে : অপারেশন সিঁদুরে রক্ষা নেই, বালোচরা দোসর।

অপারেশন সিঁদুরের ঘায়ে তছনছ পাকিস্তান। সেই সুযোগে 'স্বাধীনতার যুদ্ধ'কে আরও তীব্র করল বালোচ বিদ্রোহীরা। পাকিস্তানের বালোচিস্তানে এক বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে বালোচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ)। তাদের দাবি, তারা ৫১টিরও বেশি জায়গায় মোট ৭১টি হামলা চালিয়েছে পাকিস্তানের সেনাঘাঁটি ও গোয়েন্দা সংস্থার দপ্তরের ওপর।

বিএলএ বিবৃতিতে বলেছে, 'বালোচ প্রতিরোধ কোনও বিদেশি শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে না। আমরা এই অঞ্চলের ভবিষ্যতের একটি নির্ধারক শক্তি।' তারা আরও দাবি করেছে, 'দক্ষিণ এশিয়ায় একটি নতুন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা এখন অনিবার্য হয়ে উঠেছে।'

বিএলএর অভিযোগ, পাকিস্তান একদিকে শান্তির কথা বললেও অন্যদিকে সন্ত্রাসকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিচ্ছে। ভারত সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে তারা বলেছে, 'পাকিস্তানের শান্তি, অস্ত্রবিরতি বা ভ্রাতৃত্বের বার্তা সবই প্রতারণা এবং সাময়িক কৌশল।' বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'এই রাষ্ট্রের হাতে রক্ত লেগে আছে, তাদের প্রতিটি প্রতিশ্রুতিই সেই রক্তে

ভিজে রয়েছে।' বিএলএ মুখপাত্র জিয়ান্দ বালোচ জানিয়েছেন, এই হামলাগুলি এমন সময়ে চালানো হয়েছে যখন ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা বাড়ছিল। বালোচিস্তানের সেনা ঘাঁটি, গোয়েন্দা দপ্তর ও খনিজ পরিবহণযান ছিল হামলার প্রধান লক্ষ্য। তাঁর কথায়, 'শুধু ধ্বংস নয়, আমাদের লক্ষ্য ছিল ভবিষ্যতের সংঘবদ্ধ যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে সামরিক সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যাচাই করা।'

সংঘাতে ছেদ পড়তেই চাঙ্গা শেয়ার বাজার

মুম্বই, ১২ মে : ভারত ও পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণায় সোমবার ভারতের শেয়ার বাজারে নজিরবিহীন উত্থান দেখা গেল। দিনভর লেনদেন শেষে বিএসই সেনসেক্স প্রায় ২,৯৭৫ পয়েন্ট বেড়ে পৌঁছোল ৮২,৪৩০-এ, যা ৩.৭৪ শতাংশ বৃদ্ধির সূচক। অন্যদিকে এনএসই নিফটি ৯১৭ পয়েন্ট বেড়ে ২৪,৯২৫-এ পৌঁছোয়, যাতে বৃদ্ধির হার ৩.৮১ শতাংশ।

এদিনের এই বিশাল উত্থানের পিছনে মূলত দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতির ঘোষণা হওয়ায় সীমান্তে উত্তেজনা কমেছে। দ্বিতীয়ত, আমেরিকা ও চিনের মধ্যে ৯০ দিনের জন্য আংশিক শুল্ক হ্রাসের চুক্তি বিশ্ব বাণিজ্যে স্বস্তি এনে দিয়েছে। এদিন বাজারের মোট মূলধন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩২.৪৭ লক্ষ কোটি টাকা। শুক্রবারের শেষে অঙ্কটি ছিল ৪১৬.৪০ লক্ষ কোটি। অর্থাৎ বিনিয়োগকারীরা একদিনেই প্রায় ১৬ লক্ষ কোটি টাকা সম্পদের মালিক হয়েছেন। এদিকে সংঘর্ষবিরতির জেরে পাকিস্তানের করাচি স্টক এক্সচেঞ্জ চাঙ্গা হয়েছে।

আওয়ামী লিগের কাজকর্মে নিষেধাজ্ঞা

ঢাকা, ১২ মে : আওয়ামী লিগের যাবতীয় কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে নির্দেশিকা জারি করেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। সোমবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সিনিয়ার সচিব নাসিমুল গনির স্বাক্ষরিত নির্দেশিকায় আওয়ামী লিগের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করার পিছনে গত ১৬ বছরে দলটির নানা নেতিবাচক কাজকর্ম এবং জুলাই-অগাস্টের গণহত্যায় তাদের ভূমিকার প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, 'সরকার মনে করে সন্ত্রাসবিরোধী অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা-১৮(১) অনুযায়ী আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালে বাংলাদেশ আওয়ামী লিগ এবং তার সব অঙ্গসংগঠন, সহযোগী সংগঠন ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের যাবতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা দরকার।' সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলির সব ধরনের প্রচার, মিছিল, সভা-সমাবেশ সহ যাবতীয় কর্মসূচি নিষিদ্ধ করার কথা ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাতে আওয়ামী লিগকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে আন্দোলন করেছিল এনসিপি, ছাত্রশিবির সহ বেশ কয়েকটি সংগঠন। প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের সামনে টানা অবস্থান ও শাহবাগে বিক্ষোভের পর শনিবার রাতে জরুরি বৈঠকে বসে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সেখানে আওয়ামী লিগের কার্যক্রম নিষিদ্ধের বিষয়ে নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা জানায় উপদেষ্টা পরিষদ। সোমবার সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই এই নির্দেশিকা জারি করল সরকার।

কণাটকে রহস্যমৃত্যু 'পদ্ম' বিজ্ঞানীর

বেঙ্গালুরু, ১২ মে : রহস্যময় পরিস্থিতিতে মৃত্যু হল ভারতের বিশিষ্ট কৃষি গবেষক তথা 'ব্লু রেভলিউশন'-এর অন্যতম পথিকৃৎ বিজ্ঞানী সুব্বন্ন আয়াপ্পনের। কয়েকদিন আগে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত এই বিজ্ঞানী আচমকাই নিখোঁজ হয়ে যান। শনিবার তাঁর মরদেহ উদ্ধার হয় কাবেরী নদী থেকে। কর্ণাটকের শ্রীরঙ্গপট্টনার সাই আশ্রমের কাছে নদীতে একটি দেহ ভাসতে দেখা গেলে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পরে সেটি আয়াপ্পনের দেহ বলে শনাক্ত করে পরিবার।

মাইসুরুর বাসিন্দা আয়াপ্পন ৭ মে থেকে নিখোঁজ ছিলেন। তাঁর স্কুটারটিও নদীর ধারে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে, যা মৃত্যুরহস্যকে আরও ঘনীভূত করেছে। শ্রীরঙ্গপট্টনা থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে এবং পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ভারতের মৎস্য চাষ ও সামুদ্রিক সম্পদ উৎপাদনে বিপ্লব ঘটানোর নায়ক হিসাবে মনে করা হয় বিজ্ঞানী আয়াপ্পনকে। তিনি মাছচাষের উন্নত পদ্ধতির প্রবর্তন করে ভারতের

উপকূল ও স্থলভাগ—দুই অঞ্চলেই কৃষিজীবীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটিয়েছিলেন। পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছিলেন দেশকে। এই অবদানের জন্য ২০২২ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত করে।

জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি জাতীয় পরীক্ষাগার স্বীকৃতি বোর্ডের (এনএবিএল) চেয়ারম্যান এবং ইম্ফলের সেন্ট্রাল এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্ত্রী ও দুই কন্যা বর্তমান মৃত বিজ্ঞানীর।

কূটনীতিই প্রথম পছন্দ : নারাভানে

পুনে, ১২ মে : যুদ্ধের চেয়ে কূটনীতিকেই বেশি পছন্দ করেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ নারাভানে। তিনি জানিয়েছেন, আদেশ পেলে তিনি অবশ্যই যুদ্ধে যাবেন। তাঁর প্রথম পছন্দ হল কূটনীতি।

পুনেতে এক অনুষ্ঠানে ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতি নিয়ে প্রাক্তন সেনাপ্রধানকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। নারাভানে বলেছেন,'যুদ্ধের মধ্যে কোনও রোমান্স নেই। যুদ্ধ বলিউডের সিনেমা নয়। সীমান্ত অঞ্চলে যাঁরা থাকেন তাঁরা বোঝেন যুদ্ধের ভয়াবহতা। তাঁদের কাছে যুদ্ধ একটা আতঙ্ক।

> যুদ্ধের মধ্যে কোনও রোমান্স নেই। যুদ্ধ বলিউডের সিনেমা নয়। সীমান্ত অঞ্চলে যাঁরা থাকেন তাঁরা বোঝেন যুদ্ধের ভয়াবহতা। তাঁদের কাছে যুদ্ধ একটা আতঙ্ক।
>
> **মনোজ নারাভানে**

যুদ্ধ বাধলে রাতের আকাশে গোলা দেখলেই সন্ত্রস্ত মানুষ আশ্রয়ের খোঁজে ছোটে। ছুটতে হয় ছোটদেরও।' তাঁর কথায়, যুদ্ধের বলি যাঁরা হয়েছেন তাঁদের স্বজনদের কথা ভাবুন। সারা জীবন তাঁদের মানসিক আঘাত বয়ে বেড়াতে হয়। যুদ্ধের ভয়াবহ দৃশ্য তাঁরা ভুলতে পারেন না। ২০ বছর পরেও সেইসব দিনের কথা মনে এলে তাঁরা ভীত হয়ে পড়েন। ঘাম বইতে থাকে। বহু ক্ষেত্রে মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

প্রাক্তন সেনাপ্রধান জানিয়েছেন, বহু ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বর্তমানে যে পরিস্থিতি চলছে তা কেন পুরোপুরি যুদ্ধের দিকে গড়াল না? এর উত্তরে নরভনে বলেছেন, 'একজন সামরিক ব্যক্তি হিসেবে যুদ্ধে যেতে বললে আমি অবশ্যই যাব। কিন্তু প্রথম পছন্দ হবে না।'

প্রাক্তন সেনাপ্রধানের বক্তব্য, 'জাতীয় নিরাপত্তার ব্যাপারে দেশের সব নাগরিক সমান অংশীদার। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে মতপার্থক্য মেটানোকে যেমন প্রাধান্য দিতে হবে, তেমনই নিজেদের মধ্যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ দূর করারও চেষ্টা করা উচিত।'

বাণিজ্য যুদ্ধে রাশ টানতে রাজি আমেরিকা-চিন

জেনেভা, ১২ মে : ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত সংঘর্ষ বন্ধ হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধে রাশ টানল আমেরিকা ও চিন। সম্প্রতি সুইৎজারল্যান্ডের জেনেভায় আলোচনায় বসেছিলেন দু'দেশের প্রতিনিধিরা। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে, উভয়পক্ষ একে অন্যের দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যে শুল্কের পরিমাণ ১১৫ শতাংশ কমাবে। আপাতত ৯০ দিনের জন্য সিদ্ধান্তটি কার্যকর থাকবে। বর্তমানে আমেরিকায় চিনা পণ্যের ওপর শুল্কের পরিমাণ ১৪৫ শতাংশ। চিনে আমেরিকা থেকে আমদানি করা পণ্যে ১২৫ শতাংশ হারে শুল্ক আদায় করা হচ্ছে। নতুন চুক্তির ফলে তা যথাক্রমে ৩০ শতাংশ এবং ১০ শতাংশে নেমে আসবে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর আমেরিকা-চিন আর্থিক সম্পর্কে বড়সড়ো ফাটল ধরেছে। চিনা পণ্যের ওপর ধাপে ধাপে শুল্ক বাড়ানোর পথে হেঁটেছে ট্রাম্প সরকার। আমেরিকার পণ্যে পালটা শুল্ক আরোপ করেছে চিনও। পর্যবেক্ষকদের মতে, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষবিরতির জন্য কৃতিত্ব দাবি করেছেন ট্রাম্প। চিনের সঙ্গে শুল্ক সমঝোতাকেও সাফল্য বলে প্রচার করবেন তিনি। সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে রবিবার ট্রাম্প লিখেছেন, 'সুইৎজারল্যান্ডে চিনের সঙ্গে আলোচনা ইতিবাচক ফল দিয়েছে।

১১৫ শতাংশ শুল্ক কমাচ্ছে দু'পক্ষ

দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে নানা ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। আমরা বেশ কয়েকটি বিষয়ে একমত হতে পেরেছি।'

অর্থনীতিবিদদের একাংশের বক্তব্য, আমেরিকা ও চিন যেভাবে শুল্ক কমাতে রাজি হয়েছে, তা চমকপ্রদ। কিন্তু এখনও আমেরিকায় চিনা পণ্যের ওপর শুল্কের পরিমাণ যথেষ্ট চড়া।

এই হার বজায় থাকলে অদূর ভবিষ্যতে সেখানে চিনা পণ্যের চাহিদা কমতে পারে। যার গভীর প্রভাব পড়বে সেদেশের উৎপাদন শিল্পে। সেক্ষেত্রে আমেরিকায় বাজার ধরার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে ভারত, ব্রাজিলের মতো দেশ।

ইব্রাহিমের পাশে দাঁড়ালেন প্রিয়াংকা

মাথাটা উঁচুতে তুলে রেখো। পা'টা মাটিতে শক্ত করে গেঁথে রেখো। কে কী বলল, কানে দিও না। নিজের পথে এগিয়ে যাও। এভাবেই দেখবে, একদিন তুমি ঠিক তোমার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে গেছো। ঠিক এই কথাটাই লিখেছিলেন প্রিয়াংকা চোপড়া। কাকে জানেন? এ বার্তা তিনি পাঠিয়েছিলেন ইব্রাহিম আলি খানকে। হ্যাঁ, সইফ আলি খানের ছেলে ইব্রাহিম। তাঁর প্রথম ছবি 'নাদানিয়া'র মুক্তি প্রসঙ্গে এক আলোচনায় এতদিন পর এই কথাটা জানালেন ইব্রাহিম। তিনি বলছেন যে, প্রিয়াংকার এই বাতটা তাঁকে পথ দেখিয়েছে। নিজের কাজটা কীভাবে করতে হয়, সেটা শিখিয়ে দিয়েছে। এই বাতাটা তাঁর প্রেরণা।

প্রিয়াংকা জানিয়েছেন যে, ইব্রাহিম আর খুশি কাপুরের 'নাদানিয়া' তিনি দেখবেন। ইব্রাহিমের 'ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল' বলে মনে করেন প্রিয়াংকা। সে কথাটাও ইব্রাহিমকে আরো সাহস জুগিয়েছে। একদিকে তাঁর বাবা সইফ আলি খান, অন্যদিকে প্রিয়াংকা। দুদিকে এই দুজন মানুষ তাঁকে ধরে রেখেছেন বলে জানিয়েছেন ইব্রাহিম। তাঁর বাবার বার্তা হল, 'কোনও কম্প্রোমাইজ নয়', প্রিয়াংকা চোপড়ার বার্তা হল, 'কোনও দুশ্চিন্তা নয়'। আপাতত এই দুই বার্তাকে সম্বল করেই এর পরের ছবিতে হাত দেবেন ইব্রাহিম আলি খান।

কিং অনিল

কিং নিয়ে বেশ চর্চা হচ্ছে। শাহরুখ খানকে দেখা যাবে এই অ্যাকশন ছবিতে, সঙ্গে আবার তাঁর কন্যা সুহানা খান, ভিলেন চরিত্রে অভিষেক বচ্চন। এর ওপর যোগ হয়েছে নতুন খবর। জানা গিয়েছে, অনিল কাপুর ছবিতে বিশেষ ভূমিকায় থাকবেন। তিনি হচ্ছেন শাহরুখ খানের মেন্টর বা পরামর্শদাতা। সূত্রের খবর, শাহরুখ এখানে একজন হত্যাকারী বা খুনি, তারই পথপ্রদর্শক হচ্ছেন অনিল। অনেক অভিনেতার নাম আলোচনায় উঠে এসেছিল, কিন্তু নির্মাতার অনিলকেই বেছেছেন। অনিলও এই বড় বাজেটের ছবিতে শাহরুখের সঙ্গে কাজ করার আনন্দে মশগুল। ছবিটি চলতি বছরের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে মুক্তি পেতে পারে। ১০০ দিন টানা শুটিং হবে। আগামী ২০ মে মুম্বাইয়ে প্রথম শিডিয়্যুলের শুটিং হবে। এরপরের শুটিং ইউরোপে। এখনকার দর্শকদের চাহিদা অনুযায়ী গল্প ও চিত্রনাট্য লেখা হয়েছে। শাহরুখকে দেখা যাবে ভীষণই রুক্ষ চরিত্রে, এভাবে তাঁকে আগে দেখা যায়নি। তাঁর চরিত্রের রুক্ষতাকে মাথায় রেখে অ্যাকশন কোরিয়োগ্রাফি হয়েছে। পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দের অন্য ছবির কাজের জন্য এবং ভারত-পাকিস্তানের মধ্যের যুদ্ধের জন্য কিং-এর শুটিং ১৬ মে থেকে পিছিয়েছে। জানা গিয়েছে, ববি দেওল ও রানি মুখোপাধ্যায় অভিনীত বিচ্ছু ছবির আদলে তৈরি হচ্ছে কিং। ববির চরিত্রেই আসছেন শাহরুখ, রানির চরিত্রে সুহানা। তবে এই নিয়ে নির্মাতারা কোনও কথা বলেননি।

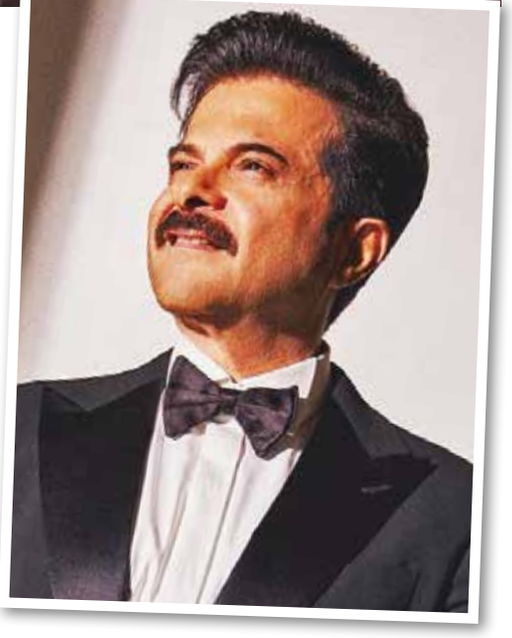

মাওরার সঙ্গে কাজ না করার কারণ

সনম তেরি কসম ছবিতে হর্ষবর্ধন রাণে আর পাকিস্তানের মাওরা হোসেন অভিনয় করেন। সম্প্রতি ছবি দ্বিতীয়বার মুক্তি পেয়ে ভালো ব্যবসাও করে। ইতিমধ্যে পহলগামের সন্ত্রাসবাদী হামলা এবং তার উত্তরে ভারতের সে দেশের সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে মাওরা ভারতের আক্রমণকে কাপুরুষোচিত বলে নিন্দা করেন। ফলে হর্ষবর্ধন, মাওরা-র সঙ্গে কাজ করবেন না বলে জানান। এর উত্তরে মাওরা একে পাবলিক রিলেশন বলে দাবি করেন। হর্ষ এখন জানিয়েছেন কেন তিনি মাওরার সঙ্গে কাজ করবেন না। তিনি বলেন, 'আমি একজন অভিনেতা, তাই সেই ছবি থেকে সরে যেতে পারি যেখানে আমার সহ অভিনেতা আমার দেশের নেওয়া পদক্ষেপকে কাপুরুষোচিত বলে আখ্যা দেন। তিনি জানিয়েছেন দেশের প্রতিরক্ষা বিভাগের ওপর তাঁর আস্থা আছে। দেশকে সমর্থন করার জন্য তাঁর পক্ষে যা করা সম্ভব, তিনি করবেন। এই ধরনের মন্তব্যের কোনও উত্তর তিনি দিতে চান না। দেশের প্রতিরক্ষা বিভাগ তাদের কাজ মর্যাদা নিয়েই করছে। তিনি তাঁর কাজ করবেন।

কেন বিয়ে করেননি সলমন?

সলমন খানের বিয়ে নিয়ে বলিউডে চর্চার শেষ নেই। সংবাদমাধ্যমের মহিলা প্রতিনিধিরাও কখনও কখনও নিজেরাই বিয়ে করতে চেয়েছেন মিয়াঁকে। বহু মহিলা তাঁকে বিয়ে করতে চান। তাঁর এনজিও বিয়িং হিউম্যান সমাজের নানা কাজে এগিয়ে আসে। অনেকে তাঁর কাছ থেকে মেয়ের বিয়ের জন্য ২ লাখ টাকা চান, তবে তিনি এসব অনুরোধকে গুরুত্ব দেন না। তিনি বলেছেন, 'আমার বাবার বিয়েতে খরচ হয় ১৮০ টাকা। সুরজ বরজাতিয়া বিয়েকে ব্যয়বহুল করে দিয়েছেন ম্যায়নে পেয়ার কিয়া, হাম সাথ সাথ হ্যায়, হাম আপকে হ্যায় কৌন-এর মতো ছবি করে। আপনারা বিয়েতে লাখ লাখ, কখনও কোটি টাকাও খরচ করেন। কিন্তু আমি এত খরচ করতে পারব না। তাই তো এখনও বিয়ে করিনি।'

মজা করেই তিনি এ কথা বলেছেন বোঝাই যায়। সলমনের জীবনে অনেক সম্পর্ক হয়েছে, কিন্তু কোনওটাই টিকে থাকেনি। তাই এখনও শুধু অভিনয়েই তিনি মন দিয়েছেন। সলমনকে শেষবার দেখা গিয়েছিল সিকান্দার ছবিতে।

মুক্তির আগেই ওয়ার টু-র ঝুলিতে ১২০ কোটি?

হৃত্বিক রোশন ও জুনিয়ার এনটি আর অভিনীত ওয়ার টু এখন থেকেই প্রত্যাশার পারদ চড়াচ্ছে। এখনও ছবির শুটিং চলছে। তার মধ্যেই খবর, ছবির তেলুগু ভার্সন থেকে প্রায় ১২০ কোটি টাকা নির্মাতাদের ঝুলিতে আসবে। ছবির দুই তারকা বলিউড-টলিউড অনুরাগীদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা তৈরি করেছে। এনটি আর তেলুগু ইন্ডাস্ট্রিতে ভীষণ জনপ্রিয়। তার জেরেই ছবির তেলুগু স্বত্ব বিক্রি হতে পারে ৮৫ থেকে ১২০ কোটি টাকায়, প্রাথমিক দাম সেরকমই উঠেছে। পরিবেশন স্বত্ব কেনার জন্য সেই ইন্ডাস্ট্রির নাগা ভামসি ও সুনীল নারাঙ্গের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। বড় বাজেটের ছবি এই দুই সংস্থাই সাধারণত কেনে। ১৪ অগাস্ট ২০২৬-এ ওয়ার টু মুক্তি পাবে। এই ছবি ছাড়া হৃত্বিক করছেন কৃশ ৪, ছবির অভিনয় ও পরিচালনার দায়িত্বও তিনি সামলাচ্ছেন।

একনজরে সেরা

কেন বলিউড

রাজনৈতিক বিষয়ে বলিউডের ব্যক্তিত্বরা মুখ খোলেন না কেন? এর উত্তরে জাভেদ আখতার বলেছেন, ওঁরা ভাবেন, কিছু বললেই ওঁদের আয়কর সংক্রান্ত ফাইল খোলা হবে। ইডি বা সিবিআই তদন্ত শুরু করবে ওঁদের বিরুদ্ধে। তাই চুপ করে থাকেন তাঁরা। মনে রাখা উচিত, ওঁদেরও সাধারণ মানুষের মতোই দেখা হয়।

আইনি পদক্ষেপ

রাজকুমার রাও, ওয়ামিকা গাব্বি অভিনীত ভুল চুক মাফ-এর নির্মাতা ম্যাডক ফিল্মসের বিরুদ্ধে ৬০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ চেয়ে আদালতে গিয়েছে পিভিআর কর্তৃপক্ষ। ম্যাডক শেষ মুহূর্তে ছবি ওটিটিতে মুক্তির কথা ভেবেছে, এদিকে ছবির পোস্টার, ব্যানার, প্রচার ইত্যাদির জন্য অনেক খরচ হয়েছে, অগ্রিমি বুকিংও শুরু হয়েছিল। আদালতের রায় ১২ মে।

রেইড ৩ হবে

পরিচালক রাজকুমার গুপ্তা জানিয়েছেন, রেইড ৩ হতে পারে। এই ফ্র্যাঞ্চাইজির দুই ভিলেন যথাক্রমে সৌরভ শুক্লা ও রীতেশ দেশমুখ জেলে যাবার সময় হাত মিলিয়েছেন, এ দৃশ্য দিয়ে শেষ হয়েছে রেইড ২। রাজকুমার বলেছেন, দুজন এক জেলে, এটা মজা করেই লিখেছিলাম, কিন্তু পরে ভেবেছি, এখান থেকে অন্য গল্প শুরু হতে পারে।

প্রতীক বললেন

বিয়েতে বাবা রাজ বব্বর ও তাঁর পরিবারকে নিমন্ত্রণ না করা নিয়ে প্রতীক স্মিতা পাতিল বলছেন, আমি দুঃখিত। কিন্তু আমার মা আর বাবার সম্পর্কে কিছু জটিলতা ছিল, সেগুলো আবার ফিরুক, চাইনি। মায়ের প্রিয় এই বাড়িতে অনৈতিক কিছু করতে চাইনি। মায়ের ইচ্ছাকে সম্মান দিতে চেয়েছি। বাবাকে নিয়ে অন্য অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা করেছিলাম।

মাওরা বাদ

ইউটিউব আর স্পটিফাইয়ের মতো প্ল্যাটফর্ম সনম তেরি কসম-এর অ্যালবামের কভার থেকে ছবির নায়িকা পাকিস্তানের মাওরা হোসেনের ছবি বাদ দিয়েছে, শুধু নায়ক হর্ষবর্ধন রাণের ছবিই দেখা যাচ্ছে। সব প্ল্যাটফর্মে রইস ছবির নায়িকা মাহিরা খানও জলিমা গান থেকে বাদ পড়েছেন, দেখা যাচ্ছে শুধু শাহরুখ খানকে।

টালিগঞ্জে আবার ঝামেলা, শুটিংয়ে বাধা

এবার ফেডারেশনের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ালেন পরিচালক রাজা চন্দ। মানে সরাসরি ঝামেলা নয়, কিন্তু তলে তলে জল ভালোই ঘোলা হয়েছে। তাঁর শুটিংয়ে এলেন না কোনও টেকনিশিয়ান। ১২ মে রাজা চন্দর পরিচালনায় 'জি ফাইভ'-এর জন্য ওয়েব সিরিজের শুটিং শুরু হওয়ার কথা থাকলেও, সেখানে বাধা এসেছে বলে খবর। সেট তৈরি হয়ে গেলেও, ১২ তারিখ টেকনিশিয়ানরা শুটিংয়ে আসতে পারেননি কিছু জটিলতার কারণে। চর্চা হল, ফেডারেশনের বিরুদ্ধে একটা বার্তায় সই করেছিলেন রাজা। তবে তিনি নাকি ফেডারেশনের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন ১১ মে থেকে। এই বিষয়ে পরিচালকের থেকে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, এখনই কথা বলতে পারছেন না।

বিরাটের বিদায়ে বিরাট মন খারাপ

বিরাট কোহলি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিতেই টালিগঞ্জের বেশ মনখারাপ। খবর ছড়াতেই একের পর এক বিদায়ী বার্তা আসতে লাগল। টালিগঞ্জে বিরাট কোহলির অনুরাগীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। তাঁদের দলের মধ্যে থেকে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন বিরাটের অবসরের জন্য আপশোশ করতে শুরু করেছেন। এই যেমন মধুমিতা সরকারকে বিরাটের বিরাট ফ্যান বলা যেতে পারে। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'বিরাটকে ক্রিকেটের একজন ট্রেন্ড সেটার বলতে পারি। ওঁর খেলার স্টাইল থেকে শুরু করে সবকিছুই আমার ভীষণ প্রিয়। তবে শুধু আমি নয়, আমার মনে হয়, ৮-৮০ দেশের সমস্ত অনুরাগীই টেস্ট ক্রিকেটে বিরাটকে মিস করবেন।'

আবার খরাজ মুখোপাধ্যায় মনের কথা বলছেন, 'উনি তো শুধু আর নেহাতই একজন ক্রিকেটার নন, বিরাট একজন হিরো। একটা বিষয় ভালো লাগছে, একজন ক্রিকেটার সৎ ভাবে, সঠিক সময়ে সরে গেলেন। অনেকেই এমন আছেন, যাঁদের ক্ষমতা নেই, দেশের নাম ডোবাব, তবু গদি ধরে বসে থাকেন। বিরাট সেটা করলেন না, এটা কিন্তু প্রশংসনীয়।' ভাস্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিদেশের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়ে বলেন, 'কিছুদিন আগে লন্ডন গিয়েছিলাম, ওখানেও দেখলাম বিরাটকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, কয়েকজন বলাবলি করছিলেন, আজ ওই মলে বিরাটকে দেখলাম, মাস্ক পরে ঘুরছে। তাই শুধু এদেশে নয়, ওঁর গোটা বিশ্বজুড়ে সমস্ত অনুরাগীরাই এই খবরে হতাশ হবেন।' অনন্যা চট্টোপাধ্যায়ও বিরাটের বিরাট অনুরাগী। বিরাটের সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি বলেন, 'আমি বিরাটের এমন সিদ্ধান্তে সাধুবাদই জানাচ্ছি। তবে ফ্যান হিসাবে ওঁর খেলা তো মিস করবই। বিরাটের স্ট্রোক দেখতে খুব ভালো লাগত।'

ছোট্ট তারা

আয়ুষী দেবনাথ উত্তর মাঝেরডাবরির বাসিন্দা। জংশন রেলস্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী আয়ুষী। ছবি আঁকতে ও নাচ করতে ভালোবাসে সে। পুরস্কারও রয়েছে এই খুদের ঝুলিতে।

কবিগুরু স্মরণ।। রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে খুদেদের নৃত্য। সোমবার আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

মিষ্টিতেই লুকিয়ে বিপদ

মহকুমা শাসকের অভিযানেও হাল ফেরেনি

প্রায় পাঁচ মাস আগে কামাখ্যাগুড়ির মিষ্টির দোকানগুলিতে আচমকা অভিযান চালিয়েছিলেন মহকুমা শাসক। সেসময় কারখানা থেকে শুরু করে মূল দোকানের একাধিক বিষয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। এমনকি দোকানের মালিকদের রীতিমতো হুঁশিয়ারিও দেন। কিন্তু তারপরেও পরিস্থিতি এতটুকু বদলায়নি বলেই খবর। খোঁজ নিলেন পিকাই দেবনাথ।

কামাখ্যাগুড়ি, ১২ মে : রসমালাইয়ের গামলা দিব্যি খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেই গামলার আশপাশে ভনভনিয়ে উড়ছে মাছি। গামলাভর্তি রসমালাই দেখে লোভ লাগার কথা কিন্তু সেই মিষ্টি খেতে গিয়ে আপনার ভয় লাগবে। পেটখারাপ হবে না তো? দৃশ্যটা কামাখ্যাগুড়ি বাজারের ভেতরে এক মিষ্টির দোকানের।

এরকম অবস্থা কেন? কেন স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিচ্ছেন না দোকানের কর্মী বা মালিক? প্রশ্ন ছুড়ে দিতেই শুরু হয়ে গেল হইচই। মিষ্টির দোকানের মালিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধির সামনে দোকানের কর্মীদের ডেকে বিষয়টি নিয়ে সচেতন হতে বললেন। এরপর ওই মালিক নিমাই পালের সাফাই, 'আমরা নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখেই দোকান চালাই। প্রতিদিনের তৈরি মিষ্টি সেদিনই বিক্রি করি। কিন্তু এদিন দোকানের কর্মীরা ক্রেতাদের মিষ্টি দেওয়ার পর মিষ্টিগুলো ঢেকে

রাখতে ভুলে গিয়েছে। তবে এধরনের ঘটনা আমি কখনও বরদাস্ত করি না।' তাঁরা সবসময় দোকানের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে ব্যবসা করেন বলে জোরদার দাবি করলেন।

নিমাই না হয় দাবিও করলেন, আশ্বাসও দিলেন। কিন্তু বাকিরা? কামাখ্যাগুড়ির পুলিশ ফাঁড়ির উলটোদিকে আরেকটি মিষ্টির দোকানে গিয়ে দেখা গেল, সেখানেও উড়ে বেড়াচ্ছে মাছি। দোকানে পুরির সঙ্গে যে সবজি দেওয়া হয়, তাঁর পাত্র খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। খোলা অবস্থায় রয়েছে দোকানের বিভিন্ন মিষ্টিও। মিষ্টি তৈরির যে রস সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে বেশ কয়েকদিনের পুরোনো। সংকীর্ণ জায়গায় দোকানের মাঝখানেই তৈরি করা হয়েছে ডাস্টবিন সেখানেও

মাছি উড়ে বেড়াচ্ছে। এবিষয়ে ওই দোকানের মালিক সুবীর দত্তকে প্রশ্ন করা হলে তাঁর গলায় ঝড়ে পড়ল বিরক্তি। তিনি বললেন, 'রাস্তাঘাটে যখন খোলামেলাভাবে খিচুড়ি বিতরণ হয়, সেই খিচুড়ি তো সাধারণ মানুষ খান। তখন তো স্বাস্থ্যের প্রশ্ন কেউই তোলে না। আমি যতক্ষণ দোকানে থাকি এভাবেই মিষ্টি রাখি।' এরপর তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হয় মাছি পড়ে গেলে কী করেন? তিনি নির্দ্বিধায় জানান, 'সেই মাছি ফেলে দেওয়া হয়'।

কামাখ্যাগুড়ির বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া একটি প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন ভান্ডারের বিরুদ্ধে এর আগেও অস্বাস্থ্যকরভাবে খাবার বিক্রির অভিযোগ উঠেছিল। মাস ছয়েক আগে মহকুমা শাসক যখন এখানে অভিযানে এসেছিলেন, ওই দোকানদারের মিষ্টি তৈরির কারখানা পরিদর্শন করে রীতিমতো শাসিয়ে গিয়েছিলেন। শহরের বাসিন্দারাই বলছেন, এতকিছুর পরেও হাল ফেরেনি। সেই দোকানের বিরুদ্ধে এখনও গ্রাহকরা খারাপ মিষ্টি এবং দই বিক্রির অভিযোগ এনেছেন।

মহকুমা শাসকের অভিযানের পর অবস্থা শুধরেছিল কয়েকদিনের জন্য। আবার যে কে সেই। আবার কি অভিযান হবে? এবিষয়ে মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'মিষ্টি ব্যবসায়ীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে দোকান চালানো উচিত। দোকানে কখনও অনেকদিনের পুরোনো খারাপ মিষ্টি বিক্রি করা উচিত নয়। আমাদের অভিযান যে কোনও সময় হতে পারে। সেসময় বাজারের কোনও দোকানে কোনওরকম ত্রুটিবিচ্যুতি পাওয়া গেলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।'

অমিত সাহার মন্তব্য, 'টাকা দিয়ে যদি খারাপ কিছু কিনতে হয় তা রীতিমতো উদ্বেগের। কারণ এধরনের খারাপ মিষ্টান্ন থেকে রোগব্যাধি ছড়ানোর আশঙ্কা থেকেই যায়।'

অসুখের আশঙ্কা মানছেন চিকিৎসকরাও। কুমারগ্রামের বিএমওএইচ সৌম্য গায়েন বলেন, 'মিষ্টির দোকানগুলোতে অনেকদিনের পুরোনো মিষ্টি বিক্রি করা হলে তা থেকে রোগব্যাধি ছড়াতে পারে। বিশেষ করে ডায়েরিয়া হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যাবে। এবিষয়ে কোনও লিখিত অভিযোগ এলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

এসবের মধ্যে অবশ্য বেশকিছু আশাব্যঞ্জক ঘটনাও রয়েছে। যেমন কয়েকজন মিষ্টির ব্যবসায়ী মহকুমা শাসকের অভিযানের পর নিজেদের দোকানের সংস্কার করেছেন। এখন তাঁরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে দোকান চালাচ্ছেন বলে দাবি করেছেন। এখন প্রশ্ন একটাই, বাকিদের হুঁশ ফিরবে কবে?

অপরিষ্কার

মিষ্টির গামলা খোলা

সেই গামলার ওপর মাছি উড়ছে

দোকানের মধ্যেই ডাস্টবিন

তাতে উপচে পড়ছে ময়লা

পুরির সঙ্গে খাওয়ার তরকারির পাত্রও খোলা

চিকিৎসক বলছেন

মিষ্টির দোকানগুলোতে অনেকদিনের পুরোনো মিষ্টি বিক্রি করা হলে তা থেকে রোগব্যাধি ছড়াতে পারে। বিশেষ করে ডায়ারিয়া হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যাবে। এবিষয়ে কোনও লিখিত অভিযোগ এলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

- **সৌম্য গায়েন**, *বিএমওএইচ*

প্রশাসন বলছে

আমাদের অভিযান যে কোনও সময় হতে পারে। সেসময় বাজারের কোনও দোকানে কোনওরকম ত্রুটিবিচ্যুতি পাওয়া গেলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।

- **দেবব্রত রায়**, *মহকুমা শাসক*

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

(সোমবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	৩
ও পজিটিভ	-	১৫
এবি পজিটিভ	-	২
এ নেগেটিভ	-	১
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	৫
এবি নেগেটিভ	-	০

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	১
এবি পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	১
বি নেগেটিভ	-	১
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

প্রকাশের হস্তক্ষেপে কাটল অধ্যক্ষ-জট

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১২ মে : ঠিক এক সপ্তাহ সময় লাগল শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজ নিয়ে জট কাটতে। গত মঙ্গলবার কামাখ্যাগুড়ির ওই কলেজের পরিচালন সমিতির সদস্যরা বৈঠকে বসেছিলেন। সেই বৈঠকেই কলেজের অধ্যক্ষ শ্যামলচন্দ্র সরকারকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। আর সোমবার পরিচালন সমিতি সিদ্ধান্ত নিল, আবার কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগ দিতে পারবেন শ্যামল। এদিন পরিচালন সমিতি ও অধ্যক্ষ, যুযুধান দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা করিয়ে দিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক। আলিপুরদুয়ার জেলার শিক্ষাক্ষেত্রে সরাসরি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের উদাহরণ হয়ে থাকল শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের এই ঘটনা।

> কলেজের অধ্যক্ষ ও পরিচালন সমিতির প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা করেছি। শ্যামলকে পুনরায় এই কলেজের অধ্যক্ষ পদে চাকরির জন্য আবেদনের কথা বলেছি। পরিচালন সমিতিকেও বিষয়টি মিটিয়ে নিতে বলেছি।
>
> -**প্রকাশ চিকবড়াইক**, *জেলা সভাপতি, তৃণমূল কংগ্রেস*

সোমবার এই নিয়ে জরুরি বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের অপসারিত অধ্যক্ষ, কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি শুক্লা ঘোষ, সেই সমিতির সরকার মনোনীত প্রতিনিধি বিপ্লব নার্জিনারি, ওয়েবকুপার জেলা সভাপতি দোলন সরকার প্রমুখ। প্রকাশ বলেন, 'কলেজের অধ্যক্ষ ও পরিচালন সমিতির প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা করেছি। শ্যামলকে পুনরায় এই কলেজের অধ্যক্ষ পদে চাকরির জন্য আবেদনের কথা বলেছি। পরিচালন সমিতিকেও বিষয়টি মিটিয়ে নিতে বলেছি। উভয়পক্ষ বিষয়টি মেনে নিয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।'

সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে অধ্যক্ষের পুনর্বহালের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে ঠিকই, তবে তাঁকে স্থায়ীপদে এখনই নিয়োগ করা হচ্ছে না। তিনি সেই প্রবেশন পিরিয়ডেই থাকছেন। এবার তাঁর মেয়াদ দশ মাস পর্যন্ত বাড়ানোর কথা হয়েছে।

এদিন বৈঠকের পর বিপ্লবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি অধ্যক্ষকে পুনর্বহাল নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। কেবল বলেন, 'রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইকের উপস্থিতিতে এবিষয়ে কথা হয়েছে। আমরা কেউ দলের বাইরে নই। দল যা বলবে, তাই হবে।' পরিচালন সমিতির সভাপতি শুক্লাও একই সুরে বলেন, 'দলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।'

অপসারিত অধ্যক্ষ শ্যামল বলেন, 'আমাকে অপসারণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছিলাম। পরিচালন সমিতি জানিয়েছে, তারা সদর্থক সিদ্ধান্ত নেবে। গত এক সপ্তাহে যাঁরা আমার পাশে থেকেছেন, তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।'

শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের অধ্যক্ষকে অপসারণ করার পর যে প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছিল, তাতে অল বেঙ্গল প্রিন্সিপাল কাউন্সিলের সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁরা পরিচালন সমিতির সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। পরবর্তীতে অধ্যক্ষের পাশে দাঁড়িয়ে শিক্ষামন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছিলেন। এদিন বৈঠকের পর সেই সংগঠনের সদস্য পঙ্কজকুমার দেবনাথ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বলেন, 'শ্যামলকে অপসারণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে তাঁকে পুনর্বহাল করলে তার থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না। যাঁদের উদ্যোগে এটা সম্ভব হচ্ছে তাঁদের সকলেরই সাধুবাদ প্রাপ্য।'

শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজ। -ফাইল চিত্র

কৃতী পড়ুয়াদের পাশে পুলিশ

আলিপুরদুয়ার, ১২ মে : জেলার কৃতী পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়াল পুলিশ। এবছর উচ্চমাধ্যমিকে মেধাতালিকায় জেলার যারা জায়গা করে নিয়েছে, তাদের মধ্যে একজন পুলিশ আধিকারিকের কন্যাও রয়েছে। সোমবার পুলিশের তরফে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সেকথা তুলে ধরেন পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী। সেইসঙ্গে কৃতীদের সংবর্ধনা জানিয়ে পুলিশের তরফে পাশে থাকার বার্তা দেওয়া হয়। আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার বলেন, 'এই সাফল্য শুধু ছাত্রছাত্রীদের নয়, এটা গোটা জেলার গর্ব। আমরা তাঁদের দীর্ঘ যাত্রার প্রথম সফল মাইলস্টোন পার হওয়া উপলক্ষ্যে অভিনন্দন জানাই।'

বুদ্ধপূর্ণিমা

জয়গাঁ, ১২ মে : জয়গাঁ ও সংলগ্ন দলসিংপাড়া এলাকায় শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হল বুদ্ধপূর্ণিমা। এদিন সকালে জয়গাঁ শহরের একটি বৌদ্ধ মঠ থেকে এক শোভাযাত্রা বের হয়। তা শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রায় এলাকার প্রচুর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষ মাথায় ত্রিপিটক নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' বলতে বলতে শোভাযাত্রা এদিন দলসিংপাড়ার বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে।

রক্তদান

কামাখ্যাগুড়ি, ১২ মে : মায়ের মৃত্যুবার্ষিকীতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করলেন দুই ছেলে তাপস মুখোপাধ্যায় ও তন্ময় মুখোপাধ্যায়। সোমবার কামাখ্যাগুড়িতে তাঁদের বাসভবনেই স্বর্গীয় দীপালি মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ওই শিবির আয়োজিত হয়। এদিন মোট ৫৫ জন রক্তদান করেন। সহযোগিতায় ছিল কামাখ্যাগুড়ি ভলান্টারি অর্গানাইজেশন। অন্যদিকে, কামাখ্যাগুড়ি আনন্দমার্গ স্কুলে আয়োজিত একটি রক্তদান শিবিরে মোট ১৫ জন রক্তদান করেছেন।

নার্সদের অবদানে কৃতজ্ঞতা

নিউজ ব্যুরো

১২ মে : সোমবার আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নার্সিং ট্রেনিং স্কুলে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালন করা হয়। সেখানে একই সঙ্গে রবীন্দ্রজয়ন্তীও পালন করা হয়। এদিন নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রীরা নার্স দিবসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শামিল হন। নাচ, গান, আবৃত্তির মতো বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয় সেখানে।

এদিন ফালাকাটায় পারঙ্গেরপার শিশুকল্যাণ হাইস্কুলের ছাত্রীরা নার্সদের হাতে গোলাপ দিয়ে সম্মান জানাল। স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়ে ছাত্রীরা ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল এবং স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে যায়। সেখানে তারা নার্সদের হাতে গোলাপ তুলে দেয়। অপরদিকে ফালাকাটায় স্থানীয় একটি নার্সিংহোমের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালন করা হয়েছে। সোমবার এর জন্য সেখানে ছোটখাটো একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে এবারের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের মেধা তালিকায় স্থানাধিকারী ফালাকাটার ৩ কৃতী পড়ুয়াকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সেইসঙ্গে নার্সদেরও সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সহ রোগীর আত্মীয়রাও উপস্থিত ছিলেন।

সেইসঙ্গে কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালেও দিনটি উদযাপন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালে কর্তব্যরত নার্সরা। এছাড়াও ছিলেন কুমারগ্রামের বিএমওএইচ সৌম্য গায়েন সহ অন্য চিকিৎসক।

স্কুলে সৌন্দর্যায়নের উদ্যোগ

আলিপুরদুয়ার, ১২ মে : গ্রীষ্মকালীন ছুটির মধ্যেই আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলে শুরু হচ্ছে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ। সোমবার স্কুল পরিদর্শন করতে এসেছিলেন আলিপুরদুয়ার শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ও স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি দীপ্ত চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানান, স্কুলের প্রাঙ্গণে নতুন করে শেড তৈরি হবে। সেইসঙ্গে সৌন্দর্যায়নের জন্য লাগানো হবে গাছ। পাশাপাশি পুরোনো ভবনের যেসব জায়গায় মেরামতির প্রয়োজন রয়েছে, সেসব মেরামতির কাজও শুরু হবে। দীপ্ত বলেন, 'বর্ষাকালে শেড না থাকায় পড়ুয়াদের খুব অসুবিধা হয়। তাই ছুটির মধ্যেই এই কাজগুলো শেষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।'

স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি সপ্তাহ থেকেই কাজ শুরু হবে। অভিভাবক মহল ও স্থানীয় বাসিন্দারা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে পড়ুয়াদের যেসব সমস্যা ছিল, এই উন্নয়নের মাধ্যমে তা কিছুটা হলেও কমবে বলে মনে করা হচ্ছে।

নির্দেশক বোর্ড লাগানো হচ্ছে। ফালাকাটায়। -সংবাদচিত্র

ফালাকাটায় বসছে ট্রাফিক বুথ, বোর্ড

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১২ মে : ফালাকাটা শহরে ট্রাফিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে উদ্যোগী হল ট্রাফিক পুলিশ। রবিবার থেকে শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে ট্রাফিক সিগন্যাল চিহ্নিতকরণ বোর্ড লাগানো শুরু হয়েছে। পাশাপাশি শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে বসানো হচ্ছে ট্রাফিক বুথ। সেখান থেকে নির্দিষ্ট এলাকার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

পুলিশ সূত্রে খবর, শহরের বিভিন্ন জায়গায় ট্রাফিক নিয়ম বোঝানোর জন্য বোর্ড লাগানো হচ্ছে। এসপি ও আইসি'র নির্দেশেই গোটা শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হচ্ছে। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'শহরের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে ৩টি মোড়ে স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক সিগন্যাল আছে। আমরা দেখছি, শহরের লোকজন সেই নিয়ম মেনেই যাতয়াত করছেন। মোড়ে মোড়ে সিসিটিভিও রয়েছে। ট্রাফিক পুলিশও থাকছে।' তাঁর আরও সংযোজন, পুলিশ নিয়মিত শহরের বাসিন্দাদের নিয়ম মেনে চলতে সচেতন করছে।

ফালাকাটা থানার পুলিশ জানিয়েছেন, শহরের ট্রাফিক মোড় এবং ধূপগুড়ি মোড় ও মিল রোডে স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা আছে। চালকদের সুবিধার জন্য ট্রাফিক পুলিশও দিকনির্দেশ দেয়। এছাড়াও শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে ট্রাফিক বুথ বসানো হয়েছে। সেখান থেকেও ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। তবে অনেকেই ট্রাফিক বোর্ড না দেখে অসাবধানতায় যানবাহন নিয়ে শহরে প্রবেশ করেন। এছাড়াও কোনটি গলি, কোনটি এক লেনের রাস্তা, কোথায় গাড়ি পার্কিং করা যাবে না সে বিষয়েও কোনও নির্দেশ ছিল না। এবার অবশ্য নিয়ম চিহ্নিতকরণ বোর্ড লাগানোয় এই সমস্যা মিটবে বলেই তাঁদের মত।

শহরের প্রবীণ নাগরিক দিলীপ দেব বলেন, 'ট্রাফিক সিগন্যাল চিহ্নিতকরণ বোর্ড লাগানোয় চালকরা নিয়ম মেনে চলবে বলেই আশা করছি। যারা নিয়ম মানবে না তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করলেই শহরের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ঠিক থাকবে।' শহরের বাসিন্দাদের কথায়, শহরের যানবাহন নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিক পুলিশ ভালো কাজ করছে। গতি নিয়ন্ত্রক বোর্ডও লাগাচ্ছে। তবে তাঁদের দাবি, বেপরোয়া টোটো এবং বাইকারদের বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযান করলে ভালো হয়। পুলিশের এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন শহরের বাসিন্দারা।

ফুটপাথ সংস্কারে সমস্যায় স্থানীয়রা

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১২ মে : রবিবার রাতে বৃষ্টি হয়েছে। সেই বৃষ্টিতেই জল জমে গিয়েছে আলিপুরদুয়ার জংশনের লোকোশেড মোড় এলাকায়, পেভার্স ব্লকের রাস্তার ওপর। আর তাতেই দুশ্চিন্তায় স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। এখন তো ক্যালেন্ডারে গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্মকালের বৃষ্টিতেই যদি এভাবে জল জমে যায়, তাহলে সামনেই তো বর্ষা। তখন ভারী বৃষ্টি হলে কীভাবে ব্যবসা করবেন? এই প্রশ্নই তাঁদের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে।

এলাকার ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, আগে এই এলাকায় কখনও জল জমত না। তবে রাস্তা সংস্কার করার পর বৃষ্টি হলেই জল জমছে। এই সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে হবে বলে তাঁদের দাবি।

ফল ব্যবসায়ীরা জানালেন, ৩ মাস আগে পূর্ত দপ্তর থেকে রাস্তার পাশের ফুটপাথ পেভার্স ব্লক দিয়ে ঠিক করা হয়েছিল। তারপর থেকেই এই সমস্যা হচ্ছে। পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার প্রদীপ হালদার বলেন, 'কী কারণে জল জমছে, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

ব্যবসায়ীরা তো সমস্যায় পড়ছেনই, সেইসঙ্গে সমস্যায় পড়েছেন পথচারীরা। তাঁরা ওই ফুটপাথ দিয়ে চলাচল করেন। তাঁদেরও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

কয়েক মাস আগে আলিপুরদুয়ার জংশনের অনেক জায়গার মতো এখানেও পেভার্স ব্লক বসানো হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এই পেভার্স ব্লক জল জমত না। জল বেরোনোর পথ বসানোর আগে এইভাবে কখনোই ছিল। কিন্তু পেভার্স ব্লক বসানোর পর সেগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে বৃষ্টি হলেই লোকোশেড মোড়, ডিআরএম চৌপথি সংলগ্ন এলাকা সহ একাধিক জায়গায় জল জমছে। সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন পথচলতি সাধারণ মানুষ সহ দোকানদাররা। এলাকার বাসিন্দা দীপক ঘোষ বলেন, 'খুবই অসুবিধা হচ্ছে। এর আগে এত হয়রানি হয়নি।'

জলমগ্ন আলিপুরদুয়ার জংশনের লোকোশেড মোড়। -সংবাদচিত্র

লোকোশেড মোড়ে গিয়ে দেখা গেল জমা জল বের হওয়ার মতো কোনও জায়গা নেই। বরং নর্দমার জলও রাস্তার ওপরে উপচে পড়ছে। এতে খুবই বিড়ম্বনায় পড়ছেন ব্যবসায়ীরা। পাশাপাশি ওই এলাকায় অটোস্ট্যান্ডও আছে। ফলে অসুবিধায় পড়ছেন চালক থেকে যাত্রীরা। চালকদের দাবি, সমস্যার দ্রুত সমাধান করা দরকার।

আমার বাসায় তোমার কী।। কাঠঠোকরার আস্তানায় সাপের হানা। দমনপুরে সোমবার। - অর্পণা গুহ রায়

বিহারে ধৃত খালিস্তানি সন্ত্রাসবাদী

নেপাল হয়ে ভারতে ঢোকে মোস্ট ওয়ান্টেড কাশ্মীর সিং

শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার

কিশনগঞ্জ, ১২ মে : চার চিনা নাগরিকের পর এবার নেপাল সীমান্ত দিয়ে বিহারের মোতিহারীতে ঢুকে গ্রেপ্তার হল মোস্ট ওয়ান্টেড খালিস্তানি সন্ত্রাসবাদী কাশ্মীর সিং। রবিবার রাতে নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা থেকে এনআইএ এবং জেলা পুলিশের যৌথ অভিযানে কাশ্মীর সিং গালওয়াদী ওরফে বলবীর সিং গ্রেপ্তার হয়। কাশ্মীরের মাথার দাম ১০ লাখ টাকা ঘোষণা করেছিল এনআইএ।

ধৃতের সঙ্গে পাক-যোগ রয়েছে বলে নিশ্চিত তদন্তকারীরা। গত সপ্তাহেই বিহারের মোতিহারী থেকে ডেন বিজেন, লি উনাঘাই, হি কিউ হেনসেন ও হুবগাং লিভিং নামে চার চিনা নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের সঙ্গেও পাক-যোগ মিলেছিল। গোয়েন্দারা মনে করছেন, নেপাল-বিহার সীমান্তকে করিডর করেছে সন্ত্রাসবাদী ও ভারত বিরোধীরা।

সূত্রের খবর, কাশ্মীর সিং পঞ্জাবের লুধিয়ানার বাসিন্দা সর্দার হরি সিংয়ের ছেলে। সে শুধু খালিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদেরই নয়, অন্য সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকেও নানাভাবে সাহায্য করত। সন্ত্রাসবাদীদের লজিস্টিক সাপোর্ট, টেরর ফান্ডিং ও আশ্রয় দিত। ২০১৬ সালে পঞ্জাবের নাভা জেল ব্রেকিং মামলার অন্যতম অভিযুক্ত কাশ্মীর সিং এতদিন গা-ঢাকা দিয়েছিল। নেপালে থেকেই সে ভারতবিরোধী কাজকর্ম চালাত। নেপালের মাটি ব্যবহার করে সে বিকেআই (বব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনাল)ও রিন্দা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের নেটওয়ার্ক সঞ্চালনা করত। ধৃত নেপাল থেকে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীকে গোলাবারুদ, আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক সামগ্রী পাঠাত। এছাড়া হাওয়ালা মারফত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে টাকাও পাঠাত।

পুলিশ সূত্রে খবর, নাভা জেল ভেঙে তার সঙ্গে বেশ কিছু সন্ত্রাসবাদী পালিয়ে গিয়েছিল। খালিস্তানি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের বিরুদ্ধে দায়ের মামলায় (আর সি ৩৭/২০২২/এন আই এ/ডি এল আই) তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এনআইএ ২০২৩-এর জুলাই মাসে কাশ্মীর সিং ও তার সঙ্গে পলাতকদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে। তারপরই এনআইএ'র বিশেষ আদালত ধৃতের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল। এই খালিস্তানি সন্ত্রাসবাদী নেপাল থেকে বিহারের মোতিহারীতে ঢুকেছিল। তবে সেই খবর পৌঁছে যায় এনআইএ'র কাছে। রবিবার রাতে এনআইএ ও জেলা পুলিশের হাতে অবশেষে কাশ্মীর সিং ধরা পড়ে যায়। তদন্তকারীদের অনুমান, সে কোনও বড় প্ল্যান কষছিল।

সেজন্যই নেপাল থেকে ভারতে ঢুকেছিল। সূত্রের খবর, রবিবার রাতেই বিশেষ বিমানে ধৃতকে নিয়ে দিল্লি উড়ে গিয়েছে এনআইএ। যদিও মোতিহারী পুলিশ এবিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে।

গত বুধবার রাতে ধৃত ৪ চিনা নাগরিককে বিহারের মোতিহারী থানার পুলিশের হেপাজতে তুলে দিয়েছিল এসএসবি। তদন্তকারীদের অনুমান, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ওই চার চিনা নাগরিক নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে ছিল। কিন্তু তারা কেন হঠাৎ ভারতে অনুপ্রবেশ করল, তা ভাবাচ্ছে তদন্তকারী দলকে।

পুলিশের জালে সন্ত্রাসবাদী কাশ্মীর সিং।

ঘটনাক্রম

- রবিবার রাতে নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন মোতিহারী থেকে গ্রেপ্তার কাশ্মীর সিং
- কাশ্মীরের মাথার দাম ১০ লাখ টাকা ঘোষণা করেছিল এনআইএ
- সন্ত্রাসবাদীদের লজিস্টিক সাপোর্ট, টেরর ফান্ডিং ও আশ্রয় দিত
- ২০১৬ সালে পঞ্জাবের নাভা জেল ব্রেকিং মামলার অন্যতম অভিযুক্ত
- নেপালে থেকেই সে ভারতবিরোধী কাজকর্ম চালাত

পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় অচল হওয়ার শঙ্কা

রেজিস্ট্রার ও ফিন্যান্স অফিসারের মেয়াদও শেষের পথে

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১২ মে : জানুয়ারি থেকেই উপাচার্য নেই পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই সময়ে অ্যাকাডেমিক এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম নিয়ে সমস্যা ক্রমেই বাড়ছে। এরই মধ্যে জুলাইয়ে একই দিনে মেয়াদ শেষ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ও ফিন্যান্স অফিসারেরও। এর আগে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের ডিনদের কার্যকালের মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজকর্মের পাশাপাশি গবেষণা এমনকি কর্মচারীদের বেতন নিয়েও সমস্যায় পড়তে হতে পারে বলে মনে করছেন অধ্যাপক থেকে শুরু করে শিক্ষাকর্মীরা। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে চলবে বিশ্ববিদ্যালয়? তা নিয়ে চিন্তা বাড়ছে। অধ্যাপক, শিক্ষকদের একাংশ বলছেন, শীঘ্রই উপাচার্য নিয়োগ না হলে বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত অচল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত কিছু না জানালেও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আব্দুল কাদের সাফেলি বলেন, 'আগামী ৩১ জুলাই আমার এবং ফিন্যান্স অফিসারের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। এই বিষয়টি উচ্চশিক্ষা দপ্তরে জানে।' একই কথা জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অফিসার তাপসকুমার মান্নাও। তিনি বলেন, 'জুলাইতে যে আমার মেয়াদ শেষ হচ্ছে তা উচ্চশিক্ষা দপ্তর জানে।'

অধ্যাপকদের একাংশ জানিয়েছেন, জুলাইয়ের মধ্যে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য আসেন কিংবা বর্তমান রেজিস্ট্রারের মেয়াদ বাড়ানো নিয়ে যদি কোনও নির্দেশিকা আসে, তাহলেই রক্ষা। নয়তো রেজিস্ট্রার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে অবসর নিতে বলে আব্দুল কাদের সাফেলিকে। আর বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে পড়বে রেজিস্ট্রারহীন। অর্থাৎ একেবারেই অভিভাবকহীন হয়ে পড়বে বিশ্ববিদ্যালয়। জেলার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত পড়ুয়ারাও। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উত্তম ঘোষের কথায়, 'এমনিতেই উপাচার্য না থাকায় সমস্যা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে রেজিস্ট্রার না থাকলে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী সকলকেই সমস্যায় পড়তে হবে।'

স্থায়ী উপাচার্য না থাকায় প্রায় বছরখানেক ধরে প্রশাসনিক কাজকর্ম নিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে কর্তৃপক্ষকে। এবার রেজিস্ট্রারের মেয়াদ ফুরালে সমস্যা আরও মারাত্মকভাবে বেড়ে যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে। এমনটাই আশঙ্কা শিক্ষা মহলের। এই পরিস্থিতির বিষয়ে কিছুদিন আগেই উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন ওয়েবকুপার রাজ্য কমিটির অ্যাসোসিয়েট সেক্রেটারি পিয়াল বসু রায়। তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক স্বার্থে যত তাড়াতাড়ি উপাচার্য আসেন, ততই মঙ্গল। এরপর রেজিস্ট্রার এবং ফিন্যান্সের মেয়াদ শেষ হলে এবিষয়ে চিন্তা আরও বাড়বে।'

এই পরিস্থিতিতে উদ্বেগে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সমিতির সভাপতি রুয়েল রানা আহমেদও। তিনি বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যহীন থাকায় আমাদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই পদক্ষেপ না করলে পড়ুয়া থেকে শুরু করে আমাদেরও সমস্যায় পড়তে হবে।'

> দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যহীন থাকায় আমাদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই পদক্ষেপ না করলে পড়ুয়া থেকে শুরু করে আমাদেরও সমস্যায় পড়তে হবে।
>
> **রুয়েল রানা আহমেদ**
> কর্মচারী সমিতির সভাপতি

পাওয়ার লিফটিংয়ে স্বর্ণপদক কোচবিহারে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১২ মে : অদম্য জেদ ও সংকল্প থাকলে বয়স বা অভাব কোনওটাই যে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না তারই প্রমাণ দিলেন কোচবিহারের দুই পাওয়ার লিফটার। কোচবিহার শহরের ৭২ বছরের ভবেশ রায় ও হরিপুরের বাসিন্দা মায়া রায় বিশ্ব পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক পেয়েছেন। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই কোচবিহারে খুশির হাওয়া। থাইল্যান্ড থেকে এদিন ভবেশ বলেন, 'আমরা দুজনই থাইল্যান্ডে বিশ্ব পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক জিতেছি। এতে আমরা খুবই খুশি।'

ইন্টারন্যাশনাল বডি বিল্ডিং অ্যান্ড ফিটনেস ফেডারেশনের উপস্থাপনায় গত ১০ মে থেকে থাইল্যান্ডে শুরু হয়েছে বিশ্ব পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ। ১৩ মে পর্যন্ত তা চলবে। তাতে বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীরা অংশ নিয়েছেন। কোচবিহার থেকে সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন ভবেশ ও মায়া। ভবেশ একজন প্রতিযোগীর পাশাপাশি মায়ার কোচও। সেই প্রতিযোগিতায় জুনিয়ার বিশ্ব মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপের ৫২ কেজি বিভাগে মায়া স্বর্ণপদক জিতেছেন। অপরদিকে বয়স্কদের ৭৫ কেজি মাস্টার্স ফোর বিভাগে অংশ নিয়ে ভবেশ সফল হয়েছেন।

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে বিক্ষোভ

আলিপুরদুয়ার, ১২ মে : বেতন বৃদ্ধির দাবিতে এনবিএসটিসি'র আলিপুরদুয়ার ডিপোর সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য মঞ্চ। সোমবার ওই বিক্ষোভে কনট্রাক্টর, মেকানিক্যাল ও এজেন্সি নিয়োজিত কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়। এই বিক্ষোভের জেরে এদিন এনবিএসটিসির অফিশিয়াল কাজকর্ম পরিচালনা করতে সমস্যা হয় বলে অভিযোগ। সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে পঙ্কজ রায় বলেন, 'চালকদের বেতন বৃদ্ধি পেলেও কনডাক্টররা সেই সুবিধা পাচ্ছেন না। তাই ডিপোতে অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়।' এদিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত বিক্ষোভ চলে।

এনবিএসটিসি'র আলিপুরদুয়ার ডিপোর সামনে অবস্থান বিক্ষোভ। সোমবার।

ভেতরে ঢুকে

প্রথম পাতার পর

তাঁর দাবি, 'আমাদের কোনও সেনাঘাঁটির ক্ষতি হয়নি।' সোমবার নয়াদিল্লিতে ওই সাংবাদিক বৈঠকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই ও এয়ার মার্শাল একে ভারতীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ভাইস অ্যাডমিরাল এএন প্রমোদও।

প্রতিরক্ষামন্ত্রকের এই বক্তব্যের কয়েক ঘণ্টা পর পাকিস্তানের ডিজিএমও মেজর জেনারেল কাশিফ আবদুল্লা ও ভারতের ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই হটলাইনে কথা বলেন। প্রাথমিকভাবে দুপুর ১২টায় এই আলোচনা পূর্বনির্ধারিত থাকলেও পরে তা পিছিয়ে বিকাল ৫টায় হয়। সংঘর্ষ বিরতি বহাল থাকা ছাড়া আর কিছু আলোচনা হয়েছে বলে জানা যায়নি।

সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে আরেক বৈঠক হয় জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, তিন বাহিনীর প্রধানদের নিয়ে। পরে সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়, ভারতের তরফে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডে জঙ্গি ঘাঁটিগুলিকেই শুধু নিশানা করা হয়েছিল। নাল্লা, সারজাল, মুরিদকে, কোটলি গুলপার, মেহমোনা জোয়া, ভিমবার এবং বাহাওয়ালপুরে ক্যাম্পগুলি চালানো হয়।

প্রাথমিকভাবে পাক সেনার কোনও ঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়নি বলে মন্তব্য করে সেনাকর্তাদের অভিযোগ, জঙ্গিদের ঢাল হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছে পাকিস্তান সেনা। কিন্তু এদেশের বহুস্তরীয় প্রতিরক্ষা বলয় সেই হামলা ব্যর্থ করে দিয়েছে। ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমে ফাটল ধরাতে পারেনি পাকিস্তানের ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র ও বিমান হামলা। পাক হামলা প্রতিহত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের জন্য সাংবাদিক বৈঠকে বিএসএফের ভূয়সী প্রশংসা করেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল ঘাই।

মোমবাতির আলোয় চিকিৎসা

হলদিবাড়ি, ১২ মে : রবিবার রাত আটটা থেকে টানা সারারাত অন্ধকারে ডুবে রইল হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল। সোমবার বেলা ১২টার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও টানা ১৬ ঘণ্টা কেন হাসপাতাল বিদ্যুৎবিহীন রইল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সব মহলেই। হাসপাতালে জেনারেটর থাকলেও কেন তা চলেনি, তারও উত্তর দিতে পারছে না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

জেনারেটর পরিষেবার জন্য ঠিকাদার সংস্থার প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে। সেকারণে হাসপাতালে আপৎকালীন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিগত প্রায় দুই বছর অচল হয়ে রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিদ্যুৎ চলে গেলে অন্ধকারে ডুবে যায় পুরো হাসপাতাল। ইনভার্টার থাকলেও রবিবার বিকেল চারটে নাগাদ বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর ঘণ্টাচারেক পরিষেবা দিয়ে ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে যায়। এরপর মোমবাতি ও টর্চের আলোতেই চালু রাখা হয় জরুরি পরিষেবা। বিভিন্ন ওয়ার্ডে জ্বালানো হয় মোমবাতি।

রোগী ও তাঁদের আত্মীয়রা তো বটেই, চিকিৎসক থেকে স্বাস্থ্যকর্মীরাও হাসপাতালের বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে ক্ষুব্ধ। রবিবার বিকেলে কালবৈশাখী ঝড়ে হলদিবাড়ি ব্লকের বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়। বিকেল চারটা থেকে বিদ্যুৎ চলে যায়। হাসপাতালে তখন থেকে ইনভার্টার দিয়ে পরিষেবা চালু রাখা হয়েছিল। কিন্তু রাত আটটা বাজতেই ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে যায়। তারপর থেকেই বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে পুরো হাসপাতাল।

কেউ হাতপাখা দিয়ে রাতভর হাওয়া করেছেন তাঁর পরিবারের অসুস্থ ব্যক্তিকে। কেউই দু'চোখের পাতা এক করতে পারেননি। পরিস্থিতি কেমন ছিল, তা জানাতে গিয়ে এক রোগীর আত্মীয় বলেন, পাশের বেডে যে আরও একজন রোগী শুয়ে আছেন, টর্চ ছাড়া তাও ঠের পাওয়া যাচ্ছিল না। একে হাঁসফাঁস করা গরম, তার মধ্যে মশার কামড়ে টেকাই দায়, ঘুম তো দূরের কথা।

হাসপাতালে রবিবার রাতে কর্তব্যরত চিকিৎসক আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, মোমবাতি ও টর্চের আলোতে জরুরি পরিষেবা দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে কোনও সংকটজনক রোগী এলে তাঁকে অক্সিজেন বা নেবুলাইজ করা সম্ভব হত না। মমান্তিক কিছু হতে পারত।

বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য দেবাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেই হাসপাতাল অন্ধকারে ডুবছে। বছরের পর বছর এমনটা চলছে। অথচ প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর মুখে কুলুপ এঁটেছে। ডাক্তার ইনজেকশন দেবেন, কিন্তু হাতে দেবেন না পায়ে, তা ঠাহর করে উঠতে পারছেন না।'

এ বিষয়ে বিএমওএইচ ডাঃ সন্তোষকুমার কোনও বক্তব্য দিতে রাজি হননি। রোগীকল্যাণ সমিতির সভাপতি পরেশচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'বিষয়টি আগে জানা ছিল না। এদিন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছ থেকে জানতে পেরেছি। বকেয়া বিল মিটিয়ে আপৎকালীন বিদ্যুৎ পরিষেবা চালুর বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত

শামুকতলা, ১২ মে : রান্নার গ্যাসের অবৈধ কারবারের বিরুদ্ধে সোমবার অভিযান চালাল শামুকতলা থানার পুলিশ। অন্তত সাতাশটি গ্যাস সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়। যদিও অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। অভিযুক্তর খোঁজে জোর তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। শামুকতলা থানার ভাটিবাড়ি ফাঁড়ির অন্তর্গত কদমতলা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। শামুকতলা থানা ও ভাটিবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ ওই অভিযান চালায়। পুলিশ জানায়, কদমতলা এলাকায় গ্যাসের সিলিন্ডার মজুত করে বড় সিলিন্ডার থেকে ছোট সিলিন্ডারে রিফিলিংয়ের কাজ করা হচ্ছিল। যে কোনও সময় বড় বিপদ ঘটতে পারত। সম্প্রতি ধারসি চৌপথি এলাকায় একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ছয়টি গ্যাস সিলিন্ডার থাকায় অন্তত দশটি দোকান এবং দুটি বাড়ি পুড়ে ছাই হয়েছে। পুলিশ এদিন এই অবৈধ গ্যাস সিলিন্ডারের কারবারের খবর পেয়েই অভিযান চালায়। একটি বাড়িতে সাতাশটি সিলিন্ডার মজুত করা ছিল। সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে বলেন, 'অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এলাকায় এ ব্যাপারে সচেতন করা হবে। কেউ যাতে এভাবে অবৈধভাবে সিলিন্ডার মজুত না করে, সেই ব্যাপারে প্রচার অভিযান চালানো হবে।'

বিজেপির সভা

ফালাকাটা, ১২ মে : সোমবার সন্ধ্যায় ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বালুরঘাটে সাংগঠনিক সভা করে বিজেপি। সেখানে বিজেপির ফালাকাটা ৩ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি রঞ্জিত মুন্ডা, মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক অনন্ত দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনন্ত বলেন, 'আগামী ১৫ থেকে ২২ মে পর্যন্ত বুথে বুথে দলের কর্মসূচি রয়েছে। সেসব নিয়ে সাংগঠনিক আলোচনা হয়েছে।'

শোভাযাত্রা

কালচিনি, ১২ মে : দিনভর পুজো ও নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় পালিত হল বুদ্ধপূর্ণিমা। এদিন কালচিনির বিভিন্ন বৌদ্ধ গুম্ফা থেকে শোভাযাত্রা বের হয়ে বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। হ্যামিল্টনগঞ্জের পুণ্যজ্যোতি বুদ্ধবিহারে বিশেষ পুজো ও ছোটদের অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

জীবনাবসান

কুমারগ্রাম, ১২ মে : দীর্ঘ রোগভোগের পর রবিবার রাতে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে কুমারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তিমির দাস (৫৬) শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ক্যানসারে ভুগছিলেন।

মাদক ব্যবসার

প্রথম পাতার পর

এই কিশোরদের মধ্যে কেউ এসেছে আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে। আবার কারও বাড়ি কুমারগ্রাম এলাকায়। একবার জয়গাঁর এই কারবারে ঢুকে গেলে বাড়ি যাওয়ার ছুটি মেলে না। দুঃখ করে বলছিল তারা। যখন তাদের দাদারা বাড়ি যায়, সঙ্গে করে তাদেরও নিয়ে যায়। তখনই জমানো টাকা বাড়ির লোকের হাতে তুলে দিয়ে আসে তারা।

এনডিপিসি আইন অনুযায়ী, কারও কাছে ব্রাউন সুগারের ক্ষেত্রে ১০ গ্রামের বেশি মাদক পাওয়া গেলে তবেই মামলা রুজু হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই কিশোরদের কাছে অতখানি মাদক থাকে না। তাছাড়া বয়স কম বলেও মামলা দায়ের হয় না। তাই ছোটদের দিয়ে মাদকের কারবার চলছে জয়গাঁয়।

ঘুষ চেয়ে গ্রেপ্তার এএসআই

মালদা, ১২ মে : মাদক কারবারিদের হাতেনাতে ধরে ফেলেন আউটপোস্টের এএসআই। কিন্তু আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার বদলে এনডিএফ কর্মীর সহযোগিতায় তাদের আটকে রেখে চলতে থাকে ঘুষের দাবি। আটক ব্যক্তিদের পরিবারের তরফে কিছু টাকা দেওয়া হলেও তাতেও লোভ মেটেনি। দাবির অঙ্ক অনড় থেকে আটক করে রাখা হয় কারবারিদের।

ইতিমধ্যে এলাকার বাসিন্দাদের মারফত কারোকে আটক করে রাখার খবর পৌঁছে যায় স্থানীয় থানায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে হতবাক পুলিশও। ব্রাউন সুগার, নগদ টাকা, দুই কারবারি সহ গ্রেপ্তার করা হয় এএসআই ও এনডিএফ কর্মীকে। গোটা ঘটনা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন জেলা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা। এদিকে, ওই ঘটনা সামনে আসতেই জেলা পুলিশের ডেপুটি পুলিশ সুপারদের দায়িত্বে রদবদল আনার নির্দেশিকার কপিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যদিও সেই নির্দেশিকা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

সোমবার ইংরেজবাজার থানার পুলিশ মহম্মদ মোস্তাফা, আবদুল মান্নান, মহম্মদ সফিকুল ইসলাম ও মহম্মদ সফিকুল নামে চারজনকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করে। মোস্তাফা ও আবদুল কালিয়াচকের গোলাপগঞ্জের সারদহ এলাকার বাসিন্দা। মহম্মদ সফিকুল ইসলাম মানিকচক থানার বালুটোলা আউটপোস্টে এএসআই পদমর্যাদায় ও মানিকচকের এনায়েতপুরের বাসিন্দা মহম্মদ সফিকুল এনভিএফ পদে কর্মরত ছিলেন। পুলিশসূত্রে খবর, রাতে মোস্তাফা ও আবদুল হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় ব্রাউন সুগার বিক্রির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। ধরমপুর স্ট্যান্ড এলাকায় দু'জন ব্যক্তি নিজেদের পুলিশ দাবি করে তাদের বালুটোলা পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানেই ধৃত দু'জনকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য সাড়ে চার লক্ষ টাকা দাবি করে ওই দুই ব্যক্তি। ধৃতরা আত্মীয়দের মাধ্যমে ২ লক্ষ ৮৮ হাজার ৫০০ টাকা জোগাড় করে দুই ব্যক্তির হাতে তুলে দেয়। কিন্তু তারপরেও দাবি না মেটায় ধৃত দুই ব্যক্তিকে মিলকি এলাকায় আটকে রাখা হয়।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাইকচালকের

বারবিশা, ১২ মে : পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক মোটরবাইকচালকের। রবিবার মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটেছে অসম-বাংলা সীমানার নাজিরান দেউতিখাওয়া অসম চেকপোস্ট এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, অসমগামী আলুবোঝাই একটি ট্রাক ৩১সি জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়েছিল। সেসময় মোটরবাইক নিয়ে অসমের দিকে যাচ্ছিলেন ভল্কা বাসিন্দা সঞ্জিত রায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ট্রাকটির পেছনে ধাক্কা মেরে রাস্তার উপর লুটিয়ে পড়েন। হেলমেট না থাকায় মাথায় আঘাত লাগে। স্থানীয়রা উদ্ধার করে দ্রুত কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। কর্তব্যরত চিকিৎসক সঞ্জিত রায়কে (৪১) মৃত বলে ঘোষণা করেন। আলুবোঝাই ট্রাকটি আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বক্সিরহাট থানার জোড়াই ফাঁড়ির পুলিশ।

'আক্ষেপ' নিয়েই

প্রথম পাতার পর

সিদ্ধান্ত সামনে আসার পর বিসিসিআইয়ের তরফে বিরাটকে আগামীর শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। টেস্ট ক্রিকেট তাঁকে মিস করবে, এমন কথাও সামনে এসেছে। বিরাট অবশ্য এতসব না ভেবে সমাজমাধ্যমে অবসর ঘোষণা করে বলেছেন, '১৪ বছর আগে টেস্ট ক্রিকেটে নীল ব্যাগি টুপি পরেছিলাম। তখনও জানতাম না টেস্ট ক্রিকেট আমাকে কীভাবে কতটা এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই ফর্ম্যাট আমায় তৈরি করেছে। আমার পরীক্ষা নিয়েছে। আমায় শিক্ষা দিয়েছে। যা আমার বাকি জীবনের সম্পদ।'

বিরাট বরাবরই বলে এসেছেন, তিনি টেস্ট ক্রিকেটের পূজারি। আজ বিদায়বেলাতেও সেই মনোভাব দেখা গিয়েছে তাঁর বিদায়ি বার্তায়। বিরাটের কথায়, 'সাদা পোশাকের ক্রিকেটের মধ্যে সবসময় কিছু ব্যক্তিগত বিষয় থেকে যায়। আমার জীবনেও এমন অনেক মুহূর্ত রয়েছে। সহজ ছিল না টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নেওয়া।'

কিন্তু তবু সিদ্ধান্তটা সঠিক বলেই মনে হচ্ছে। কেরিয়ার শুরুর সময় যা আশা করেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছি আমি।' টেস্ট ক্রিকেটে কোহলির টুপির নম্বর ছিল ২৬৯। লাল বলের ক্রিকেটের সাইনিং অফের সময় সেই নম্বর তুলে ধরে কোহলি লিখেছেন, 'দীর্ঘ যাত্রাপথে মাঠে যাঁদের সঙ্গে খেলেছি, যাঁদের সঙ্গে সাজঘর ভাগ করেছি, যাঁরা দীর্ঘ এই পথ পাড়ি দেওয়ার পথে আমার পাশে থেকেছেন, সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সবসময় হাসিমুখে নিজের টেস্ট কেরিয়ারের দিকে দেখব। ২৬৯ নম্বর টুপির যাত্রা শেষ হল।'

টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিরাটের বিদায়বেলায় সামনে আসছে কিছু বিষয়। কেরিয়ারে মোট ১২৩টি টেস্টে ৯২৩০ রান করেছেন কোহলি। রয়েছে ৩০টি শতরানও। কিন্তু দশ হাজার রান ক্লাবের সদস্য হওয়ার স্বপ্নপূরণ হল না তাঁর। খারাপ পারফরমেন্সের কারণে শেষ কয়েক বছরে কোহলির ব্যাটিং গড়ও খারাপ হয়েছে। তাই কোহলির বর্ণময় কেরিয়ারে ও সাফল্যের রঙিন টুপিতে না পাওয়ার জ্বালাটা বোধহয় থেকেই গেল। বিরাট হয়তো ভবিষ্যতে কখনও সেই 'আক্ষেপ' নিয়ে মুখ খুলবেন। এক সময়ের সতীর্থ, বর্তমানে টিম ইন্ডিয়ার কোচ গম্ভীরকে কি কখনও ক্ষমা করতে পারবেন কোহলি? মনে হয় না।

স্নাতক স্তর

প্রথম পাতার পর

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়। ওই সময় থেকেই আলিপুরদুয়ার কলেজের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। তবে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের ইউনিভার্সিটি বিভাগ থেকে একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) প্রকাশ করা হয়। আলিপুরদুয়ার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত একাধিক বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেখানে। এসওপিতে বলা হয়েছে, এখন থেকে আলিপুরদুয়ার কলেজের অস্তিত্ব পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়েছে। আলিপুরদুয়ার কলেজের সবকিছুই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের।

তবে আলিপুরদুয়ার কলেজ জেলার আবেগ। তাই দাবি উঠেছে, কলেজকে স্বতন্ত্রভাবে রেখে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্স চালু রাখার। বিষয়টি নিয়ে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল শিক্ষা দপ্তরে চিঠিও দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ার কলেজে মোট ৪১টি বিষয়ে পঠনপাঠনের সুযোগ মিলত। এর সবগুলিই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ থাকছে। এবার যারা সদ্য উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে তারা বিশ্ববিদ্যালয়েই গ্র্যাজুয়েট কোর্সের জন্য ভর্তি হতে পারবে। এজন্য রাজ্য কেন্দ্রীয়ভাবে কলেজগুলিতে ভর্তির অনলাইন আবেদন নেবে। ওই প্রক্রিয়াতেই আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে ছাত্রছাত্রীরা। জেলার ১০টি কলেজ অবশ্য এখনও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আগামী বছর যাতে জেলার সব কলেজকেই আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে প্রক্রিয়াও শুরু করা হয়েছে বলে শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

একসঙ্গে বইবে না রক্ত-জল

প্রথম পাতার পর

তাঁর মুখে বারবার উচ্চারিত হয়েছে 'সিঁদুর' শব্দটি। প্রথমে মন্তব্য করেন, 'জঙ্গিরা মা-বোনেদের সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়েছে।' তারপর বলেন, 'সিঁদুর মোছার পরিণাম জঙ্গিরা টের পেয়েছে। শেষে তাঁর বক্তব্য ছিল, 'অপারেশন সিঁদুর শুধু একটি নাম নয়, ন্যায়ের অখণ্ড প্রতিজ্ঞা।'

দেশের সবাই একজোট ছিল বলেই সেই প্রতিজ্ঞা পালন সম্ভব হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিরোধীরা জঙ্গি মোকাবিলায় সরকারের পাশে ছিল প্রথম থেকে। মোদি সেই সমর্থনের স্বীকৃতি দিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে মোদি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তারপর তাঁর দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় যে প্রশ্ন উঠেছে, তারও জবাব দিয়েছেন।

মোদির কথায়, 'এই যুগ যুদ্ধের জন্য নয়, সন্ত্রাসবাদের নয়। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিই একমাত্র নিরাপদ ও উন্নত বিশ্বের একমাত্র গ্যারান্টি।' হুঁশিয়ারির সুরে তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও সরকার যেভাবে সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, তাতে শেষপর্যন্ত পাকিস্তানের ধ্বংস অনিবার্য। যদি পাকিস্তান নিজেকে রক্ষা করতে চায়, তবে তাকে সন্ত্রাসের পরিকাঠামো সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে হবে।'

তাঁর কথায়, যখন আমাদের সেনারা অপারেশন সিঁদুরে জঙ্গিদের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয়, তখন পাকিস্তান প্রকাশ্যে জঙ্গিদের পাশে দাঁড়ায়। আমাদের আঘাতে যখন জঙ্গিদের ক্ষতি হয়, তখন প্রতিশোধ নিতে পাকিস্তান আমাদের ওপর হামলা চালায়। আমরা জঙ্গিদের মদতদাতা সরকার এবং সন্ত্রাসের মূল চক্রান্তকারীদের আর আলাদা করে দেখব না।'

স্পষ্ট ভাষায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দেন, 'ভারতীয় বায়ুসেনা, নৌসেনা, বিএসএফ এবং অন্যান্য নিরাপত্তাবাহিনী সর্বদা সজাগ ও প্রস্তুত রয়েছে। এই অভিযান সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, এক নতুন মানদণ্ড তৈরি করেছে।' যদিও প্রধানমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, 'আজ বুদ্ধপূর্ণিমা। ভগবান গৌতম বুদ্ধ আমাদের শান্তির পথ দেখিয়েছেন। শান্তির পথও শক্তির মাধ্যমে সুগম হয়।'

‘#২৬৯, সাইনিং অফ’

একনজরে কোহলি

৩৪ ইনিংসে সর্বাধিক **ডাবল সেঞ্চুরি**

ডন ব্র্যাডম্যান	৮
বিরাট কোহলি	৬
রাহুল দ্রাবিড়	৪
রিকি পন্টিং	৪
মাইকেল ক্লার্ক	৪
কেন উইলিয়ামসন	৪

অভিষেক ম্যাচ
২০ জুন, ২০১১
প্রতিপক্ষ: ওয়েস্ট ইন্ডিজ

শেষ ম্যাচ
৩ জানুয়ারি, ২০২৫
প্রতিপক্ষ : অস্ট্রেলিয়া

প্রথম শতরান
২৪ জানুয়ারি, ২০১২
প্রতিপক্ষ : অস্ট্রেলিয়া
স্কোর ১১৬

শেষ শতরান
২২ নভেম্বর, ২০২৪
প্রতিপক্ষ : অস্ট্রেলিয়া
স্কোর ১০০*

সোমবার **‘অপারেশন সিঁদুর’** নিয়ে ডিজিএমও পর্যায়ের সাংবাদিক বৈঠক ছিল। সেখানে **লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাইয়ের** কথায় উঠে আসে বিরাট কোহলির অবসর প্রসঙ্গ।

“সকালে দেখলাম বিরাট কোহলি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। অসংখ্য ভারতীয়দের মতো বিরাট আমারও প্রিয় ক্রিকেটার।

ম্যাচ **১২৩** । রান **৯২৩০**
শতরান **৩০** । অর্ধশতরান **৩১**
গড় **৪৬.৮৫** । সর্বাধিক **২৫৪***

পূর্ণাঙ্গ অধিনায়ক হিসেবে

ম্যাচ **৬৮**
রান **৫৮৬৪**
গড় **৫৪.৮০**
শতরান **২০**
সর্বাধিক **২৫৪***
(বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, ২০১৯)

প্রথম ম্যাচ
৬-১০ জানুয়ারি, ২০১৫
প্রতিপক্ষ : অস্ট্রেলিয়া

প্রথম শতরান
৬ জানুয়ারি, ২০১৫
প্রতিপক্ষ : অস্ট্রেলিয়া
স্কোর : ১৪৭

শেষ ম্যাচ
১১-১৪ জানুয়ারি, ২০২২
প্রতিপক্ষ : দক্ষিণ আফ্রিকা

শেষ শতরান
২২ নভেম্বর, ২০১৯
প্রতিপক্ষ : বাংলাদেশ
স্কোর : ১৩৬

তোমার চোখের জল কেউ দেখেনি : অনুষ্কা

নয়াদিল্লি, ১২ মে : মাঝে ঠিক ৫ দিনের ব্যবধান।

রোহিত শর্মার পথেই লাল বলের ক্রিকেটকে বিদায় বিরাট কোহলির। ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের মাঝে ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটে কার্যত জোড়া ‘সার্জিক্যাল স্ট্রাইক’। নেপথ্যে ধরা হচ্ছে হেডকোচ গৌতম গম্ভীরকে। বাস্তব যাই হোক, ভারতীয় ক্রিকেটে দুই নক্ষত্রপতনে বিরাট শূন্যতা তৈরি হল। গুরুত্বপূর্ণ দুই মহাতারকার শূন্য জুতোয় পা রাখার চ্যালেঞ্জ নতুনদের সামনে। বিরাটের অবসর ঘোষণার পর যা নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছে। সবকিছু ছাপিয়ে কোহলি-আবেগ।

স্বামীর যে মাহেন্দ্রক্ষণে আবেগতাড়িত স্ত্রী অনুষ্কা শর্মাও। সমাজমাধ্যমে সেই আবেগের প্রতিফলন। অনুষ্কা লিখেছেন, ‘সবাই তোমার রেকর্ড, মাইলস্টোন নিয়ে বলবে। তবে আমি বলব তোমার না দেখা চোখের জল নিয়ে। তোমার ভিতরে চলা যে যুদ্ধটা, যা কেউ দেখেনি। এই ফর্ম্যাটের প্রতি তোমার অপরিসীম ভালোবাসা। জানি তোমাকে কতটা দিতে হয়েছে এজন্য।’

স্ত্রী হিসেবে সাক্ষী থেকেছেন প্রতিটি সিরিজে বিরাটের শিখরে পা রাখার মুহূর্তের। স্বামীকে নিয়ে লেখা বার্তায় অনুষ্কা আরও বলেছেন, ‘প্রতিটি সিরিজে দেখেছি তুমি একটু একটু করে উন্নতি করেছ। একই সঙ্গে বিনীত হয়েছ। তোমার এই বদলগুলি দেখা আমার কাছে বড় প্রাপ্তি। অনেক সময় কল্পনা করেছি, তুমি টেস্ট থেকে অবসর নিচ্ছ। কিন্তু তুমি বরাবর নিজের হৃদয়ের কথা শুনেছ। আজ তোমাকে আমার ভালোবাসাটুকুই জানাব, এই দুর্দান্ত জার্নিতে তুমি যা অর্জন করেছ তার জন্য।’

অবসর ঘোষণার পর স্ত্রীর সঙ্গে মুম্বই বিমানবন্দরে বিরাট কোহলি। কিন্তু তাঁদের গন্তব্য জানা যায়নি।

সবাই তোমার রেকর্ড, মাইলস্টোন নিয়ে বলবে। তবে আমি বলব তোমার না দেখা চোখের জল নিয়ে। তোমার ভিতরে চলা যে যুদ্ধটা, যা কেউ দেখেনি। এই ফরম্যাটের প্রতি তোমার অপরিসীম ভালোবাসা। জানি তোমাকে কতটা দিতে হয়েছে এজন্য।
-অনুষ্কা শর্মা

ভাইয়ের টেস্ট অবসরের মুহূর্তে কলম ধরেছেন দাদা বিকাশ শর্মাও। সমাজমাধ্যমে বিরাটকে নিয়ে গর্বের কথা তুলে ধরেন। লিখেছেন, ‘চ্যাম্প, দুর্দান্ত টেস্ট জার্নি। এই ফর্ম্যাটে তুমি যা অবদান রেখেছ, তা কখনও পূরণ হবে না। তোমার জন্য সবসময় গর্ববোধ করব ভাই।’

কিংবদন্তি ছাত্রকে নিয়ে স্বভাবতই গর্বিত বিরাটের ছোটবেলার কোচ রাজকুমার শর্মা। চোখের সামনে দেখেছেন এক নাছোর ছেলের বিশ্বজয়। সারথি হয়েছেন যে সফরে। সেই গর্ব নিয়ে লিখেছেন, ‘দুই চোখে স্বপ্ন নিয়ে তরুণ প্রতিভা থেকে কিংবদন্তি হয়ে ওঠা, লাল বলের আঙিনায় রাজত্ব চালানো- তোমার এই সফর অসাধারণের থেকে কিছু কম নয়। চোখের সামনে তোমার বেড়ে ওঠা, লড়াই, নেতৃত্ব, অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠা, আমার জীবনে পাওয়া সবথেকে বড় খুশি। আবেগ আর আত্মত্যাগের নতুন বেঞ্চমার্ক তৈরি করেছ। তোমার আগুনটা মিস করবে টেস্ট ক্রিকেট। তোমার টেস্ট লেগাসি চিরকাল থেকে যাবে। দুর্দান্ত এই সফরে প্রতিটি মুহূর্ত উপহার দেওয়ার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তোমাকে নিয়ে গর্বিত আমি।’

আবেগতাড়িত শচীন-শাস্ত্রীরা

টেস্ট ক্রিকেটের যথার্থ মশালবাহক বিরাট

নয়াদিল্লি, ১২ মে : সব ভালোর শেষ আছে।

কিছু কিছু শেষ যদিও মেনে নেওয়া সহজ হয় না। বিরাট কোহলির টেস্ট অবসরের ঘোষণায় সেই আবেগের লাভাস্রোত ভারত তথা বিশ্ব ক্রিকেটে। লাল বলের ফর্ম্যাটকে গুডবাই জানানোর ইচ্ছের কথা সামনে আসার পর প্রমাদ গুনেছিলেন অনেকে। তবু একটা ক্ষীণ আশা ছিল, বোঝানোর চেষ্টা চলছে, যদি রাজি হয়ে যান বিরাট।

ব্রায়ান লারা সহ একঝাঁক কিংবদন্তি আবেদন জানিয়েছিলেন, ‘বিরাট তোমাকে দরকার টেস্ট ক্রিকেটে।’ কিন্তু নিজের সিদ্ধান্ত থেকে টলানো যায়নি কিং কোহলিকে। সোমবার সকাল এগারোটা পঁয়তাল্লিশ নাগাদ ইনস্টাগ্রাম পোস্টে টেস্ট অবসরের কথা ঘোষণা করেন। জানান, সরে দাঁড়ানো সহজ ছিল না। বিরাটের ঘোষণার পর আবেগের বহিঃপ্রকাশ ক্রিকেট বিশ্বে।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড লিখেছে, একটা যুগের অবসান। বিরাট-অবসরের ঢেউ ফিফাতেও। বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থাটির মতে, দুর্দান্ত কেরিয়ারে ইতি পড়ল। আইসিসি লিখেছে, সাদা পোশাকের ফর্ম্যাটে বিরাট থামলেও তার মুকুট অটুট থাকবে চিরকাল। টেস্টকে বিদায় জানালেও রেখে গেলেন তুলনাহীন একটা পরম্পরা। ছোট্ট পোস্টে হরভজন সিংয়ের বিরাট প্রশ্ন- কেন অবসর নিচ্ছ?

প্রাক্তন হেড কোচ রবি শাস্ত্রী ভাবতেই পারছেন না এরকম কিছু অপেক্ষা করছিল। বিরাটের সঙ্গে জুটি বেঁধে টেস্টে অনেক স্মরণীয় সাফল্যের জয়গাথা তৈরি করা শাস্ত্রী বলেছেন, ‘বিশ্বাসই হচ্ছে না, তোমার কাজ শেষ। আধুনিক ক্রিকেটে তুমি একজন দৈত্য। খেলোয়াড়, অধিনায়ক হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটের যথার্থ দূত। লাল বলের ফর্ম্যাটে ক্রিকেটপ্রেমীদের, বিশেষত আমাকে সুন্দর সব মুহূর্ত উপহার দিয়েছ, তার জন্য ধন্যবাদ।’

বিরাটের টেস্ট অবসরের পিছনে গৌতম গম্ভীরের হাত দেখছেন অনেকে। আগামীর ভাবনায় তারুণ্যে জোর। হেড কোচের যে ভাবনার প্রতিফলন রোহিত শর্মার পর বিরাটের বিদায়। সূত্রের খবর, রবীন্দ্র জাদেজা, মহম্মদ সামিদের মতো সিনিয়াররাও বিরাট-রোহিতদের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন। সেই গম্ভীরের প্রতিক্রিয়াও রীতিমতো চর্চায়। দিল্লি রনজি ট্রফির টিম থেকে টিম ইন্ডিয়ায় বিরাটের সঙ্গে খেলা গম্ভীর লিখেছেন, ‘সিংহ-হৃদয়। তোমাকে মিস করব চিকস।’

২০১১ সালের ২০ জানুয়ারি কিংস্টনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে অভিষেক টেস্ট। ১৪ বছরের বর্ণময় কেরিয়ারে শেষ টেস্ট গত অস্ট্রেলিয়া সফরে সিডনিতে। ১২৩ ম্যাচে ৯২৩০ রান। ৩০টি শতরান। এর মধ্যে ৬৮টি টেস্টে দলকে নেতৃত্ব দিয়ে ৪০টিতে জয়ের কৃতিত্ব। এদিন যে কেরিয়ারে বিরাটের ইতি টেনে দেওয়ার রেশ স্বভাবতই ক্রিকেটমহলে।

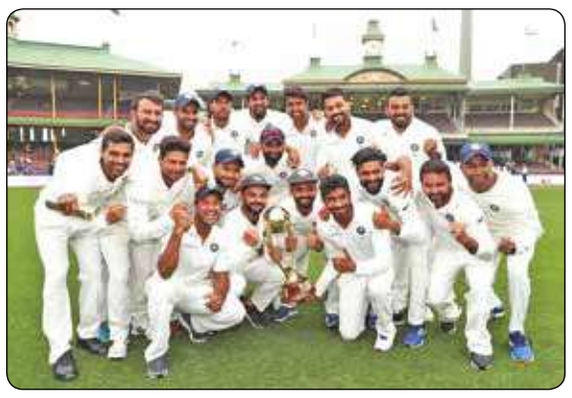

শচীন তেন্ডুলকার তোমার টেস্ট অবসরের দিনে আজ ১২ বছর আগে আমার বিদায়-মুহূর্তের কথা মনে পড়ছে। সেদিন তুমি তোমার প্রয়াত বাবার মূল্যবান একটা জিনিস আমাকে উপহার দিতে চেয়েছিলে। তোমার যে আচরণ মন ছুঁয়ে গিয়েছিল। তোমার টেস্ট আবেগ, আত্মত্যাগ বাকিদের কাছে অনুপ্রেরণা। অসাধারণ টেস্ট কেরিয়ার। রান, পরিসংখ্যান ছাপিয়ে তুমি ভারতীয় ক্রিকেটকে দুই হাত ভরে উপহার দিয়েছ। অভিনন্দন স্পেশাল টেস্ট কেরিয়ারের জন্য।

বীরেন্দ্র শেহবাগ প্রথম দর্শনেই বুঝেছিলাম, তুমি বিশেষ প্রতিভা। টেস্ট ক্রিকেটে তুমি যে আবেগ যোগ করেছিলে তা প্রত্যক্ষ করা আমাদের কাছে উপভোগ্য ছিল। টেস্ট ক্রিকেটের যথাযথ দূত। আগামীর জন্য অনেক শুভেচ্ছা।

জয় শা টি২০ ফরম্যাটের রমরমার যুগেও টেস্টে তোমার শৃঙ্খলা, ফিটনেস এবং দায়বদ্ধতা বাকিদের কাছে উদাহরণস্বরূপ। হৃদয় দিয়ে সবসময় টেস্ট খেলেছ। অভিনন্দন দুর্দান্ত কেরিয়ারের জন্য।

ঋষভ পন্থ তাগিদ, আবেগ, যুদ্ধ। প্রতি মুহূর্তে নিজের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছ। আগামীর জন্য অনেক শুভেচ্ছা বিরাটভাই।

এবি ডিভিলিয়ার্স মহাকাব্যিক টেস্ট কেরিয়ারের জন্য অভিনন্দন। তোমার দৃঢ়তা, দক্ষতা বরাবর অনুপ্রাণিত করেছে আমাকে। যথার্থ অর্থে কিংবদন্তি।

ইরফান পাঠান অধিনায়ক হিসেবে তুমি শুধু ম্যাচ জেতনি, সবার মানসিকতা বদলে দিয়েছ। ফিটনেস, আগ্রাসন ও গর্বের মেলবন্ধনে সাদা পোশাকের ফরম্যাটে নতুন বেঞ্চমার্ক তৈরি করেছ। যথার্থ অর্থে আধুনিক ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের তুমি মশালবাহক।

চেতেশ্বর পূজারা দুর্দান্ত এবং গর্বের টেস্ট কেরিয়ারের জন্য অভিনন্দন বিরাট। টেস্টের প্রতি তোমার ভালোবাসা অনুপ্রেরণা। তোমার সঙ্গে বছরের পর বছর খেলা আমার কাছে সম্মানের।

যুবরাজ সিং লড়াই, অসম্ভব খিদে, হৃদয় দিয়ে খেলা- প্রতিটি পদক্ষেপে গর্বিত করেছ। সাদা পোশাকের ফর্ম্যাটে তুমি যা অর্জন করেছ, তা গর্বের। ভালো থেকো কিং কোহলি।

মুশফিকুর রহিম কুর্নিশ জানাই দুই কিংবদন্তিকে (রোহিত ও বিরাট)। সাদা পোশাকের ক্রিকেটে ওদের অবদান লাখো মানুষকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

গুরু গ্রেগের জমানা ফেরাচ্ছেন গম্ভীর!

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ মে : কথায় বলে, পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে!

ভারতীয় ক্রিকেটে এই আপ্তবাক্য অর্থহীন। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ভারত অধিনায়ক থাকার সময় প্রথমবার অর্থহীন সেই আপ্তবাক্যের ‘অভ্যুত্থান’ দেখেছিল ভারতীয় ক্রিকেট। ‘অভিজ্ঞতা’ বর্জনের ডাক দেওয়া কোচ গ্রেগ চ্যাপেলের সৌজন্যে সৌরভকে বাদ পড়তে হয়েছিল জাতীয় দল থেকে। ছাঁটাই হতে হয়েছিল বীরেন্দ্র শেহবাগ, হরভজন সিংদের অনেককেই।

গ্রেগ জমানায় ভারতীয় ক্রিকেটের সেই হারিয়ে যাওয়া ছবি সম্প্রতি আবার তাজা হয়ে উঠেছে। যার শুরুটা হয়েছিল গত ডিসেম্বরে টিম ইন্ডিয়ার অস্ট্রেলিয়া সফরের সময়। যখন ব্রিসবেন টেস্টের পর দুনিয়াকে চমকে দিয়ে ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। সিডনি টেস্টে রোহিত শর্মা না খেলার পর তাঁর অবসর নিয়েও সেই সময় কম জল্পনা হয়নি। তখন থেকেই বর্তমান কোচ গৌতম গম্ভীরকে গুরু গ্রেগের সঙ্গে তুলনা করা শুরু হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেই জল্পনা এখন আগ্নেয়গিরির রূপ নিয়েছে।

বাস্তবে ভারতীয় ক্রিকেট দেখছে এক ‘ভিন্ন’ স্বাদের ছবি। যেখানে অভিজ্ঞতার কোনও মূল্য নেই। বরং তারুণ্যের জোশই শেষ কথা। আর হ্যাঁ, ভারতীয় ক্রিকেটে শেষ কথা বলার জন্য কোচ গম্ভীর তো রয়েইছেন। দিন কয়েক আগে রোহিতের টেস্ট থেকে অবসর ঘোষণার পরও গম্ভীরের দিকে আঙুল উঠেছিল। আজ কোহলিও একই পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর ফের ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকদের ‘কাঠগড়ায়’ গুরু গম্ভীর। তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ হল, ভারতীয় ক্রিকেটে গ্রেগ চ্যাপেলের জমানার মতো ‘আতঙ্ক’ ফিরিয়ে আনার। কোহলির অবসর ঘোষণার পর গম্ভীর অবশ্য সৌজন্য দেখিয়ে বলেছেন, ‘তোমায় মিস করব’। কিন্তু তারপরও গম্ভীরকে নিয়ে চিঁড়ে ভেজার খবর নেই।

বরং ভারতীয় ক্রিকেটমহলে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে, রোহিত-বিরাটের পর এবার কি মহম্মদ সামি ও রবীন্দ্র জাদেজার পালা। দুজনই এই মুহূর্তে টিম ইন্ডিয়ার সিনিয়ার সদস্য। দুজনেরই ইংল্যান্ড সফরের দলে থাকা উচিত। কিন্তু কোচ গম্ভীরের জমানায় সামি-জাড্ডুরা কি পাঁচ টেস্টের বিলেত সফরে যাওয়ার ঝুঁকি নেবেন? বিরাট তুমি কেন গেলে, টেস্ট ক্রিকেট তোমায় মিস করবে- এমন আবেগের মধ্যে আগামীর লাভাস্রোত হিসেবে বইছে সামি-জাদেজার অবসর সম্ভাবনাও। বিকেলের দিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এক শীর্ষ কর্তা নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছেন, ‘জাড্ডু-সামিদের নিয়ে সত্যিই প্রশ্ন উঠেছে। গম্ভীরের কোচিংয়ে সিনিয়াররা নিজেদের নিরাপদ মনে করছেন না।’

দলের সিনিয়ারদের নিরাপত্তাহীনতা ভারতীয় ক্রিকেটকে অদ্ভুত এক সন্ধিক্ষণে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যার নির্যাস, গুরু গম্ভীরের সমর্থন না থাকলে দলে কোনও ক্রিকেটারই আর নিরাপদ নন। এমন অবস্থায় বিলেত সফরের পাঁচ টেস্টের সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার ভালো ফলের সম্ভাবনা দেখছেন না ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের অনেকেই। কারণ, রোহিত-বিরাটরা যে আরও খেলতে চেয়েছিলেন, এখনই টেস্ট ক্রিকেট ছাড়তে চাননি, ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত সবারই সেটা জানা।

অবসরের তালিকায় পরবর্তী নামটা কার হয়, সেটাই এখন দেখার।

অবসরের পথে সামি-জাদেজাও?

“জাড্ডু-সামিদের নিয়ে সত্যিই প্রশ্ন উঠেছে। গম্ভীরের কোচিংয়ে সিনিয়াররা নিজেদের নিরাপদ মনে করছেন না। -বিসিসিআই কর্তা

২০১৬-র এপ্রিল থেকে ২০১৯ সালের মার্চে ফ্যাব ফোর (টেস্টে)

ব্যাটার	ইনিংস	রান	গড়	১০০	৫০
বিরাট কোহলি	৫৯	৩৬১৯	৬৫.৮০	১৪	৮
জো রুট	৭৫	৩২৭৯	৪৪.৯১	৭	২২
স্টিভেন স্মিথ	৪২	২৩৪৭	৬৩.৪৩	৯	৮
কেন উইলিয়ামসন	৩৮	২১০২	৬৩.৬৯	৭	১১

বিরাট উত্থান-পতন

সময়কাল	টেস্ট	ইনিংস	রান	গড়	১০০	৫০
অভিষেক-সেপ্টেম্বর ২০১৪	২৯	৫১	১৮৫৫	৩৯.৪৬	৬	৯
অক্টোবর ২০১৪-ডিসেম্বর ২০১৯	৫৫	৯০	৫৩৪৭	৬৩.৬৫	২১	১৩
২০২০ জানুয়ারি থেকে	৩৯	৬৯	২০২৮	৩০.৭২	৩	৯

শুভেচ্ছা

Debangsi & Anirban (দেশবন্ধুপাড়া) নবদাম্পত্য জীবন সুন্দর ও সুখময় হয়ে উঠুক। শুভ কামনায় 'মাতঙ্গিনী ক্যাটারার' (Veg & N/Veg) - রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

বিবাহবার্ষিকী

মা ও বাবা : আজ তোমাদের ৫০তম বিবাহবার্ষিকী মঙ্গলময় হোক। রুবাই, সুবাই (ছেলে) পূর্বা, রিমা (ছেলের বৌ) নীল (নাতি) টেলিফোন এক্সচেঞ্জ মোড়, দিনহাটা।

টসে প্রথম একাদশ ঠিক করেন মোরিনহো

ইস্তানবুল, ১২ মে : তাঁর মেজাজটাই আসল। কখনও প্রতিপক্ষকে বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণ করছেন, কখনও রেফারিকে নিয়ে আলটপকা মন্তব্য। ফেনেরবাখ কোচ 'দ্য স্পেশাল ওয়ান' হোসে মোরিনহো চলেন নিজের মতেই।

সবসময় বিস্ফোরক মন্তব্য করা পর্তুগিজ কোচ আবারও সংবাদের শিরোনামে। সম্প্রতি তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, প্রতিটি ম্যাচেই প্রথম একাদশে কেন তিনি পরিবর্তন করেন? উত্তরে নিজস্ব ভঙ্গিতে মোরিনহো বলেছেন, 'আমার কাছে ২৫টি কয়েন রয়েছে। দলের প্রতিটি খেলোয়াড়ের মুখ মনে করে আমি একটি করে কয়েন আকাশে ছুড়ে দিই। এইভাবে সবকয়টি কয়েন আকাশে ছোড়ার পর যে ১১টি টেবিলে পড়ে, সেই খেলোয়াড়দের দলে রাখি। যে কয়েনগুলি মাটিতে পড়ে, সেই খেলোয়াড়দের আমি বেঞ্চে রাখি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমি প্রতিদিন ইস্তানবুলের নাইট ক্লাবে যাই। সেখানে বসেই আমি এইভাবে দল ঠিক করি।' বকলমে দলের সবাইকে তিনি সমান গুরুত্ব দেন, সেটাই মজা করে বলেছেন 'দ্য স্পেশাল ওয়ান'।

এদিকে শোনা যাচ্ছে, মোরিনহো অন্য ক্লাবে যেতে পারেন। তবে ফেনেরবাখ আশাবাদী, পর্তুগিজ কোচকে আগামী মরশুমেও তাদের ডাগআউটে দেখা যাবে।

ইস্টবেঙ্গলে নতুন দায়িত্বে ঝুলন

কলকাতা, ১২ মে : ফুটবল দলের সঙ্গে জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামীকে যুক্ত করার ভাবনা ইস্টবেঙ্গলের। সোমবার ফুটবল দলের বোর্ড মিটিংয়েও হাজির ছিলেন তিনি। লাল-হলুদে পরামর্শদাতার ভূমিকায় দেখা যেতে পারে ঝুলনকে। পাশাপাশি এদিনের বৈঠকে নিজেদের রিহ্যাব সেন্টার তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চোট-আঘাত এড়াতে তৈরি হচ্ছে নতুন মেডিকেল টিম। দলের ফিজিও বদল হচ্ছে।

নর্থইস্টেই আলাদিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মে : আগামী মরশুমে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-তেই থাকতে চান, সেটা আগেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে জানিয়েছিলেন মরক্কান তারকা আলাদিন আজারাই। তবে একাধিক ক্লাবের নজরে ছিলেন তিনি। সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে সোমবার সরকারিভাবে নর্থইস্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সামনের মরশুমেও দলে থাকছেন সদ্যসমাপ্ত আইএসএলের সর্বাধিক গোলদাতা।

লাখো মানুষের মানসিকতা বদলে দিয়েছ : শুভমান

নয়াদিল্লি, ১২ মে : মাঝে আর কয়েকটা দিন।

মাস ফুরোলেই বিলেত সফর। পাঁচ ম্যাচের কঠিন সফর। তার আগেই মাথার ওপর থেকে জোড়া ছাতা সরে যাওয়া। রোহিত শর্মার টেস্ট অবসরের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই বিরাট কোহলির বিদায়। জোড়া বিদায়ে নিঃসন্দেহে যে ইংল্যান্ড সফরের চ্যালেঞ্জ আরও কঠিন। বাড়তি দায়িত্ব তরুণ ব্রিগেডের ওপর। যার নেতৃত্বে ধরা হচ্ছে শুভমান গিলকে।

বিরাটের অবসর প্রতিক্রিয়ায় সেই শুভমান জানান, কোহলি লাখো মানুষের মনস্তত্ত্ব বদলে দিয়েছে। সম্ভাব্য টেস্ট অধিনায়ক শুভমান সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'তোমাকে নিয়ে যাই লিখি না কেন, পুরো অনুভূতিটা মেলে ধরা মুশকিল। সেই ১৩ বছর বয়স থেকে তোমাকে ব্যাট করতে দেখছি। অবাক হয়েছি, তোমার এনার্জি দেখে। তোমার সঙ্গে মাঠে কাটানো বড় প্রাপ্তি। তুমি শুধু একটা প্রজন্ম নয়, লাখো মানুষের মানসিকতা বদলে দিয়েছ। জানি তোমার কাছে টেস্ট ক্রিকেটের গুরুত্ব কতটা। আশাবাদী, আমাদের প্রজন্ম সেই আগ্রাসন, দায়বদ্ধতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। তোমার থেকে যা পেয়েছি, সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ পাজি।'

জসপ্রীত বুমরাহর উত্থান বিরাটের নেতৃত্বে। প্রথম টেস্ট অধিনায়কের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বুমরাহ লিখেছেন, 'তোমার নেতৃত্বে টেস্ট অভিষেক। তোমার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দলকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়া। তোমার আবেগ, এনার্জি মিস করব। তবে তুমি যে পরম্পরা ছেড়ে যাচ্ছ, তা তুলনাহীন। অভিনন্দন সাদা পোশাকের দুর্দান্ত জার্নির জন্য।'

দীর্ঘদিনের সতীর্থ আজিঙ্কা রাহানের কথায়, বিরাটের মতো তারকার সঙ্গে ভারতের সাজঘরে থাকাটাই গর্বের, বড় প্রাপ্তি। তাঁর সৌভাগ্য তিনি সেই সুযোগ পেয়েছেন। আরও লেখেন, 'তোমার সঙ্গে কাটানো অসাধারণ সব মুহূর্ত, যুগলবন্দি মনের মণিকোঠায় চিরকাল থেকে যাবে। অভিনন্দন দুর্দান্ত টেস্ট কেরিয়ারের জন্য।'

ইয়ং ব্রিগেডের অন্যতম মুখ যশস্বী জয়সওয়ালের মুখে বিরাট-রোহিতের কথা। তরুণ বাঁহাতি ওপেনার জানান, দুজনকে দেখে ক্রিকেটার হিসেবে তাঁর বেড়ে ওঠা। বিরাট-রোহিতকে ভারতীয় দলের জার্সিতে দেখে জাতীয় দলে খেলার স্বপ্ন দেখেছেন। যশস্বী আরও লিখেছেন, 'বিরাটভাই, রোহিতভাই, তোমরা দুজনে শুধু আমার কাছে নয়, গোটা প্রজন্মের অনুপ্রেরণা। তোমাদের আবেগ, তাগিদ ক্রিকেটের প্রতি মানুষের ভালোবাসা আরও বাড়িয়েছে। টেস্ট ক্রিকেটে তোমরা যে প্রভাব ফেলেছ, তা তুলনাহীন। তোমাদের সঙ্গে খেলা, মাঠে থাকা আমার কাছে সম্মানের।'

কিংবদন্তি টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচও আবেগতাড়িত। কোহলিকে নিয়ে দুই শব্দের পোস্ট করে লিখেছেন, দুর্দান্ত ইনিংস। প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন গ্রেগ চ্যাপেলও। গুরু গ্রেগ বলেন, 'শচীন জিনিয়াস। ধোনি মাস্টার ট্যাকটিশিয়ান। কিন্তু কোহলি বদলে দিয়েছিল মানসিকতা। সৌরভ ভারতীয় ক্রিকেটকে নতুন মেরুদণ্ড দেয়। ধোনির ঠান্ডা মাথায় নেতৃত্ব। আগুনটা জ্বালিয়েছিল কোহলিই। শচীনের কথা মাথায় রেখেও বলব, ভারতীয় ক্রিকেটকে সবথেকে বেশি প্রভাবিত করেছে ও। অস্ট্রেলীয় না হয়েও অনেক বেশি অস্ট্রেলীয় বিরাট।'

অনেক বেশি অস্ট্রেলীয় : গ্রেগ

> তোমার নেতৃত্বে টেস্ট অভিষেক। তোমার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দলকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়া। তোমার আবেগ, এনার্জি মিস করব। তবে তুমি যে পরম্পরা ছেড়ে যাচ্ছ, তা তুলনাহীন।
>
> **জসপ্রীত বুমরাহ**

বিলেত সফরে চার নম্বরে কে, শুরু জল্পনা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ মে : একটি সিদ্ধান্ত। হাজারো সমীকরণ!

রোহিত শর্মা আগেই টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছিলেন। আজ সেই একই পথে হাঁটলেন বিরাট কোহলি। তাঁদের অবসরের সিদ্ধান্তের ফলে একদিকে যেমন ২০ জুন থেকে শুরু হতে চলা টিম ইন্ডিয়ার পাঁচ টেস্টের ইংল্যান্ড সফরের জন্য জাতীয় নির্বাচকদের কাজটা সহজ করে দিয়েছে। তেমনই অজিত আগরকাররা বিলেত সফরের দল নির্বাচন করতে গিয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখেও পড়তে চলেছেন।

এমন ভাবনার নেপথ্যে রয়েছে জোড়া প্রশ্ন। এক, রোহিতের অনুপস্থিতিতে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ইনিংস ওপেন করবেন কে? দুই, কোহলির অবসরের পর টেস্টে চার নম্বরে ব্যাটিংয়ের দায়িত্ব কার উপর যাবে? জোড়া প্রশ্নের পাশাপাশি আরও একটি বিষয় থাকছে, ইংল্যান্ডের মতো কঠিন সফর শুরুর আগেই ভারতীয় ব্যাটিং একইসঙ্গে 'দুর্বল' ও 'অনভিজ্ঞ' হয়ে পড়ল নিশ্চিতভাবেই। বিরাট-রোহিতরা ইংল্যান্ড সফরে থাকলেই টিম ইন্ডিয়া সিরিজ জিতে যেত, এমন নয়। সাম্প্রতিক অতীতে রোহিত-কোহলিদের পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে, সোনালি অতীত পিছনে ফেলে এসেছেন তাঁরা। কিন্তু তারপরও প্রশ্ন, রোহিত-বিরাটদের বিকল্প কে বা কারা হতে পারেন কঠিন বিলেত সফরে?

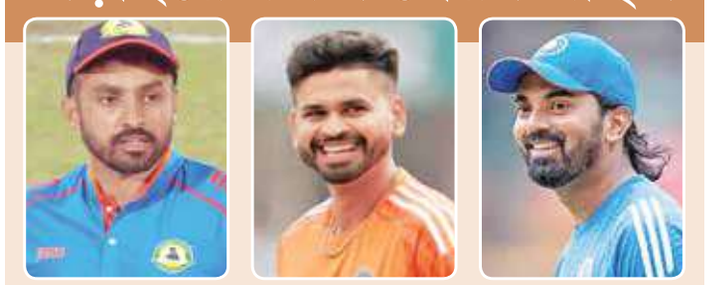

টেস্ট ম্যাচ জিততে হলে বিপক্ষের ২০টি উইকেট দখল করা যেমন বেসিক শর্ত। ঠিক তেমনই ইংলিশ সামারের সিমিং কন্ডিশনে ব্যাটারদের দক্ষতা ও স্কিলের প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, দক্ষতা ও স্কিলের পাশে প্রয়োজন সঠিক টেকনিক ও ইনটেন্ট। যার মাধ্যমে করতে হবে রান। ওপেনার যশস্বী, তিন নম্বরে হবু ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল, লোকেশ রাহুল ও ঋষভ পন্থ ছাড়া ভারতীয় টপ অর্ডার ব্যাটিংয়ের বেশিরভাগেরই ইংল্যান্ডে খেলার অতীত অভিজ্ঞতা নেই। ইতিহাস বলছে, ২০১৯ সালে ইংল্যান্ডের মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপের আসরে চার নম্বর ব্যাটার নিয়ে ভুগেছিল ভারত। রোহিত পাঁচটি শতরান করার পরও তৎকালীন অধিনায়ক কোহলির হাতে বিশ্বকাপ ট্রফি তুলে দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। প্রশ্ন এখানেই, এবার কী হবে?

ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরমহলের খবর, বিলেত সফরে যশস্বীর সঙ্গে ইনিংস ওপেন করার দৌড়ে সবার আগে রয়েছেন বি সাই সুদর্শন ও অভিমন্যু ঈশ্বরণ। দুজনেরই টেস্ট অভিষেকের সম্ভাবনা প্রবল। তিন নম্বরে শুভমান। চারে কোহলির ছেড়ে যাওয়া সিংহাসনে রাহুলকে ভাবছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। ভারতীয় 'এ' দলের প্রতিনিধি হিসেবে ইংল্যান্ডে গিয়ে ভালো করতে পারলে করুণকেও চার নম্বরে খেলানো হতে পারে। দৌড়ে রয়েছেন শ্রেয়স আইয়ারও। সূত্রের খবর, রাহুল নিজে পাঁচ নম্বরে খেলতে চাইছেন। ছয় নম্বরে দলের উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে ঋষভ থাকবেন। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আচমকা অবসর ঘোষণা না করলে রবীন্দ্র জাদেজাও থাকবেন ছয় বা সাত নম্বরে।

বিলেত সফরের জন্য এমন সম্ভাব্য ব্যাটিংলাইন কতটা লড়াই করতে পারবে জোফ্রা আর্চারদের বিরুদ্ধে, সেটাই এখন দেখার। পরিস্থিতি কিন্তু ক্রমশ জটিল হচ্ছে। রোহিত-বিরাট জুটির অবসরের পর ভারতীয় ব্যাটিংয়ের 'কঙ্কাল' কোচ গম্ভীর কীভাবে ঢাকবেন, সেটাই দেখার।

লড়াইয়ে করুণ-শ্রেয়স-রাহুল

আইপিএল ফিরছে ১৭ মে

মুম্বই, ১২ মে : আভাস রবিবারই পাওয়া গিয়েছিল। প্রত্যাশামতো সোমবার আইপিএলের পরিবর্তিত ক্রীড়াসূচি সামনে আনল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। সীমান্তে ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনার কারণে ৮ মে পাঞ্জাব কিংস বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচের মাঝপথে আইপিএল বন্ধ হয়ে যায়। ১৭ মে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচ দিয়ে ফের আইপিএল শুরু হতে চলেছে। ফাইনাল ৩ জুন। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষবিরতি ঘোষিত হলেও স্থগিত থাকা আইপিএলের বাকি ১৭ ম্যাচের জন্য ১৩-র বদলে বেঙ্গালুরু, জয়পুর, দিল্লি, লখনউ, মুম্বই ও আহমেদাবাদ-এই ছয়টি কেন্দ্রকে বেছে নেওয়া হয়েছে। স্থগিত হওয়া আইপিএলের বাকি ম্যাচের জন্য প্রাথমিকভাবে তিনটি সূচি তৈরি করেছিল বিসিসিআই। যার মধ্যে থেকে একটি সূচিকে সোমবার সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে। দুইটি ডাবল হেডার রয়েছে ১৮ ও ২৫ মে। মাঝপথে বন্ধ হওয়া পাঞ্জাব-দিল্লি ম্যাচ হবে ২৪ মে জয়পুরে।

পুরোনো সূচিতে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ও ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল যথাক্রমে ২৩ ও ২৫ মে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। সোমবার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে বলা হয়েছিল ফাইনাল আহমেদাবাদে হতে পারে। কিন্তু পরিবর্তিত সূচিতে ফাইনাল সহ জোড়া কোয়ালিফায়ার (২৯ মে ও ১ জুন) এবং এলিমিনেটরের (৩০ মে) কেন্দ্র এখনও নির্ধারিত হয়নি।

খেলা হবে ৬টি কেন্দ্রে

তারিখ	ম্যাচ	সময়	স্থান
১৭ মে	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	বেঙ্গালুরু
১৮ মে	রাজস্থান রয়্যালস বনাম পাঞ্জাব কিংস	বিকাল ৩.৩০ মিনিট	জয়পুর
১৮ মে	দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম গুজরাট টাইটান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	নয়াদিল্লি
১৯ মে	লখনউ সুপার জায়েন্টস বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	লখনউ
২০ মে	চেন্নাই সুপার কিংস বনাম রাজস্থান রয়্যালস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	নয়াদিল্লি
২১ মে	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	মুম্বই
২২ মে	গুজরাট টাইটান্স বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	আহমেদাবাদ
২৩ মে	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	বেঙ্গালুরু
২৪ মে	পাঞ্জাব কিংস বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	জয়পুর
২৫ মে	গুজরাট টাইটান্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংস	বিকাল ৩.৩০ মিনিট	আহমেদাবাদ
২৫ মে	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	নয়াদিল্লি
২৬ মে	পাঞ্জাব কিংস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	জয়পুর
২৭ মে	লখনউ সুপার জায়েন্টস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	লখনউ

২৯ মে	৩০ মে	১ জুন	৩ জুন
কোয়ালিফায়ার-১	এলিমিনেটর	কোয়ালিফায়ার-২	ফাইনাল
সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট

বেয়ার লেভারকুসেন থেকে রিয়াল মাদ্রিদে আসছেন জাভি অলন্সো।

ক্লাব বিশ্বকাপে রিয়ালে অলন্সো

মাদ্রিদ, ১২ মে : ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ থেকেই রিয়াল মাদ্রিদের দায়িত্ব নিচ্ছেন জাভি অলন্সো।

অঘটন না ঘটলে শিরোপাহীন থেকেই মরশুম শেষ করতে চলেছে মাদ্রিদ জায়েন্টরা। সেইসঙ্গে রিয়ালে কার্লো আন্সেলোত্তির অধ্যায়ও শেষ হচ্ছে। ২৫ মে স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে লা লিগার শেষ ম্যাচেই হয়তো তাঁকে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হবে ক্লাবের তরফে। বেয়ার লেভারকুসেন ছেড়ে জুনের শুরুতেই রিয়ালের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন অলন্সো।

তিন বছরের চুক্তিতে স্পেনের সফলতম দলটির কোচ হচ্ছেন তিনি। চুক্তি চূড়ান্ত। ১৩ জুন শুরু ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ। যেখানে রিয়াল মাদ্রিদের ডাগআউটে থাকবেন অলন্সোই। তাঁর সঙ্গেই লিভারপুল ছেড়ে রিয়ালে যোগ দিচ্ছেন ট্রেন্ট আলেজান্ডার-আর্নল্ড। আগামী মরশুম শুরুর আগে দলের রক্ষণের খোলনলচে বদলে ফেলতে চান অলন্সো। এবার রক্ষণই যে সবচেয়ে বেশি ভুগিয়েছে রিয়ালকে।

ব্রাজিলের দায়িত্বে আন্সেলোত্তি

ব্রাসিলিয়া, ১২ মে : সব জল্পনার অবসান। ব্রাজিল কোচের হটসিটে বসতে চলেছেন ইতালিয়ান কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি। সোমবার ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন তাঁর নাম ঘোষণা করে। এই ইতালিয়ান কোচ মে মাসের শেষেই রিয়াল মাদ্রিদের দায়িত্ব ছাড়ছেন। তারপরেই ব্রাজিলের দায়িত্ব নেবেন তিনি। আন্সেলোত্তির কোচ হওয়া প্রসঙ্গে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি এডলান্ডো রডরিগেজ বলেছেন, 'কার্লো আন্সেলোত্তিকে ব্রাজিলের দায়িত্বে আনা আমাদের স্ট্র্যাটেজিক চাল। আমরা যে আবার শীর্ষে পৌঁছাতে চাই, আন্সেলোত্তিকে এনে বিশ্বকে সেই বার্তা দিলাম। আন্সেলোত্তি বিশ্বের সেরা কোচ। এখন তিনি গ্রহের সেরা দলের দায়িত্ব পেলেন। আশা করি, সবাই মিলে আমরা ব্রাজিলের ফুটবলের নতুন অধ্যায় লিখতে পারব।'

> কার্লো আন্সেলোত্তিকে ব্রাজিলের দায়িত্বে আনা আমাদের স্ট্র্যাটেজিক চাল। আমরা যে আবার শীর্ষে পৌঁছাতে চাই, আন্সেলোত্তিকে এনে বিশ্বকে সেই বার্তা দিলাম। আন্সেলোত্তি বিশ্বের সেরা কোচ। এখন তিনি গ্রহের সেরা দলের দায়িত্ব পেলেন। আশা করি, সবাই মিলে আমরা ব্রাজিলের ফুটবলের নতুন অধ্যায় লিখতে পারব।
>
> **এডলান্ডো রডরিগেজ**
> *ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি*

মে মাসের শেষদিক থেকে ব্রাজিলের দায়িত্ব নিচ্ছেন কার্লো আন্সেলোত্তি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন হাজিনগর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হাজিনগর - এর একজন বাসিন্দা নিলিমা দাস - কে 24.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 81C 63717 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "জীবন সবসময় সহজ ছিল না, এই অপ্রত্যাশিত আশীর্বাদগুলি আমার মনে এক বিরাট স্বস্তি এনে দিয়েছে কারণ আমার আত্মবিশ্বাস আছে যে আমি এখন আমার পরিবারকে সাহায্য করতে পারব এবং আমাদের জন্য সবকিছু সহজ করে তুলতে পারব। সমস্ত কৃতিত্ব এবং ধন্যবাদ ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজ্ঞাপনের তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

কলকাতায় আটকে সুহেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মে : ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে উত্তেজনার কারণে কাশ্মীরে ফেরা হয়নি মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সুহেল আহমেদ বাটের। কলকাতাতেই তিনি মোহনবাগান ক্লাবের মাঠে অনুশীলন করছেন। এখান থেকেই ১৮ মে কলকাতায় শুরু জাতীয় শিবিরে যোগ দেবেন তিনি।

ট্রফি নিয়ে উল্লাস জয়ন্তী লেপার্ড একাদশের। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

চ্যাম্পিয়ন জয়ন্তী লেপার্ড

আলিপুরদুয়ার, ১২ মে : ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্যোগে এবং টাউন ক্লাবের সহযোগিতায় আয়োজিত ডুয়ার্স প্রিমিয়ার লিগ অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল জয়ন্তী লেপার্ড একাদশ। ফাইনালে তারা ৫ উইকেটে রাজাভাতখাওয়া ডিয়ার একাদশকে হারিয়েছে। প্রথমে ডিয়ার ১৩.৪ ওভারে ৮০ রানে অল আউট হয়। জাহির হোসেন ১৩ রান করে। রাজদীপ সাহা ১০ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে লেপার্ড ১৫.২ ওভারে ৫ উইকেটে ৮৩ রান তুলে নেয়। অসীম সূত্রধর ২৭ রান করে। অঙ্কিত রায় ১৫ রানে নেয় ২ উইকেট। প্রতিযোগিতার অনীক রায়। সেরা ব্যাটার অসীম সূত্রধর। সেরা বোলার অঙ্কিত রায়। সেরা অলরাউন্ডার নাসির শেখ, সেরা উইকেটকিপার জ্যোতিপ্রিয় কার্জি।

উত্তরের খেলা

কোচবিহার রয়্যালসের জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ মে : স্বস্তিকা যুবক সংঘের শিলিগুড়ি চ্যালেঞ্জার্স ট্রফিতে সোমবার সিকিমের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ইরাইজের ৩ উইকেটে হারিয়েছে কিংস ইলেভেন জলপাইগুড়িকে। রবিবার ১৩.১ ওভারে কিংসের স্কোর ৫ উইকেটে ১১৭ থাকাকালীন ভিজে আউটফিল্ডের কারণে ম্যাচ স্থগিত হয়ে যায়। বাকি ম্যাচ হয় সোমবার। কিংস শেষ পর্যন্ত ১৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩১ রান করে। জবাবে ইরাইজ ১৪ ওভারে ৭ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। পুনিত যাদবের অবদান ২৯ রান। আদি ২৪ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট। কিংসের বিরাজ কৃষ্ণ ৩ উইকেটের সঙ্গে ১৩ রান করে ম্যাচের সেরা হন।

পরে কোচবিহার এবিএস রয়্যালস ৬ উইকেট জয় পায় মালদার বাঁশবাড়ি সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে। প্রথমে সানরাইজার্স ১৭.২ ওভারে ১১১ রানে সব উইকেট হারায়। আশিক প্যাটেল রেখে আছেন ২৪ রান। ৩ উইকেট পেয়েছেন মায়াঙ্ক এন কুমার এবং হর্ষ কুমার। জবাবে রয়্যালস ১৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১১২ রান তুলে নেয়। অপরাজিত ৫১ রান করেন অলোক কৃষ্ণদেব কুমার। ম্যাচের সেরা হর্ষ।

জয়ী বাংলা, ভূগোল

কোচবিহার, ১২ মে : ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজের আন্তঃ বিভাগীয় ক্রিকেটে সোমবার বাংলা ১৬ রানে হারিয়েছে দর্শনকে। প্রথমে বাংলা ৮ ওভারে ৬ উইকেটে ৭০ রান তোলে। জবাবে দর্শন ৬.৫ ওভারে ৭ উইকেটে ৫৪ রানে আটকে যায়। ম্যাচের সেরা সুদীপ সাহা ২০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

পরে ভূগোল ৩ রানে জিতেছে শিক্ষাবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভূগোল ৬ ওভারে ৭ উইকেটে ৩৮ রান তোলে। জবাবে শিক্ষাবিজ্ঞান ৬.২ ওভারে ৭ উইকেটে থামে ৩৫ রানে। ম্যাচের সেরা অপূর্ব সরকার ২৪ রান করেন।

নবীকরণে ১৩০

রায়গঞ্জ, ১২ মে : উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃ ক্লাব জুনিয়ার ফুটবলের জন্য দুইদিনের নবীকরণ কর্মসূচি সোমবার শেষ হল। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে দুইদিনে অনূর্ধ্ব-১৫ ও ১৭ বছর মিলিয়ে প্রায় ১৩০ জন ফুটবলার নবীকরণে অংশ নেয়। প্রতিটি দলে অনূর্ধ্ব-১৭ সর্বাধিক পাঁচজন এবং অনূর্ধ্ব-১৫ সর্বনিম্ন ছয়জন ফুটবলার থাকবে। সংস্থার সচিব সুদীপ বিশ্বাস বলেছেন, 'জুনের মাঝামাঝি জুনিয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হবে।'